NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ বিজেপি কর্মী খুনে তৃণমূলকে কাঠগড়ায় তুললেন শুভেন্দু

ধর্ষণে অভিযুক্ত কুলদীপ সেঙ্গারের জামিন নিয়ে তোপ অভিষেকের ৩

কলকাতা ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫ ১০ পৌষ ১৪৩২ শুক্রবার উনবিংশ বর্ষ ১৯২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 26.12.2025, Vol.19, Issue No. 192, 8 Pages, Price 3.00

নথির সত্যতা প্রমাণে কঠোর কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) প্রক্রিয়ার শুনানি পর্বে ভোটারদের পরিচয়, ঠিকানা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নথি খতিয়ে দেখার উপর জোর দিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। এই পুরো যাচাই প্রক্রিয়ায় বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলও-দের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে জানানো হয়েছে। ভোটের প্রাক্কালে নথি-রাজনীতির উত্তাপ এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। কমিশনের এই কঠোর ডেডলাইন যে প্রশাসনের উপর চাপ বাড়াল, এ কথা বলাই যায়।

নির্বাচন দপ্তর সূত্রে খবর, শুনানির সময় ভোটারদের জমা দেওয়া সমস্ত নথি বিএলও-দের একটি নির্দিষ্ট অ্যাপের মাধ্যমে আপলোড করতে হবে। সেই নথি জেলা নির্বাচন আধিকারিক বা ডিইও অর্থাৎ জেলাশাসকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানো হবে যাচাইয়ের জন্য। কোন নথি কোন দপ্তরে পাঠানো হচ্ছে, তার উপরও নজর রাখবে নির্বাচন দপ্তর।

নথি যাচাইয়ের ক্ষেত্রেও কড়া সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে কমিশন। নথি আপলোড হওয়ার পর সর্বোচ্চ পাঁচ দিনের মধ্যেই যাচাইয়ের কাজ শেষ করতে হবে। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট দপ্তর কোনও ভাবেই সময় নষ্ট করতে পারবে না। পাঁচ দিনের মধ্যে যাচাই সম্পন্ন করে রিপোর্ট নির্বাচন দপ্তরের কাছে জমা দিতে হবে বলে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রশাসনিক সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, যদি কোনও ভোটারের নথি ভিনরাজ্যের সঙ্গে যুক্ত থাকে, সে ক্ষেত্রে সেই রাজ্যের সংশ্লিষ্ট কর্তব্যরত আধিকারিকদের কাছেও নথি পাঠানো হবে। সেখানেও একই ভাবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই যাচাইয়ের প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। নির্বাচন দপ্তরের মতে, এই কড়া সময়সীমা ও বহুতল যাচাই ব্যবস্থার ফলে ভুয়ো ভোটার, দ্বৈত ভোটার কিংবা ভুল তথ্য সংক্রান্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, আগামী শনিবার থেকেই রাজ্যে এসআইআর-এর শুনানি পর্ব শুরু হচ্ছে। বিএলও-রা যে নথি নতুন করে আপলোড করবেন সেগুলিই আবার জেলা নির্বাচনী আধিকারিকরা সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠাবেন। তারপরই খুঁটিয়ে তা পরীক্ষার কাজ চলবে। যদি দেখা যায় উত্তর ২৪ পরগনার কোনও নথি পূর্ব মেদিনীপুরের সঙ্গে যোগ রয়েছে তাহলে সেটিকে পূর্ব মেদিনীপুরে পাঠিয়ে দেবেন জেলা নির্বাচনী আধিকারিক। যদি দেখা যায় অন্য কোনও রাজ্যের নথি আপলোড হয়েছে ফলে সেই রাজ্যের সিইও-র কাছে এই নথি পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তবে এই পুরো প্রক্রিয়ার জন্য খুব বেশি সময় দিতে নারাজ নির্বাচন কমিশন। ৫ দিনের মধ্যেই শেষ করতে হবে এই নথি যাচাইয়ের কাজ। এখন দেখার এই ৫ দিনের মধ্যে এই প্রক্রিয়া কতটা সুষ্ঠভাবে শেষ হয়, নাকি আবার নতুন কোনও নির্দেশিকা দেয় নির্বাচন কমিশন।

মোদীর উপহার ‘রাষ্ট্র প্রেরণা স্থল’

জন্মবার্ষিকীতে বাজপেয়ীকে শ্রদ্ধার্ঘ্য

লখনউ, ২৫ ডিসেম্বর: প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন অটলবিহারী বাজপেয়ীর ১০১তম জন্মবার্ষিকীতে লখনউবাসী তথা সারা দেশ পেল এক অনন্য উপহার। বৃহস্পতিবার লখনউতে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে ‘রাষ্ট্র প্রেরণা স্থল’-এর উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই বিশেষ কেন্দ্রে তিনি তিন মহান রাষ্ট্রনায়কের মূর্তি উন্মোচন করে দেশবাসীকে উৎসর্গ করেন।

এদিনের উদ্বোধনস্থল থেকেই গান্ধি পরিবারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন মোদী। গান্ধি পরিবারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে প্রধানমন্ত্রী বৃহস্পতিবার বলেন তাঁর দল ভারতের উন্নয়নের জন্য কেবল একটি পরিবারকে কৃতিত্ব দেওয়াকে পিছনে ফেলে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। তারা এখন অন্যান্য নেতাদেরও স্বীকৃতি দিচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, কংগ্রেসের আমলে বিজেপির প্রবীণ নেতাদের অসম্মান করা হতো। বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেসের তুলনা করে তিনি বলেন, তাঁর দল সকলকে সম্মান করে। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসিমহা রাও থেকে শুরু করে ডঃ বিআর আম্বেদকর এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সকলকে যথাযথ কৃতিত্ব দিয়েছেন তাঁরা। লখনউ থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ী এবং ভারতরত্ন মদন মোহন মালব্য এই দুই মহাপুরুষ ভারতের পরিচয়, ঐক্য এবং গর্বকে রক্ষা করেন এবং দেশ গঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।’

৬৫ একর জমির ওপর বিস্তৃত এই চত্বরে ভারতরত্ন অটলবিহারী বাজপেয়ী, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় এবং ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সুবিশাল ব্রোঞ্জ মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি মূর্তির উচ্চতা ৬৫ ফুট। এই মনীষীদের আদর্শ এবং নেতৃত্বের মূল্যবোধকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়াই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

রাষ্ট্র প্রেরণা স্থলের অন্যতম আকর্ষণ হল পদ্মফুলের আদলে তৈরি অত্যাধুনিক মিউজিয়াম। প্রায় ৯৮ হাজার বর্গফুট এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এই জাদুঘরে ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে ভারতের জাতীয় অগ্রগতির ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। দর্শনার্থীরা এখানে এক ইন্টারঅ্যাক্টিভ ও শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা পাবেন। এই প্রকল্প নির্মাণ করতে খরচ হয়েছে প্রায় ২৩০ কোটি টাকা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং উপস্থিত ছিলেন। এই কেন্দ্রটি জাতীয় সেবা, সাংস্কৃতিক চেতনা এবং জন-প্রেরণার এক স্থায়ী তীর্থস্থল হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে।

ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ীর ১০১তম জন্মবার্ষিকীতে লখনউয়ে ‘রাষ্ট্র প্রেরণা স্থল ‘- এর উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিন মহান রাষ্ট্র নায়কের মূর্তি উন্মোচন করে দেশবাসীকে উৎসর্গ করেন তিনি।

কর্নাটকে বাস-ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত অন্তত ১০, শোকাহত প্রধানমন্ত্রীও

বেঙ্গালুরু, ২৫ ডিসেম্বর: মাঝরাতে কর্নাটকে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। বাস এবং ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে বিধ্বংসী আগুনে ঝলসে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১০ জনের। আহত হয়েছেন বহু যাত্রী। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ এবং দমকল। দীর্ঘক্ষণের চেষ্টা নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। ইতিমধ্যেই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, ‘কর্নাটকের এই দুর্ঘটনা হৃদয়বিদারক। মৃতদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রইল। আহতরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুক।’ মৃতদের পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

বুধবার বাসটি বেঙ্গালুরু থেকে শিবমোগার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। রাত ২টো ৩০মিনিট নাগাদ কর্নাটকের চিত্রদুর্গে পৌঁছতেই বাসটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে খবর, ৪৮ নম্বর জাতীয় সড়কে উলটো দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সংঘর্ষে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় বাসটির। তারপরই বাসটিতে আগুন লেগে যায়। বিকট শব্দ শুনে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি সেখানে পৌঁছয় পুলিশ এবং দমকল। দুর্ঘটনায় ঝলসে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১০ জনের। আহতের সংখ্যা বহু। পুলিশ সূত্রে খবর, বাসটিতে ৩২ জন যাত্রী ছিলেন। প্রত্যেকেই ঘুমাচ্ছিলেন। আচমকা মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে যায়।

ইন্সপেক্টর জেনারেল রবিকান্ত গৌড়া বলেন, ‘ট্রাকটি প্রথমে ডিভাইডারে ধাক্কা খায়। তারপরই সংঘর্ষ হয় বাসটির সঙ্গে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ট্রাকটি বাসের জ্বালানি ট্যাঙ্কে ধাক্কা মারে। এর জেরেই আগুন লেগে যায়। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ট্রাক চালকেরও।’ অন্যদিকে, বুধবার রাতেও তামিলনাড়ুতে একটি বাসদুর্ঘটনা হয়েছে। সেখানে অন্তত ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে।

বাংলাদেশি সন্দেহে ওডিশায় বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক খুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওডিশার সম্বলপুরে বুধবার রাতে এক পরিযায়ী শ্রমিককে ‘বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী’ সন্দেহে মারধর করে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ। নিহতের নাম জুয়েল শেখ (৩০)। তিনি মুর্শিদাবাদের একজন পরিযায়ী শ্রমিক ছিলেন। এই ঘটনার কথা জানাজানি হওয়ার পরেই বিজেপিশাসিত ওডিশা সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছে বাংলার শাসকদল তৃণমূল। তাদের অভিযোগ, বাংলা ভাষায় কথা বলাতেই ‘বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী’ হিসাবে অভিযুক্ত করে ওই পরিযায়ী শ্রমিককে হত্যা করা হয়েছে।

এই হামলার ঘটনায় ইতিমধ্যেই ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওডিশা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শ্রমিকরা কাজ শেষে ফেরার পথে স্থানীয়দের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন। আহতদের মধ্যে একজন মারা গিয়েছেন। তদন্ত চলছে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দিনকয়েক আগেই সুতি-১ নম্বর ব্লকের জুয়েল-সহ কয়েক জন যুবক রাজমিস্ত্রির কাজে সম্বলপুর গিয়েছিলেন। বুধবার রাতে একটি চায়ের দোকানে বসে নিজেদের মধ্যে বাংলা ভাষায় কথা বলছিলেন জুয়েল, আরিক ও পলাশেরা। অভিযোগ, সেই সময় পাঁচ জনের

একটি দল সেখানে চড়াও হয় এবং তাঁদের ‘বাংলাদেশি’ বলে গালিগালাজ শুরু করে। শ্রমিকেরা নিজেদের বৈধ পরিচয়পত্র দেখালেও দুষ্কৃতীরা কর্ণপাত করেনি বলে অভিযোগ। প্রাণের ভয়ে আরিক ও পলাশ পালিয়ে যেতে পারলেও জুয়েলকে ধরে ফেলে উন্মত্ত জনতা। তাঁকে রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। গোলমালের ঘটনায় পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে জেলা সদর হাসপাতালে মর্গে নিয়ে যান এবং আহতদের চিকিৎসার জন্য স্থানীয় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। পুলিশ ওই হত্যার ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে এবং হামলাকারীদের শনাক্ত করার চেষ্টা করছে।

এই ঘটনার পর শশী পাঁজা সাংবাদিক বৈঠকে অভিযোগ করেছেন, ‘বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এসআইআর ও ভিনরাজ্যে বাঙালি শ্রমিকদের নিরাপত্তার ঘটনা ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির হাতিয়ার হয়ে উঠছে। বাংলা ভাষায় কথা বললেই ‘বাংলাদেশি’ তকমা দিয়ে আক্রমণ করা হচ্ছে। এটি শুধু ব্যক্তিগত হামলা নয়, রাজনৈতিক হুমকিও বহন করছে।’

শশী পাঁজা আরও বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রীর নদিয়ার সভার স্লোগান-‘বাঁচতে চাই, বিজেপি তাই’-এটি কি সরাসরি হুমকি নয়? বাংলায় কথা বললে এবং বিজেপির সঙ্গে না থাকলে মানুষ বাঁচতে পারবে না-এটাই যেন নতুন বাস্তবতা।’

বিজেপি মুখপাত্র জানিয়েছেন, ‘ওডিশা পুলিশের তদন্ত চলছে। দোষীদের বিরুদ্ধে আইন অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তৃণমূলের রাজনৈতিক সমালোচনা ভিত্তিহীন এবং নির্বাচন ও এসআইআরকে কেন্দ্র করে রাজ্যের মানুষের মনে আতঙ্ক তৈরি করার চেষ্টা চলছে।’ ঘটনার পর মৃত শ্রমিকের পরিবার শোকাহত। স্থানীয়রা দাবি করেছেন, ভিনরাজ্যে বাঙালি শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের দ্রুত এবং কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। সাধারণ মানুষও ঘটনার রাজনৈতিক ব্যবহার ও শ্রমিক নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন।

বাংলাদেশে ফের এক যুবককে পিটিয়ে খুন

ঢাকা, ২৫ ডিসেম্বর: বাংলাদেশে ফের এক যুবককে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল। ঘটনাটি ঘটেছে বাংলাদেশের ঢাকা বিভাগের রাজবাড়ি জেলায়। মৃত যুবকের নাম অমৃত মণ্ডল ওরফে সম্রাট। বাংলাদেশের পুলিশের দাবি, চাঁদাবাজিকে কেন্দ্র করে গোলমালের জেরে ঘটনাটি ঘটেছে।

বুধবার রাত ১১টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে। পিটিয়ে খুনের ঘটনার কথা বৃহস্পতিবার নিশ্চিত করেছে স্থানীয় থানাও। তবে পুলিশের দাবি, চাঁদাবাজি এবং বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত ছিলেন ২৯ বছর বয়সি ওই যুবক। বুধবার রাতের ওই ঘটনার পরে সেলিম শেখ নামে অমৃতের এক সহযোগীকেও পাকড়াও করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে উত্তেজিত জনতা। তাঁর থেকে দু’টি আগ্নেয়াস্ত্রও পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি স্থানীয় পুলিশের। স্থানীয় থানার ওসি শেখ মঈনুল ইসলামের বক্তব্য, নিহত অমৃতের নামে খুনের অভিযোগ-সহ একাধিক মামলা রয়েছে। নিহতের সহযোগী সেলিমের থেকে একটি পিস্তল এবং একটি ওয়ান শুটার গানও পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি পুলিশের।

লুথার কিং থেকে হাদি, স্বপ্নের বাংলাদেশের বার্তা তারেকের

ঢাকা, ২৫ ডিসেম্বর: ১৭ বছরের ‘স্বেচ্ছানির্বাসন’ পর্বের শেষে বৃহস্পতিবার দুপুরে ব্রিটেন থেকে বাংলাদেশে ফিরেছেন তিনি। বিকেলে গণসংবর্ধনা মঞ্চ থেকে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার পুত্র তথা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ‘স্বপ্নে দেখা বাংলাদেশ’ গড়ে তোলার অঙ্গীকার করলেন।

তাঁর গাড়ি ঘিরে ঢাকার পথে বিপুল জমায়েত হয়েছিল। এরপরে হাসপাতালে যান মা-কে দেখতে যান। সঙ্গে ছিলেন বিএনপি-র শীর্ষ নেতৃত্ব। বিএনপি সমর্থকদের ভিড়ের কারণে হাসপাতালে পৌঁছোতে বেশ খানিকটা দেরি হয় তারেকের। ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে গত ২৩ নভেম্বর থেকে ভর্তি দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা। তারেকের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী জুবাইদা রহমান এবং কন্যা জাইমা রহমানও বাংলাদেশে ফিরেছেন। প্রায় দেড় ঘণ্টা তিনি হাসপাতালে ছিলেন। পরে বাড়ির পথে রওনা হন।

রাজধানী ঢাকার পূর্বাচলে জুলাই ৩৬ এক্সপ্রেসওয়েতে আয়োজিত গণসংবর্ধনায় তারেক বৃহস্পতিবার বলেন, ‘এমন বাংলাদেশ

গড়ে তুলব, যা স্বপ্ন দেখেছি।’ তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে তারেক তাঁর স্বপ্নের সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন আমেরিকার বর্ণবৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের প্রয়াত নেতা মার্টিন লুথার কিং এবং সদ্যনিহত জুলাই আন্দোলনের মুখ শফিক ওসমান হাদির। লুথারের সেই বিখ্যাত বক্তৃতা ‘আই হ্যাভ আ ড্রিম’এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে করে বলেন, ‘আই হ্যাভ আ প্ল্যান। দেশের মানুষের জন্য, দেশের ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য আমার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে।’

আর সেই পরিকল্পনা সফল করার জন্য তারেকের আর্জি, ‘শহিদ ওসমান হাদির প্রত্যাশার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সকলকে এক সঙ্গে কাজ করতে হবে। ওসমান হাদি চেয়েছিলেন এই দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক। তিনি চেয়েছিলেন, এই দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা হোক। এই দেশের মানুষ নিজেদের গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক অধিকার ফিরে পাক। ওসমান হাদি-সহ এই আন্দোলনে যাঁরা শহিদ হয়েছেন, এই মানুষগুলির রক্তের ঋণ যদি শোধ করতে হয় তবে আসুন আমরা আমাদের সেই প্রত্যাশিত বাংলাদেশ গড়ে তুলি। যেখানে আমরা সকলে মিলে কাজ করব। যেখানে আমরা সকলে মিলে প্রত্যাশিত বাংলাদেশ গড়ে তুলব।’

দেশে ফেরার পরে সেই মঞ্চ থেকে প্রথম বক্তৃতায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, ‘এই দেশে যেমন পাহাড়ের মানুষ আছেন, এই দেশে একই ভাবে সমতলের মানুষ আছেন, এই দেশে মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান-হিন্দু-সহ বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বসবাস করেন। আমরা চাই সকলে মিলে এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তুলব, আমরা যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছি। এক জন মা দেখেন। অর্থাৎ একটি নিরাপদ বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলতে চাই।

হাড় কাঁপানো বড়দিনই মরশুমের শীতলতম

নিজস্ব প্রতিবেদন: বড়দিনের সকালেই হাড় কাঁপানো ঠান্ডা। পারদ যেন এক লাফে নেমে এসে দরজায় কড়া নাড়ল। আলিপুরের দপ্তরের থার্মোমিটার নিচের দিকে সোজা ছুটে গিয়ে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে-বড়দিন ছিল এই মরশুমের অন্যতম শীতলতম দিন।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, গত ৯ বছরে বড়দিনে দ্বিতীয়বার কলকাতার তাপমাত্রা ১৩ ডিগ্রিতে নামল। ২০১৬ সালে শহরে কলকাতার তাপমাত্রা ছিল ১৩.৪ ডিগ্রি। এবার সেই তাপমাত্রা ১৩.৭ ডিগ্রি। সঙ্গে কুয়াশাও রয়েছে। শুধু কলকাতা নয়, পশ্চিমের জেলাগুলির তাপমাত্রাও একধাক্কায় অনেকটা নেমে গিয়েছে। পুরুলিয়ায় তাপমাত্রা ৯.৮ ডিগ্রির ঘরে। শুধু দক্ষিণবঙ্গ নয়, উত্তরবঙ্গেও ভরপুর শীত। দার্জিলিঙের তাপমাত্রা ৩.২ ডিগ্রিতে নেমেছে। এছাড়াও উত্তরবঙ্গের অন্য জেলার তাপমাত্রাও নিচের দিকে। ফলে বড়দিনে উত্তর থেকে দক্ষিণে ছিল ভরপুর শীতের আমেজ।

উত্তর ভারতে একের পর এক পশ্চিমি ঝঞ্ঝা সরেছে। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে উত্তুরে হাওয়ার দাপট। এর জেরেই বর্ষশেষে তাপমাত্রা কমেছে পশ্চিমবঙ্গে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগামী ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত কলকাতায় তাপমাত্রা ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশেই থাকবে।

বড়দিনে সায়েন্স সিটিতে মায়ের কোলে খুদে ‘সান্টা।’ ছবি: অদিতি সাহা

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৩/১২/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৩০৫ নং এফিডেভিট বলে Nitai Ghosh S/o. Gopal Ghosh ও Netai Ch. Ghosh S/o. G. Ch. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/১২/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১৩১৭১ নং এফিডেভিট বলে Seikh Mohammed Safi Ayoub S/o. Seikh Mohammed Jahangir ও Sk. Md. Safi Ayoub S/o. Sk. Md. Jahangir সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/১২/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১৩১৪৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Arijit Ditya ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ajit Kumar Ditya, Ajit Ditya ও A. Ditya সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১) শ্রীমতি মধুমিতা চ্যাটার্জ্জী**, স্বামী ৺স্বপন চ্যাটার্জ্জী, **২) শ্রী সৌম্যজিৎ চ্যাটার্জ্জী, ও ৩) শ্রী সৌমশীষ চ্যাটার্জ্জী**, ২/৩ এর পিতা-৺স্বপন চ্যাটার্জ্জী, সকলের সাকিম-জি.পি অফিস কোদালিয়া, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী - ৭১২১২৩, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ২৪/০৩/২০২৫ তারিখে এ.ডি. এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-2478/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী অমিত বিশ্বাস**, পিতা– খোকন বিশ্বাস, সাকিম - কৃষ্ণপুর, চন্দনপুর, দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী - ৭১২১২৩, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল বিগত ইং ১৬/০৬/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-05272/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **মুসারত জাহান** স্বামী ওসি আহমেদ সাকিম ইমামবাজার সেকেন্ড লেন, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩ মহাশয়কে ০৫ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করেন। তপশীল – জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা কোদালিয়া, জে.এল. নং ১২, হাল এল. আর ১৯৮৯ নং খতিয়ানে ১)আর.এস. ১২৪ নং তথা হাল.এল.আর. ৪০৪ নং দাগে ০৪ শতক সম্পত্তি এবং ২)আর.এস. ১২৫ নং তথা হাল এল.আর. ৪০৩ নং দাগে ০১ শতক সম্পত্তি, একুনে দুইটি দাগে মোট ০৫ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **মুসারত জাহান** স্বামী ওসি আহমেদ, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

নাম-পদবী

গত ৩১/০৭/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৬৬১১ নং এফিডেভিট বলে আমি Iti Dey D/o. Babul Chandra Dey, সাকিম কোদালিয়া ব্যান্ডেল, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, ঘোষণা করিয়াছি যে, Koushik Roy মহাশয়ের সহিত ০৫/০২/২০২১ তারিখে বিবাহ বিচ্ছেদের পর (Mat Suit No. 202/2018), আমি Iti Dey & Iti Roy & Iti Roy SDeyV D/o. Babul Chandra Dey এবং আমার পুত্র Ishaan Dey & Ishaan Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

রেফাইতপুর, পোঃ চন্দ্রহাটি, থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন-৭১২৫০৪, এতদ্বারা জানাইতেছি যে, আমি বিগত ০৫ (পাঁচ) বৎসর অধিক কাল সময় চুঁচুড়া আদালতে ল' ক্লার্ক হিসাবে কর্মরত আছি। আমি পশ্চিমবঙ্গ ল' ক্লার্কস স্টেট কাউন্সিল কলকাতায় আমার লাইসেন্স ও এনরোলমেন্টের দরখাস্ত করিয়াছি। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে কাউন্সিল অফিসে আপত্তি করিবেন।

নাম-পদবী

আমি সন্তোষ সাহা পিতা- মৃত ক্ষ্যাপাচাঁদ সাহা, সাং সন্ধ্যা মাঠপাড়া ঘূর্ণী ভীমপুর নদীয়া। গত ১৮/০২/২৫ তারিখে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফার্স্ট ক্লাস কৃষ্ণনগর কোর্টের ৩৫ নং এফিডেভিট বলে আমি সন্তোষ সাহা পিতা- মৃত ক্ষ্যাপাচাঁদ সাহা এবং সন্তোষ সাধুখাঁ পিতা- ক্ষ্যাপাচাঁদ উভয়েই একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

আমি মির্জা নার্গিস খাতুন, স্বামীর নাম ইমামুল হক, গ্রাম-চাপড়া, পোষ্ট-বাঙ্গালঝি, জেলা-নদীয়া। আমার কন্যা সোহা খাতুনের জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম ভুলবশতঃ নার্গিস বেগম হয়েছে। জন্ম সার্টিফিকেটের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ২৫৫৯। বিগত ৩০/০৮/২০১৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে মির্জা নার্গিস খাতুন ও নার্গিস বেগম একই ব্যাক্তি হইলাম। আমার আসল নাম মির্জা নার্গিস খাতুন।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ, ২)শ্রী শঙ্কর ঘোষ, ৩)শ্রীমতী তুলসী ঘোষ, ৪)শ্রীমতী অনিমা সুর, ৫)শ্রীমতী মালতী সুর, ৬)শ্রীমতী অনিতা ঘোষ**, ১ হইতে ৬নং এর পিতা ৺আশুতোষ ঘোষ, **৭)শ্রীমতী তপতী ঘোষ** পিতা ৺নিতাই ঘোষ, **৮)শ্রী নিরঞ্জন ঘোষ**, পিতা ৺নিতাই চন্দ্র ঘোষ, সকলের সাকিম দেবানন্দপুর দক্ষিণপাড়া, দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ২৯/১১/২০২৩ তারিখে এ.ডি. এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-10929/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **৯)শ্রী বিভুতি ঘোষ** পিতা ৺আশুতোষ ঘোষ, সাকিম দেবানন্দপুর দক্ষিণপাড়া, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং **১০)শ্রী শিবনাথ ঘোষ** পিতা ৺আশুতোষ ঘোষ, বিগত ইং ০৯/১১/২০২২ তারিখে ডি.এস. আর.-II, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-05827/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **শ্রী দেবাশীষ ঘোষ** পিতা শিবনাথ ঘোষ, উভয়ের সাকিম প্রান্তিক মানুষপুর, দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। প্রকাশ থাকে যে, **শ্রী বিভুতি ঘোষ** উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে ও **শ্রী দেবাশীষ ঘোষ** উক্ত আমমোক্তারনামা বলে যৌথ ভাবে বিগত ইং ২৪/০৫/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-05494/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী পরমা যাদব,** পিতা ৺গনেশ যাদব মহাশয়কে ০১ কাঠা ১১ ছটাক সম্পত্তি বিক্রয় করেন যাহার তপশীল - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়ার অধীন, জে.এল নং - ৪, মানুষপুর মৌজায় অবস্থিত, হাল ৬৯৬ নং খতিয়ান ভুক্ত, আর.এস. ২৩১ নং তথা হাল.এল.আর. ৩৭৬ নং দাগে কলাবাগান, যাহার পরিমান ০১ কাঠা ১১ ছটাক হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত **শ্রী পরমা যাদব,** পিতা ৺গনেশ যাদব মহাশয় তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

নাম-পদবী

আমি, Rupa Dey Roy স্ত্রী বুদ্ধ রায় এবং মেয়ে বিমল কুমার দে, বাসিন্দা ২৯বি/এফ/২, নিমু গোসাইন লেন, জোড়াবাগান, হাটখোলা, কলকাতা- ৭০০০০৫, পশ্চিম বঙ্গে, ১৭.১২.২০২৫ তারিখের হলফনামা নং ১১২৯ এর মাধ্যমে কলকাতার মাননীয় প্রথম শ্রেণীর বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে ঘোষণা করিতেছি যে আমার সঠিক এবং আসল নাম Rupa Dey Roy যা আমার আধার এবং ভোটার কার্ডে লিপিবদ্ধ আছে। Jayita Roy আমার মেয়ে, যার জন্ম ২১.০৮.২০০৫ তারিখে কলকাতার শাকম্বরি নার্সিং হোমে হয়, রেজিস্ট্রেশন নং স্বাস্থ্য বোরো. II/741/05 কর্তৃক জারি করা তার জন্ম শংসাপত্রে, ০৭.০৯.২০০৫ নিবন্ধনের তারিখে, আমার ডাকনাম Indrani Roy লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। Rupa Dey Roy এবং Indrani Roy একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, **SOBHA JAIN** (D.O.B. 29.06.2002) D/O Basant Kumar Choradia & W/O Nilesh Singhi, residing at Ganges Garden, Block B5, Gr Floor, D Type, P.O & P.S Shibpur, Dist. Howrah 711102, do hereby declare vide affidavit no. 614 that my maiden name is Sobha Jain & it is recorded in my all official documents & bank records. After my marriage with Nilesh Singhi on 05.05.2025, I have changed my name to SAKSHI SINGHI. Henceforth, I shall be known as SAKSHI SINGHI only. SOBHA JAIN & SAKSHI SINGHI is the same and one identical person.

আমোক্তার নামা মূলে ক্রীত সম্পত্তির নাম পত্তনের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে জানানো যাইতেছে যে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি যাহা- জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা খড়গপুর (টাউন), মৌজা জে এল নং ২৩২, RS খতিয়ান ২৭৩, RS দাগ নং ২৫৩, হাল LR খতিয়ান ১০২৪৪, হাল LR দাগ নং ৩৫০৩, শ্রেণী বর্তমানে বাস্তু, পরিমাণ ১৬.৬৬ ডেসি, উক্ত সম্পত্তির সম্পূর্ণ পরিমাণ ৫৫ ডেসিমেলের রায়ত মালিক ছিলেন মৃত আশরাফ আলী খাঁন, পিতা-মৃত ওয়াজেদ খাঁন সাং পাঁচবেড়িয়া, থানা খড়গপুর (টাউন), উক্ত আশরাফ আলী খাঁনের মৃত্যুর পর ওয়ারিশ গনের মধ্যে তাঁহার পুত্র ১) রহমত আলী খাঁন ও ২) আনোয়ার আলী খাঁন ওয়ারিশ সূত্রে উক্ত পরিমান সম্পত্তির দখলিকার ও মালিকানা প্রাপ্ত হন। গত ইং ২২/৪/২০০৯ তারিখে পশ্চিম মেদিনীপুর DSR -1 রেজিস্ট্রি অফিসের C.D ভল্যুয়ম নং 1 বুক নাম্বার IV পৃষ্ঠা নম্বর ৭৩৯ - ৭৪৯ উল্লেখে আমোক্তার দলিল নং 74/2009 মূলে উক্ত রায়ত মালিক দ্বয়ের পক্ষে আমোক্তার নিযুক্ত হন- সামজেদ আলী খাঁন পিতা হাজী সৈয়জাদ আলী খাঁন সাং পাঁচবাড়িয়া, থানা খড়গপুর (টাউন), মহাশয়। পরবর্তী সময়ে ২ নং রায়ত মালিক আনোয়ার আলী খাঁন মহাশয়ের অংশ গত ৮.৪৬ ডে সম্পত্তি তাঁহার নিযুক্ত আমোক্তার- সামজেদ আলী খাঁন কর্তৃক যথাক্রমে দলিল নং I-8432/2025 তাং 16.06.2025, I-8433/2025 তাং 16.06.2025, I-9052/2025 তাং 23.06.2025, I-9053/2025 তাং 23.06.2025, I-9054/2025 তাং 23.06.2025 পশ্চিম মেদিনীপুর DSR -1 রেজিস্ট্রি অফিসের রেজিস্টিকৃত দলিল দ্বারা সম্পাদিত ও নিম্ন ক্রেতার অনুকূলে হস্তান্তরিত করা হয়। বর্তমানে উক্ত বিক্রয় দলিলগুলির ক্রেতা- সাবেরা খাতুন স্বামী সামজেদ আলী খাঁন - এর নামে নাম পত্তন করা বিষয়ে যদি কাহারো কোন অভিযোগ, দাবি বা অধিকার থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট অথবা খড়গপুর ১ নং বি. এল. এন্ড এল. আর. ও অফিসে অভিযোগ জানাইতে পারিবেন। নতুবা আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গৃহীত হইবে।
শ্রীদাম ঘোষ, অ্যাডভোকেট,
জজ কোর্ট পশ্চিম মেদিনীপুর

নাম-পদবী

গত ১৮/১২/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১২৯৭২ নং এফিডেভিট বলে আমি Motahara Khatun R/o. সিজা, খামারগাছি, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১৫, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে (Regn. No. 124, Dt. 11/02/2013), আমার স্বামীর/পুত্রের পিতার সঠিক নাম Paritosh Halder-এর পরিবর্তে Poritosh Halder ও আমার পুত্রের সঠিক নাম Nonigopal Halder-এর পরিবর্তে Noni Gopal Halder লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমার স্বামী/ পুত্রের পিতা Paritosh Halder ও Poritosh Halder এবং আমার পুত্র Nonigopal Halder ও Noni Gopal Halder উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

I, [illegible] Afiqur Rahaman S/O- [illegible] [illegible] PO [illegible], PS [illegible], Dist [illegible] that Md Afiqur Rahaman actual & Correct Name has been recorded in my W.B.M.S.E and my Aadhaar card & Voter Card. That Mohammad Afiqur Rahaman has been recorded in my Passport [illegible] [illegible] Md Afiqur Rahaman & Mohammad Afiqur Rahaman is same and one identical person.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী আদিত্য ঘোষ** পিতা ৺নিতাই চাঁদ ঘোষ, সাকিম ২৪৫ চন্দর ভিলেজ রোড, হরিদেবপুর, কলকাতা-৮২ মহাশয় বিগত ইং ১৬/০৮/২০০৪ তারিখে ডি.এস.আর., হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-84/2004 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **সুতপা পাল** পিতা শ্রী হিমাংশু শেখর পাল, সাকিম কেওটা লাট বাগান, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং **২)শ্রীমতী জ্যোৎস্না ঘোষ** স্বামী ৺প্রশান্ত ঘোষ, সাকিম ৭৮/১ যাদব ঘোষ রোড, ঠাকুরপুকুর, দক্ষিণ ২৪পরগণা, কোলকাতা-৭০০০৬১ মহাশয়া বিগত ইং ২৩/০৬/২০০৫ তারিখে আলিপুর কোলকাতা কোর্টে রেজিস্ট্রিকৃত 17/23.06.2005 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **শ্রী কৌশিক মিত্র** পিতা শ্রী দিলীপ কুমার মিত্র সাকিম আই.এন. সি.এম. রোড, বৈদ্যপাড়া, শ্রীরামপুর, হুগলী মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত দুইটি পৃথক আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমমোক্তার গ্রহীতাদ্বয় সম্পত্তির অপর শরিকগণের সহিত যৌথ ভাবে নিম্ন তপশীল সম্পত্তি হইতে বিগত ইং ২৮/০৭/২০০৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., ধনিয়াখালী, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-269/2005 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমাদীগকে **(১)সেখ সাকির হোসেন** পিতা মরহুম সেখ আব্দুল রহিম ও **২)সেখ গোলাম আউলিয়া** পিতা সেখ আব্দুল ওহাব, সাকিম নলদহ, দশঘরা, ধনিয়াখালী, হুগলী) ০৮ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করেন। তপশীল – জেলা হুগলী, থানা ধনিয়াখালী, মৌজা বল্লভীপুর, জে.এল. নং ৩২, আর.এস. ৩০৪ তথা হাল এল. আর ২২/৩, ৩২২/১ ও ২৩৪/১ নং কৃষি খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল. আর ১০৬ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৫৯ শতক মধ্যে ২১ শতক তন্মধ্যে ০৮ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা ও সম্পত্তির অপর শরিকগণের সহিত যৌথ ভাবে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমরা বর্তমান ক্রেতাদ্বয় **১)সেখ সাকির হোসেন** পিতা মরহুম সেখ আব্দুল রহিম ও **২)সেখ গোলাম আউলিয়া** পিতা সেখ আব্দুল ওহাব, আমাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও ধনিয়াখালী ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছি/করিতেছি। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি- **১)সেখ সাকির হোসেন ও ২)সেখ গোলাম আউলিয়া (ক্রেতাদ্বয়)**

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৬ শে ডিসেম্বর। ১০ ই পৌষ। শুক্র বার। ষষ্ঠী তিথি, বেলা ১০/৩৩ ফরে সপ্তমী তিথি। জন্মে কুম্ভ রাশি। অষ্টোত্তরী ও বিংশত্তরী রহু র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। ধৈর্য ধরে, বুদ্ধির দ্বারা, দিনটি অতিবাহিত করতে হবে। বৈবাহিক জীবনে খুব ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে, পরিবারে কলহ বিবাদ বৃদ্ধি। অনাত্মীয় এক বন্ধুর দ্বারা, বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। অন্যের যুক্তিকে মানার আগে একবার নিজেও যুক্তি প্রয়োগ করুন শুভ হবে। দেবী তারার ১০৮ নাম বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় নতুন পথের সম্ভাবনা কর্মে শান্তির বাতাবরণ। যে কাজের জন্য এতদিন বসেছিলেন, সেই কাজের নতুন পথের সম্ভাবনা। বান্ধবের দ্বারা উপকার। অনাত্মীয় বন্ধু দ্বারা উপকার। প্রতিবেশী স্বজনের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পুরাতন এক বান্ধবীর ফোন কল ফ্যাক্স- ই-মেইল দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।আজ ভগবান দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে সুখবৃদ্ধী।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির গুপ্ত ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কর্মে অশুভ বাতাবরণ আছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা প্রতিপালন করা দরকার। একসঙ্গে একসাথে অনেক কাজের দায়িত্ব চেপে আসলে মানসিক অসুস্থতা বোধ করবেন। ধৈর্য ধারে চলতে হবে, নিশ্চয়ই সম্মান বৃদ্ধি হবে।মা দুর্গাদেবী চরণে ১০৮ রঙিন পুষ্প প্রদানে সুখবৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। যে কাজটি শেষ হলো তার সম্মান বৃদ্ধি যোগ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্মে সম্মানিত করবেন। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা শিক্ষকতা- অধ্যাপনা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ ব্যবসায়ীদের অর্থ বৃদ্ধি যোগের প্রবল সম্ভবনা। গৃহ-বাস্তু বিষয় যে দুশ্চিন্তা ছিল তার অবসান হবে। ১০৮ দূর্বা ভগবান গণেশ চরণে প্রদান করুন সুভত্ত বৃদ্ধি হবে। সিংহ রাশি সতর্কতা আজ পরিবারের মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে।

সিংহ রাশি : শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই কাজ পালন না করার জন্য তর্ক বিবাদে পরিণত হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভত্ত বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিলম্ব হবে। ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি হবে। ভগবান গনেশজীর চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদানে সুখ বৃদ্ধি হবে। কন্যা রাশি খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। আপনার উৎসাহ

কন্যা রাশি : আজকে নতুন পথ দেখাবে। ব্যবসায় নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। এক স্বজনের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, সন্তানের দ্বারা সম্মান। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। মন্দিরে প্রদীপ প্রদানে সর্বসুখ বৃদ্ধি। তুলা রাশি কোন পুরাতন বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। যাকে এতদিন ভরসা করেছিলেন তিনি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন।

তুলা রাশি : এক প্রতিবেশীর দারা শুভত্ত বৃদ্ধি হবে।ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথ। তঅর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। যারা অলংকার শিল্পে আছেন, যারা তরল পদার্থের ব্যবসা করেন। শ্বশুরবাড়ির একজন প্রবীন সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আজ মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জালনে সুখ-বৃদ্ধি নিশ্চিত।

বৃশ্চিক রাশি : একটু ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে, নিজের মতামত প্রকাশ করলে, শান্তির বাতাবরণ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ থাকলেও, অশান্তির কালো মেঘও থাকবে। পরিবারে সন্তানের কারণে সাময়িক দুশ্চিন্তা থাকবে। গৃহ শিক্ষকের কারণে সাময়িক চিন্তা থাকবে। এক অনাত্মীয় দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল একটু বাধাগ্রস্থ হবে। ধৈর্য রাখলে শুভ হবে। দেবী মা বগলা ১০৮ হলুদ পুষ্প নিবেদনে সুখবৃদ্ধি নিশ্চিত।

ধনু রাশি : তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা। যারা চিকিৎসক, যারা অধ্যাপনা করেন, আজকের দিনটি তারা সতর্ক থাকলে শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকলেও সুখ প্রাপ্তি হবে। সন্তানের দ্বারা কিছু দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে, বিদ্যালয়ে এবং কোন ইনস্টিটিউশন এর প্রধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক সম্ভাবনা প্রবল। যানবাহন সাবধানে চালানো ভালো, ধৈর্য রেখে ঠান্ডা মাথায় রাস্তায় বের হওয়া ভালো। দেবী দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প প্রদানে বাধা কাটবে।

মকর রাশি : প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা উপকার হবে পরিবারে। সন্তানের সাথে শুভ সমঝোতা। শান্তির বাতাবরণ পরিবারে। এক অনাত্মীয় দ্বারা উপকার সাধিত হবে। পরিবারে যে পুজো দীর্ঘদিন হয়ে এসেছে, তা বন্ধ থাকার কারণে কিছু অশুভ যোগ আছে, সেই পুজোটিকে আবার শুভারম্ভ করতে হবে। দেবী দুর্গা চরণে ১০৮ বিশ্বপত্র প্রদানে শুভ।

কুম্ভ রাশি : দূরে থাকা নিকট আত্মীয় দ্বারা সুখবৃদ্ধি। ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে যারা অসুস্থতায় হসপিটালে বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, আজ সুস্থতার পূর্ণ লক্ষণ। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন, তাদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ তৈরি হবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ১০৮ বিল্বপত্র মা দুর্গার চরণে দিলে শুভ প্রাপ্তি হবে।

মীন রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছাত্রছাত্রী যারা উচ্চবিদ্যা যোগে অধ্যায়ন করেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিম্নবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের গৃহ শিক্ষকের সহায়তা দ্বারা আজ বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে। ব্যবসায়ীদের আজ একটি বড় চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি কৃষি জমি বিষয় শুভ। প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। আজ মন্দিরে গিয়ে সাতটি প্রদীপ জ্বালান, আপনার নাম গোত্র বলে শুভ হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ডাবলুবিসিএস ও ডাবলুবিপিএস নিয়ে মমতা সরকারের দ্বৈত নীতি উন্মোচিত: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নবান্ন থেকে সম্প্রতি ডাবলুবিসিএস অফিসারদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। চিঠিতে কর্মকর্তা-ক্যাডারের উন্নত কেরিয়ার প্রসপেক্ট এবং পদোন্নতির সুযোগ বৃদ্ধির পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, সিনিয়র ডেপুটি সেক্রেটারি পদে পদোন্নতির সময়সীমা ১৮ বছর থেকে ১৯ বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে। উচ্চপদে পদোন্নতির আরও সুযোগ সম্প্রসারণ করা হবে। চিঠিতে আইএএস/আইপিএস-এর মতো আলাদা বেতন, অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট, অনলাইনে সার ও অ্যাসেট স্টেটমেন্ট জমা দেওয়ার সুবিধা এবং 'প্রতিভা' প্রকল্পের সস্তা জমি প্রদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তা তীব্রভাবে সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, চিঠির মধ্য দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাবলুবিসিএস অফিসারদের উপর মনোযোগ আকর্ষণ এবং তাদের

আনুগত্য নিশ্চিত করতে চাইছেন। প্রশাসনিক পরিশ্রমকে রাজনৈতিক প্ররোচনার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

শুভেন্দুর মতে, বাস্তবে ডাবলুবিসিএস অফিসাররা ডাবলুবিপিএস-এর তুলনায় দীর্ঘকাল থেকে বৈষম্যমূলক পরিস্থিতির মুখোমুখি। মূল অভিযোগসমূহ, রাজনৈতিক প্রভাবিত বদলি ডাবলুবিসিএস অফিসারদের বদলি প্রায়শই রাজনৈতিক প্রয়োজন অনুযায়ী, পরিবারিক ও মানবিক দিক উপেক্ষা করে হয়। ডাবলুবিপিএস-এর ক্ষেত্রে বদলি তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছ ও পরিবারবান্ধব। পদোন্নতি ও ক্যারিয়ার অসমতা ২০১০ ব্যাচের অনেক ডাবলুবিসিএস অফিসার এখ নও এসডিও পদে নিযুক্ত হননি। আইএএস পদোন্নতি জীবনশেষে হয়, ফলে আর্থিক ক্ষতি ও মর্যাদা হ্রাস। ডাবলুবিপিএস অফিসাররা ইতিমধ্যেই এএসপি পদে ও আইপিএস-এ পদোন্নতির পথে। ডিএ ও ভাতাদি বৈষম্য সমান পদে থাকা ডাবলুবিসিএস অফিসারদের তুলনায় ডাবলুবিপিএস ও আইএএস কর্মকর্তাদের ভাতা বেশি। অপর্যাপ্ত বাসস্থান ও হাউজিং সরকারি বাসস্থান প্রায়ই ঝুঁকিপূর্ণ এবং কলকাতা -নিকটবর্তী পোস্টিংয়ে অযোগ্য। ডাবলুবিপিএস কর্মকর্তাদের জন্য নিরাপদ ও সুবিধাজনক বাসস্থান নিশ্চিত করা হয়েছে। শুভেন্দু অধিকারী মন্তব্য করেছেন, মমতা সরকারের নীতি একটি স্পষ্ট দ্বৈত মানের চিত্র ফুটিয়ে তোলে; ডাবলুবিসিএস অফিসাররা পিছিয়ে, ডাবলুবিপিএস অফিসাররা সুবিধাভোগী। এই চিঠি ও সমালোচনা স্পষ্টভাবে দেখাচ্ছে, রাজ্যের প্রশাসনিক নীতিতে সমতা ও স্বচ্ছতার অভাব দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান।

বাংলাদেশে খুন হওয়া দীপু দাশের নৃশংস মৃত্যুর প্রতিবাদে বাংলাদেশ হাইকমিশন ঘেরাও করলেন হিন্দু মঞ্চের প্রতিবাদীরা।

বড়দিনে বাবুঘাটে গঙ্গা আরতি দেখতে পর্যটকদের ভিড়।

ক্রিসমাস পালনে কাপুর পরিবার। ছিলেন রণবীর কাপুর, আলিয়া ভাট, নীতু সিং, ঋদ্বিমা কাপুর।

বৃহস্পতিবার দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী 'ভারতরত্ন' অটল বিহারি বাজপেয়ীর জন্মজয়ন্তীর উপলক্ষে হাওড়া সদর বিজেপির পক্ষ থেকে সুরেন্দ্র জৈন-এর উদ্যোগে আয়োজিত শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং, রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি রাহুল সিনহা, সায়ন্তন বসু, রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীন মিশ্র সহ অন্যান্য।

প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি, কৃষি ক্ষেত্রে রাজ্যের ব্যয় ও উদ্যোগের খতিয়ান প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের 'কৃষকের আয় দ্বিগুণ' করার প্রতিশ্রুতি পূরণ না হওয়ার অভিযোগের মধ্যেই কৃষি ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের ব্যয় ও উদ্যোগের খতিয়ান তুলে ধরল তৃণমূল কংগ্রেস। দলের দাবি, ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট খাতে সরকারি ব্যয় ন'গুণেরও বেশি বেড়েছে। তৃণমূল সূত্রে জানানো হয়েছে, ২০১৯ সালে চালু হওয়া 'বাংলা শস্য বিমা' প্রকল্পের আওতায় এখনও পর্যন্ত প্রায় ৩,৯৩৮ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে ১ কোটি ১৩ লক্ষ কৃষক*ফসল বিমার সুবিধা পেয়েছেন বলে দাবি। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা খারাপ আবহাওয়ার কারণে ফসল নষ্ট হলে ক্ষতিপূরণের টাকা সরাসরি কৃষকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়। শুধু গত বছরেই এই প্রকল্পে ৬৩৭.৩৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে তৃণমূলের দাবি।

শাসকদলের বক্তব্য, কৃষকবান্ধব এই প্রকল্পগুলির ফলেই রাজ্য থেকে কৃষকদের পরিযান উল্লেখযোগ্য ভাবে কমেছে এবং কৃষক আত্মহত্যার ঘটনাও তীব্র ভাবে হ্রাস পেয়েছে। প্রকল্প চালুর পর নিয়মিত প্রচারের মাধ্যমে কৃষকদের নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে বলেও দাবি করা হয়েছে। উৎপাদনের পরিসংখ্যান তুলে ধরে তৃণমূল জানিয়েছে, ধান উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ দেশের শীর্ষে রয়েছে। মোট জাতীয় উৎপাদনের ১২.৮৭ শতাংশ*আসে এই রাজ্য থেকে। সব্জি উৎপাদনে রাজ্যের স্থান দ্বিতীয়; ২০২৩ সালে উৎপাদন হয়েছে ২ কোটি ৯১ লক্ষ টন। চা উৎপাদনেও রাজ্য দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে; ২০২৪ সালে উৎপাদন ৩৭৩.৪৮ মিলিয়ন কেজি। পাশাপাশি কোল্ড স্টোরেজ ক্ষমতায় দেশজুড়ে প্রথম স্থানে রয়েছে

পশ্চিমবঙ্গ। রাজ্যে মোট ক্ষমতা ৫.৯৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন, যা জাতীয় গড়ের তুলনায় ৪১৩ শতাংশ বেশি।

তৃণমূলের দাবি অনুযায়ী, প্রতি বছর প্রায় ৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন ধান উৎপাদিত হয় রাজ্যের ১৬ লক্ষ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের হাত ধরে। কৃষকদের সরাসরি সহায়তায় 'কৃষক বন্ধু' প্রকল্প, উন্নত কৃষিযন্ত্রের মাধ্যমে যান্ত্রিকীকরণ এবং 'সুফল বাংলা'র মাধ্যমে কৃষিপণ্যের সরাসরি বিপণন ব্যবস্থাকে 'গেম চেঞ্জার' বলে দাবি করেছে শাসক দল। একই সঙ্গে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে তৃণমূলের অভিযোগ, কৃষিপণ্য আমদানি কমানো ও রপ্তানি বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেনি কেন্দ্র। জাতীয় সড়ক ধরে গুদাম-ভিত্তিক লজিস্টিক গ্রিড তৈরির ঘোষণাও বাস্তবায়িত হয়নি বলে দাবি। তৃণমূলের বক্তব্য, এই সব ব্যর্থতার মধ্যেই রাজ্যে কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার।

১১টি চুরি যাওয়া ফোন ফেরত পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বিভিন্ন সময় চুরি যাওয়া মোবাইল ফোনগুলি উদ্ধার করে তাঁদের প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হয় পুলিশের তরফে। নিজেদের হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফিরে পেয়ে স্বভাবতই খুশি প্রকৃত মালিকেরা। পুলিশের এই তৎপরতায় স্বভাবতই খুশি তাঁরা। জানা গেছে, বিগত বেশ কিছুদিন ধরে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর থানার বিভিন্ন এলাকায় মোবাইল চুরির ঘটনা সামনে আসছিল। হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফিরে পেতে অনেকেই থানায় লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন। এরপর এই ঘটনার তদন্তে নামে হরিরামপুর থানার পুলিশ। সব মিলিয়ে প্রায় ১১টি চুরি যাওয়া মোবাইল উদ্ধার করে তা প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেয়া হয়। আগামী দিনেও এই ধরনের অভিযান চলবে বলেই হরিরামপুর থানার পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে। এদিন হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন গুলি তাঁদের প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেবার সময় থানা চত্বরে উপস্থিত ছিলেন হরিরামপুর থানার বিভিন্ন পুলিশ অফিসার।

হরিদেবপুরে অবস্থিত সম্পক শিশু কেন্দ্রের শিশুদের হাতে শীতকালীন উপহার তুলে দিল কয়েকজন কলেজ পড়ুয়া।

হাওড়ার রেলগেটে আন্ডারপাস নির্মাণের দীর্ঘদিনের দাবি। বড়দিনে পর্যবেক্ষণে রেলের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা।

একদিন আমার শহর

৩

কলকাতা ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০ পৌষ ১৪৩১ শুক্রবার

মাথাভাঙায় রক্তে রাজনীতি

বিজেপি কর্মী খুনে তৃণমূলকে কাঠগড়ায় তুললেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য বিজেপি প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কোচবিহারের মাথাভাঙায় বিজেপি কর্মী হত্যার ঘটনায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরাসরি আঙুল তোলেন। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলের আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই পরিকল্পিতভাবে আমাদের কর্মীদের খুন করেছে। তিনি জানান, মাথাভাঙা বিধানসভার হাজরাহাট ১ গ্রাম পঞ্চায়েতে নিহত হয়েছেন দুই বিজেপি কর্মী মাধব সরকার ও যাদব সরকার। আরও ছ'জন গুরুতর জখম বলে দাবি করেন তিনি। পুলিশের পারিবারিক বিবাদ-এর ব্যাখ্যাকে তিনি তীব্র আক্রমণ করে বলেন, খুনের রাজনীতিকে পারিবারিক বিবাদ বলে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে। বিরোধী দলনেতার কথায়, দু'জনই সক্রিয় বিজেপি কর্মী। খুনিরা পরিচিত তৃণমূলকর্মী ও দাগি গুন্ডা। তিনি

আরও জানান, নিহত মাধব সরকার মণ্ডলের যুব মোর্চার সহ-সভাপতি ছিলেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি দাবি করেন, অভিযুক্তদের নাম-সহ তালিকা তুলে দেওয়া হয়েছে এবং পুলিশ প্রশাসনকে দ্রুত গ্রেপ্তার ও নিরপেক্ষ তদন্ত শুরু করার আহ্বান জানান। তাঁর কটাক্ষ, খুনিরা ছাপ্পান্ন ইঞ্চি বুক নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর প্রশাসন নীরব দর্শক। অধিকারী অভিযোগ করেন, নিহত কর্মীদের পরিবারের কাছে বিজেপি বিধায়কদের পৌঁছতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। তাঁর কথায়, শোকের ঘরে পর্যন্ত রাজনীতির বেআইনি ব্যারিকেড। এই নির্মমতাই তৃণমূল সরকারের চেহারা। শেষে তিনি আশ্বস্ত করেন, দলের পক্ষ থেকে নিহতদের পরিবারকে সবরকম সহায়তা করা হবে এবং ন্যায়বিচারের লড়াই অব্যাহত থাকবে।

ধর্ষণে অভিযুক্ত কুলদীপ সেঙ্গারের জামিন নিয়ে তোপ অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ্যে অভিযোগ করেছেন, যখন দোষী ধর্ষকরা জামিনে মুক্তি পায় এবং মন্ত্রীরা নির্যাতিতাদের নিয়ে ব্যঙ্গ করেন, তখন আমরা প্রতিটি কন্যা, প্রতিটি নারী ও প্রতিটি পরিবারকে যে ন্যায়ের আশা দিয়েছিলাম, তাকে ব্যর্থ করেছি। অভিযোগের কেন্দ্রে রয়েছেন বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সেঙ্গার, যাকে ধর্ষণের অভিযোগে জামিন দেওয়া হয়েছে এবং ইউপি মন্ত্রী ওম প্রকাশ রাজভার, যিনি ধর্ষণের শিকারদের সমালোচনা করে যাচ্ছেন। সাংসদ প্রশ্ন তোলেন, বিজেপি শাসিত রাজ্যে 'বেটি বাঁচাও'-এর নামে যে চুপচাপ নীরবতা চলছে, সেটিই কি আমাদের বাস্তবতা? পদ্মশিবির পাল্টা দাবি করেছে, বিজেপি শাসিত রাজ্যে সরকার ধর্ষকদের রক্ষা করতে রাজনীতি করে না। ন্যায়বিচারের পথ বন্ধ হয়নি। রাজনৈতিক অঙ্গনে এই টানা অভিযোগ-প্রত্যাহারের মধ্যেই উঠে এসেছে সমাজে ন্যায় ও

নিরাপত্তার প্রশ্ন। সাংসদ অভিষেকের মন্তব্য রাজনৈতিক বিতর্ককে নতুন মাত্রা দিয়েছে, যেখানে ন্যায়, নারী সুরক্ষা এবং রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির বাস্তব চিত্র নিয়ে প্রকাশ্য আলোচনার ডাক দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০১৭ সালের ৪ জুন গণধর্ষণের শিকার হয় উন্নাওয়ের নির্যাতিতা। মূল অভিযুক্ত ছিলেন তৎকালীন বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সিং সেঙ্গার। পরিবার পুলিশে অভিযোগ জানাতে গেলেও তা নিতে চায়নি বলে অভিযোগ। পরে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে চিঠি লেখেন নির্যাতিতা। ২০১৮ সালের ৮ এপ্রিল যোগী আদিত্যনাথের বাসভবনের সামনে ধর্নায় বসেন নির্যাতিতা ও তাঁর পরিবার। সেখানেই গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করেন নির্যাতিতা। এই ঘটনার পর উলটে নির্যাতিতার বাবাকেই গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে পুলিশি হেপাজতে মৃত্যু হয় নির্যাতিতার বাবার। একই বছর ডিসেম্বর মাসে দোষী সাব্যস্ত হয় কুলদীপ। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ এবং পকসো আইনে দোষী সাব্যস্ত করা হয় কুলদীপকে। বহিষ্কৃত বিজেপি বিধায়ক কুলদীপকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয় আদালত। কিন্তু দিল্লি হাইকোর্ট তাঁকে জামিন দিয়েছে। দিল্লিতে ইন্ডিয়া গেটের সমানে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে সিআরপিএফের হাতে 'আক্রান্ত' হন উন্নাওয়ের নির্যাতিতা ও তাঁর মা। এই পরিস্থিতিতে বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে হাসিতে ফেটে পড়েন উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রী ওপি রাজভার। তারপরই সমাজমাধ্যমে ওঠে নিন্দার ঝড়।

ওডিশায় বাঙালি যুবক খুনে ক্ষুব্ধ মন্ত্রী শশী পাঁজা,পাল্টা প্রতিক্রিয়া বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী শশী পাঁজা বিজেপির উপর সরাসরি আক্রমণ করে বলেছেন, এটি আর রাজনৈতিক বিতর্ক নয়, এটি বাংলার মানুষদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা। ওডিশার সাঁবলপুরে জুয়েল রানা মারা গেলেন শুধু তার ভাষার কারণে, তাঁর পরিচয়ের কারণে, তাঁর বাঙালি হওয়ার কারণে। এই হত্যাকাণ্ড ঘৃণার দ্বারা প্ররোচিত, ক্ষমতার দ্বারা স্বাভাবিকীকৃত এবং নীরবতার দ্বারা সুরক্ষিত।

মন্ত্রী প্রশ্ন তুলেছেন, বঙ্গ বিজেপি কেন কেবল দিল্লির নির্দেশে মুখ খোলে, আর বাঙালিদের হত্যা হলে চুপ থাকে? শশী পাঁজা অভিযোগ করেছেন, বঙ্গ বিজেপি দিল্লির প্রতি আনুগত্যকে বাঙালির রক্তের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে।

পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় বিজেপি জানিয়েছে, বঙ্গের কোনো বিজেপি নেতা কখনও বাঙালিদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেনি। যেকোনো হত্যাকাণ্ডের জন্য আমরা ন্যায়ের দাবি করি। আমাদের সমস্ত পদক্ষেপ প্রমাণ করে যে রাজনৈতিক দল হিসেবে আমরা সংখ্যালঘু বা ভাষা-বিশেষের প্রতি কোনো বৈষম্য করি না। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করাচ্ছেন, এই অভিযোগ, প্রতিবাদ চক্র পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অঙ্গনে ভাষা ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সুরক্ষাকে কেন্দ্র করে নতুন বিতর্কের সূত্রপাত করেছে।

মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় বাংলায় বৃক্ষছেদন, পুকুর ভরাট, বালি চুরি অব্যাহত: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পুকুর কিংবা জলাশয় ভরাট অথবা নির্বিচারে বৃক্ষছেদনের বিরুদ্ধে বারংবার কড়া বার্তা দিচ্ছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অথচ মুখ্যমন্ত্রীর সেই নির্দেশকে অমান্য করেই দেদার চলছে পুকুর ভরাট। পাশাপাশি ভারতীয় বন আইন এবং বন সংরক্ষণ আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নির্বিচারে চলছে বৃক্ষছেদনও। এবার জমি হাঙরদের থাবা শ্যামনগর বাসুদেবপুর থানার জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনস্থ কাউগাছি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর সংসদের নীলতলায়। সেখানে সুবিশাল একটি বাগানে থাকা শতাব্দী প্রাচীন বহু বড় বড় গাছ কেটে সাফ করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। শুধু তাই নয়, বাগানের দেওয়ালে ছোট বড় প্লটে জমি বিক্রির বিজ্ঞপ্তিও লাগানো হয়েছে। এই সুবিশাল বাগানটি 'জগদীশ মিত্রের' বাগান হিসেবেই এলাকায় পরিচিত। প্রসঙ্গত, গত ৩০ জুলাই বাসুদেবপুর থানার পুলিশ হানা দিয়ে অবৈধভাবে গাছ কাটার কাজে যুক্ত ঠিকাদার নিযুক্ত দু'জন কর্মীকে

আটকও করেছিল। যদিও ফের ওই জগদীশ মিত্রের বাগানে শতাব্দী প্রাচীন বহু গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। সূত্র বলছে, মধ্যমগ্রামের বসু নগরের বাসিন্দা রুমা ঘোষ ব্যারাকপুর ফরেস্ট রেঞ্জ অফিস থেকে গাছ কাটার অনুমতি নিয়েছেন। গাছ কাটার পরিবর্তে তিনি উক্ত ফরেস্ট রেঞ্জ আধিকারিকদের গাছ রোপনের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। অভিযোগ, ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসের অনুমতি নিয়েই ইতিমধ্যে ওই বাগানে থাকা ১৫ টি আমগাছ-সহ তিনটি নারকেল এবং একটি জাম গাছ কাটা হয়েছে। বৃক্ষরোপন না করেই নির্বিচারে এভাবে গাছ কাটা যায় কিনা, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। নির্বিচারে বৃক্ষছেদনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। বৃহস্পতিবার তিনি নিজের এক্স হ্যান্ডেলে টুইটে লিখেছেন, স্থানীয় বিধায়কের মদতে জমি মাফিয়ারা ১৫০ বছরের প্রাচীন ১৫ টি গাছ কেটে সাফ করে দিয়েছে। এই বিষয়ে তিনি রাজ্যপাল থেকে শুরু করে রাজ্যের বন মন্ত্রী, ব্যারাকপুর সিটি পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সেইসঙ্গে নির্বিচারে বৃক্ষছেদনের বিরুদ্ধে তিনি তদন্তের দাবি করেছেন। গাছ কাটার বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় বাংলায় বৃক্ষছেদন, পুকুর ভরাট, বালি, মাটি, কয়লা ও পাথর চুরি অব্যাহত রয়েছে। তবে এই বিষয়ে তিনি উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হবেন। তাঁর দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় বনমন্ত্রীকে অন্ধকারে রেখে দেদার বৃক্ষছেদন করা হচ্ছে। গাছ কেটে জমি প্লটিং করা হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, শাসকদলের সাংসদ, বিধায়ক ও নেতাদের ধমকানি, চমকানিতে বন দপ্তরের আধিকারিকরাও নিশ্চুপ থাকছেন। প্রাক্তন সাংসদের আরও অভিযোগ, উত্তরবঙ্গে বনাঞ্চল কেটে সাফ করে সেখানে রিসোর্ট গড়ে উঠছে। নীলতলায় গাছ কাটা নিয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য তথা পঞ্চায়েতের কৃষি ও প্রাণী দপ্তরের সঞ্চালক শুভেন্দু ভট্টাচার্য বলেন, বন দপ্তরের অনুমতি নিয়েই ওই বাগানে গাছ কাটা হয়েছে।

নীরবতা যেখানে নীতি, বিধানসভায় তৃণমূলের বহু বিধায়ক 'কণ্ঠহীন প্রতিনিধি'!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দলের অন্দরে শুরু হয়েছে আত্মসমীক্ষা। সাম্প্রতিক পর্যালোচনায় উঠে এসেছে বিস্ময়কর তথ্য; গত পাঁচ বছরে তৃণমূলের বহু বিধায়ক একদিনও প্রশ্ন তোলেননি, আলোচনার মঞ্চেও মুখ খোলেননি। হাজিরা ছিল, কিন্তু কর্মকাণ্ডে শূন্যতা; এমন অভিযোগই ঘুরছে দলের ভেতরের প্রতিবেদনে। নামী রাজনীতিকের পাশাপাশি 'তারকা বিধায়ক'-এরাও ওই তালিকায়; টিভি স্টুডিওতে সক্রিয়, কিন্তু বিধানসভার আসরে নীরব। বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতি এখন দোরগোড়ায়। রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে এসআইআর প্রক্রিয়া; নজরদারির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দলের জনপ্রতিনিধিদের কাঁধেই। নেতাজি ইন্ডোরে সাংগঠনিক বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্পষ্ট নির্দেশ, এখন আনন্দযাত্রা নয়, সময় মানুষের জন্য। তাঁর তীক্ষ্ণ মন্তব্য; ছাব্বিশে জিতলে উৎসব হবে; বার্তাটি যে কড়া, তা দলেই পরিষ্কার।

দলীয় সূত্র জানায়, এখন থেকে মূল্যায়নের মাপকাঠিতে রয়েছে হাজিরা, গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় অংশ, প্রশ্নোত্তর পর্বে সক্রিয়তা এবং জনস্বার্থের বিষয় উত্থাপন। নিছক উপস্থিতিকে আর সাফল্য ধরা হচ্ছে না। তবে সব খাতা একরকম নয়; উপনির্বাচনে জয়ী এক তারকা-বিধায়কের স্বল্প সময়ে প্রশ্ন তোলা ও আলোচনায় অংশগ্রহণের উদাহরণ ইতিবাচক নজির হিসেবে নথিভুক্ত হয়েছে। শেষে রাজনৈতিক মহলে প্রশ্নটা তীব্রতর, প্রতিনিধিত্ব কি নীরবতায় হয়, নাকি কণ্ঠস্বরেই দায়িত্বের প্রমাণ?

অটল রত্নের স্মরণে কলকাতায় 'সুশাসন দিবস', বিজেপির শ্রদ্ধার্ঘ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভারত মায়ের অটল সুপুত্র, অদম্য ও অবিচল নেতা অটল বিহারী বাজপেয়ী-এর ১০১তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠিত হল সুশাসন দিবস। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন অগণিত বিজেপি কর্মী-সমর্থক। বক্তারা বলেন, যাঁর কণ্ঠে ছিল সিংহনা, যাঁর শব্দে ছিল সংস্কারের স্পন্দন, অটল জি ছিলেন ভারত রত্ন, যিনি দেশের জন্য সর্বদা অটল থাকতেন। উপস্থিতরা একমত ছিলেন যে তাঁর আদর্শ ও নীতিবোধ দেশের জন্য অনুপ্রেরণার অমোঘ উৎস। বিজেপি রাজ্য নেতৃত্বের দাবি, আজকের দিনে আমরা শুধু তাঁর জন্মজয়ন্তী পালন করিনি, বরং তাঁর প্রতিষ্ঠিত সুশাসনের মূল্যবোধকে পুনরুজ্জীবিত করেছি। ন্যাশনাল লাইব্রেরির হল ভর্তি কর্মী ও সমর্থক একসঙ্গে তাঁর ত্যাগ, সংকল্প এবং নেতৃত্বকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

অনুষ্ঠানটি শুধু রাজনৈতিক আয়োজন নয়, বরং অটল জি-র দর্শন ও নৈতিক শিক্ষার প্রতি নতুন প্রজন্মের সচেতনতা বৃদ্ধির মঞ্চ হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে ইংরেজি মাধ্যমের ইন্টারভিউ শুরু

১৩ হাজার শূন্যপদে প্রবেশের প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটছে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায়। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ঘোষণা করেছে, চলতি বছরের শেষেই প্রথম ধাপের ইন্টারভিউ অনুষ্ঠিত হবে। পর্ষদের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর ইংরেজি মাধ্যম প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক নিয়োগের জন্য ইন্টারভিউ নেওয়া হবে। পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল বলেন, বছরের শেষের এই পর্যায়ে শুধুমাত্র ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলগুলির জন্যই ইন্টারভিউ অনুষ্ঠিত হবে। বাংলা ও অন্যান্য মাধ্যমের বিদ্যালয়ের ইন্টারভিউ নতুন বছর শুরু হলে ধাপে ধাপে সম্পন্ন হবে। বর্তমানে প্রাথমিক স্তরে মোট ১৩, ৪২১টি শূন্যপদ রয়েছে। যাঁরা

ইন্টারভিউয়ের ডাক পাবেন, তাঁদের অবশ্যই অনলাইনে প্রকাশিত কল লেটার সঙ্গে নিয়ে আসা বাধ্যতামূলক। কোন নথি সঙ্গে রাখতে হবে, তা বিজ্ঞপ্তিতে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষত্ব হল, স্কুল সার্ভিস কমিশনের মতো আঞ্চলিক নয়, ইন্টারভিউ সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয়ভাবে সল্টলেকের অফিসে অনুষ্ঠিত হবে। মৌখিক সাক্ষাৎকারের পাশাপাশি প্রার্থীদের ডেমো ক্লাস নেওয়া হবে, যেখানে দেখা হবে, তাঁরা শ্রেণিকক্ষে কিভাবে পড়াবেন। স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে পুরো প্রক্রিয়া নজরদারি ক্যামেরায় রেকর্ড করা হবে। পরীক্ষা শেষে নম্বর কাগজে লেখা হবে না, সরাসরি অনলাইনে আপলোড করা হবে।

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের আবেদন ১৯ নভেম্বর প্রকাশিত হয় এবং প্রক্রিয়া চলেছে ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রায় ৬০,০০০ প্রার্থী এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। ইন্টারভিউ শেষে মেধাতালিকা প্রকাশের মাধ্যমে প্রার্থীদের নিয়োগ চূড়ান্ত করা হবে।

বাবার কাঁধে চড়ে খুদের সায়েন্স সিটি দর্শন। ছবি: অদিতি সাহা

গৃহহীন ৫০ পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উৎসবের আলোকরশ্মিতে মন ভরানো শহরের গার্ডেনরিচ এলাকার পাহাড়পুর বস্তিতে দাবানলের উগ্রতা সবকিছু গিলে খায়। বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ আবর্জনার ঢিবিতে আগুন ঝড়ের বেগে ছড়িয়ে পড়ে ঘনবসতির ঝুপড়িগুলোতে। এক মুহূর্তে ৫০ পরিবারের আশ্রয়স্থল ধ্বংস হয়ে যায়, তাঁরা রাস্তায় আটকা পড়ে অন্ধকারের কোলে। দমকলের তথ্যমতে, সংকীর্ণ গলিপথ আর চারপাশের জ্বলনশীল জিনিসপত্র আগুনের গতি বাড়িয়ে দেয়। প্রথম ধাপে পাঁচটি ফায়ার ইঞ্জিন ছুটে আসে, পরে দুটি যোগ হয়।

২৪ ঘণ্টায় পৌঁছবে আপনার চিঠি, না গেলে পুরো টাকা ফেরত!

নতুন প্রিমিয়াম ডেলিভারি চালু ভারতীয় ডাক বিভাগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দেশের ছয়টি মেট্রো সিটির মধ্যে কলকাতাতেই জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে এক নতুন প্রিমিয়াম সার্ভিস, যেখানে গ্রাহক ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিশ্চিতভাবে তার চিঠি বা নথি পৌঁছে দিতে পারবে। ডাকবিভাগের পক্ষ থেকে স্পষ্ট ঘোষণা, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ডেলিভারি না হলে পুরো টাকা ফেরত দেওয়া হবে।

শুরুতে এই পরিষেবা মিলবে ছ'টি মেট্রো শহরে; দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ ও কলকাতা। প্রথম ধাপে ৫০০ গ্রাম পর্যন্ত নথি প্রেরণ করা যাবে, পরে ধাপে ধাপে ভারী পার্সেলও এই পরিষেবার আওতায় আনা হবে। ডাক বিভাগের কর্মকর্তারা জানাচ্ছেন, গ্রাহকের দ্রুত পরিষেবা নিশ্চিত করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। পাশাপাশি পরিষেবার মান বৃদ্ধিতেও এটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। নতুন পরিষেবায় তিনটি ওজন বিভাগ রাখা হয়েছে; ৫০ গ্রাম, ২৫০ গ্রাম ও ৫০০ গ্রাম। স্থানীয় এলাকায় ৫০ গ্রাম বা তার কম ওজনের নথি পাঠাতে ন্যূনতম খরচ ৩৮ টাকা, আর ২০০০ কিলোমিটার বা তার বেশি দূরত্বে সর্বোচ্চ খরচ ১৮৬ টাকা। এর উপর ৫ শতাংশ জিএসটি প্রযোজ্য।

সেবার অতিরিক্ত সুবিধা হিসেবে রয়েছে; রেজিস্ট্রেশন, বিমা, ওটিপি ভেরিফিকেশন, ডেলিভারি এসএমএস এবং রিয়েল-টাইম ট্র্যাকিং, যা আলাদা

চার্জের আওতায় থাকবে। ডাক বিভাগের দাবি, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ডেলিভারি না হলে সম্পূর্ণ পোস্টেজ ফেরত। যদি ডাকপত্র খোয়া যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সর্বোচ্চ ১,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এর পাশাপাশি ৪৮ ঘণ্টার ডেলিভারির জন্যও আলাদা স্কিম চালু করা হচ্ছে। সেখানে খরচ তুলনামূলক কম; সর্বনিম্ন ২৫ টাকা, সর্বাধিক ১২১ টাকা। প্রতিদিন বিকেল ৪টার মধ্যে বুকিং করলে পরের দিনই ডেলিভারি সম্ভব, বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে পোস্ট অফিস সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বুকিং নেবে।

বাল্ক বুকিং গ্রাহকদের জন্য থাকছে বিশেষ আর্থিক ছাড়। ব্যবসায়িক গ্রাহকরা এই পরিষেবায় 'আগে পরিষেবা, পরে পেমেন্ট' সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। ডাক বিভাগের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, এই প্রিমিয়াম পরিষেবার মাধ্যমে গ্রাহক আরও দ্রুত, নির্ভরযোগ্য এবং মানসম্মত ডেলিভারি পাবেন।

শহরে আজ উৎসবের আমেজ, আলিপুর চিড়িয়াখানায় ঢল নামল মানুষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শীতের রোদ আর ছুটির উচ্ছ্বাস এক সুতোয় গাঁথা। তার সঙ্গে বড়দিনের রং মিলতেই আজ আলিপুর চিড়িয়াখানায় মানুষের এমন ঢল নামল যে রাস্তা থেকে টিকিট কাউন্টার; সবখানেই দেখা গেল জনস্রোত। সকাল গড়ানোর আগেই শুরু হয় লম্বা লাইন। কর্তৃপক্ষের এক সদস্যের কথায়, শহর আজ উৎসবের, ভিড়েই তার প্রমাণ।

পরিবার, বন্ধু, সঙ্গীর হাত ধরে সকল বয়সের মানুষের পদচারণায় জমজমাট চিড়িয়াখানা প্রাঙ্গণ। শিশুদের মুখে বাড়তি উচ্ছ্বাস, চোখে বিস্ময়ের দীপ্তি। বাঘ-সিংহের এনক্লোজার থেকে জিরাফ, হাতি বা জলহস্তী; যেখানেই চোখ যায়, ভিড় যেন ঢেউ খেলায়। বিভিন্ন প্রজাতির পাখির খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে ব্যস্ত বহু পর্যটকরা। অনেকেই সান্তা-টুপি পরে উৎসবের মুহূর্ত বন্দি করেছেন মোবাইল ক্যামেরায়।

সম্পাদকীয়

বাংলায় কুস্তি, কেরালায় দোস্তি, ফের সামনে তৃণমূলের ধাপ্পাবাজি

বাংলায় কুস্তি, আর কেরালায় দোস্তি। এই ফরমুলাতেই ফের এগোচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। এর আগে সর্বভারতীয়স্তরে বিজেপি বিরোধী ইন্ডিয়া জোটে ছিল দু'দলই। কিন্তু এ রাজ্যে জারি ছিল তাঁদের কুস্তি। ফলে পুরোটাই যে আসলে লোক দেখানো তা ধরা পড়ে গিয়েছিল। এবার তা আরও একবার সামনে চলে এল। এবার ঘটনাস্থল সুদূর দক্ষিণের রাজ্য কেরালা। কেরালায় লড়াই আবার সিপিএম ও কংগ্রেসের। সর্বশেষ খবর, সেই লড়াইয়ে এবার তৃণমূল, কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ জোটে সামিল হয়েছে। ইউডিএফ নেতা সতীশন এই ঘোষণা করার পরই শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে। জানা গিয়েছে, আগামী নির্বাচনে তাঁরা ওই রাজ্য আসন সমঝোতাও করবে তৃণমূলের সঙ্গে। কেরালার তৃণমূল নেতা পিভি আনভর এখনও পর্যন্ত এ নিয়ে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করেছেন বলে শোনা যায়নি। সূত্রের খবর তিনি নাকি অনেকদিন ধরেই এই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এই ঘোষণা তৃণমূলের তরফে না হওয়ায় নানা জল্পনা ছড়িয়েছে। কনফার্মেশন নেই, তবে দলের অন্দরের খবর দলের সেকেন্ড ইন কমান্ডের নাকি এতে সায় রয়েছে। তবে এই ঘোষণা বাংলার এই জোট অঙ্কের পালে নতুন করে হাওয়া দিয়েছে। এই আবহে ফের প্রশ্ন উঠছে তবে কী এবার বাংলাতেও কেরালা মডেল দেখা যাবে? লাখ টাকার প্রশ্ন। প্রদেশ কংগ্রেস থেকে দীপা দাসমুন্সি, অধীর চৌধুরিদের প্রভাব কমিয়ে আনা হয়েছে শুভঙ্কর সরকারকে। যাকে কিছুটা মধ্যপন্থী বলা যায়। তৃণমূল সম্পর্কে তিনি অনেক নমনীয়। এমনই মত প্রদেশ কংগ্রেসের অন্দরে। তবে এতে কিছুটা বাড়তি সুবিধা পেয়ে গেল বঙ্গ বিজেপি। তাঁরা বারবারই বলেছে, তলে তলে তৃণমূলের সঙ্গে কংগ্রেস ও সিপিএমের সেটিং রয়েছে। সতীশনের ঘোষণা সেই তত্ত্বেই ফের সিলমোহর দিল।

শব্দছক ২৪

রবি দাস

১			■	২	■	৩			৪
	■	■	৫				■	■	
৬	৭			■	■		■	■	
■		■		■	■	৮	৯		
১০		১১			■	■		■	■
■	■		■	■	১২	১৩		১৪	
১৫			১৬	■	■		■		■
	■	■		■	■	১৭			১৮
	■	■	১৯		২০		■	■	
২১				■		■	২২		

পাশাপাশি: ১. অশেষ ২. কালো রং-এর বিষাক্ত সাপ ৫. চালাক ৬. আমাদের ৭. বায়স ৮. শিব ১০. নিয়োজিত ১১. কর্ণ ১২. শক্তিধর পুরুষ ১৩. তমোগুণ-সম্বন্ধীয় ১৬. ধ্বংশ ১৭. পর্যায় ১৮. লাক্ষাদ্বীপের রাজধানী ২০. পুস্তক ২১. স্কন্ধকাটা ২২. নিয়ে চলা ২৩. গুহা ২৪. ফ্যাসাদ

ওপর-নিচ: ১. দৃষ্টিনন্দন ২. ক্ষীণদৃষ্টিশক্তি ৩. বিস্ময় ৪. কর্মক্লান্ত ৫. মা-কালীর বাহন ৭. মৎস্য-প্রজাতি ৯. দুঃখ-শোকে বিলাপ ১০. ধ্বনি ১১. জুতো প্রস্তুতে খ্যাত ইউপি শহর ১৪. পুলিশ ১৫. রম্ভা ১৬. বিভিন্ন বক্তব্য ১৮. উদ্যান ১৯. তিলের অর্ধেক ২০. গচ্ছিত ২২. কনের দোসর

সমাধান ২৩ — পাশাপাশি: ১. দীঘা ২. আক্রোশ ৫. ভাজ ৬. শরৎকাল ৮. তাগড়া ১০. সাধ ১১. বেকার ১২. লহর ১৪. পরাশরপ ১৫. উপশম ১৭. নবীন ১৯. উদার ২০. মাস ২১. খরচ ২৩. কমলাসনা ২৪. শোল ২৫. থমক ২৬. হত

ওপর-নিচ : ১. দীনতা ২. আজ ৩. শশধর ৪. কৎবেল ৫. ভাড়া ৭. লস্কর ৯. গন্ধোপজীবী ১০. সাকার ১১., বেশ ১৩. হরিমটর ১৫. উদাস ১৬. পর ১৭. নমক ১৮. নন্দলাল ১৯. উমানাথ ২১. খল ২২. চর্চিত ২৪. শোক

আজকের দিন

■ **২০০৪** — সালে ভারত মহাসাগরের সুনামি ৯.৩ মাত্রার ভূমিকম্পের ফলে এক ভয়াবহ সুনামি হয়, যার ফলে ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা, ভারত এবং থাইল্যান্ড সহ ১৪টি দেশে প্রায় ২৩০, ০০০ মানুষ নিহত হয়।

■ **১৯৯৯** — সালের ঝড় লোথার একটি তীব্র ঝড় মধ্য ইউরোপ জুড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এবং প্রাণহানির ঘটনা ঘটায়।

জন্মদিন

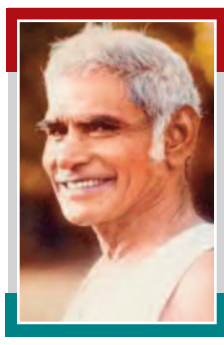

১৯১৪ *বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী বাবা আমতের জন্মদিন।*

১৯২১ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সৈয়দ নুরুল হাসানের জন্মদিন।*

১৯৫৪ *ভারতের প্রাক্তন এয়ার চিফ মার্শাল অরূপ রাহার জন্মদিন।*

বাবা আমতে

সংবাদপত্র ভবন থেকে মূল্যবান ফাইল, কাগজ, আসবাব, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি, সিসিটিভি ক্যামেরা জড়ো করে তাতে আগুন দেয় সন্ত্রাসীরা।

পরিবর্তনের বাংলাদেশে চরম সংকটে সাংবাদিকরা

অশোক সেনগুপ্ত

পরিবর্তনের বাংলাদেশে লাগাতার নির্যাতন নেমে এসেছে/আসছে সাংবাদিকদের ওপর। অপছন্দের খবর প্রকাশিত হলেই তাঁর ওপর অত্যাচারের আশঙ্কা। প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টায় কেউ দেশান্তরী। কেউ বাধ্য হয়েছেন ভোল বদলাতে, কেউ ক্ষমতাসীনদের মনের মত খবর লিখে টিকে থাকার চেষ্টা ছেন। অতি সম্প্রতি এর চূড়ান্ত অবস্থা দেখা গেল একাধিক সংবাদপত্রের অফিস ও সুপরিচিত সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ওপর হিংসাত্মক ঘটনা।

একটু এদিক-ওদিক হলেই রক্ষা নেই। কোন সাংবাদিক, কীভাবে আক্রান্ত হয়েছেন, নাম-পরিচয় সহ সেরকম মোট ৮টি তালিকা এই প্রতিবেদকের হাতে এসেছে। এতে দেখা যাচ্ছে ১৭০ জনের অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড বাতিল, ৪৬ জন গ্রেফতার, ৪৭ জন সাংবাদিককের ওপর আক্রমণ, ৪৭ জন সাংবাদিকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে নজরদারি, মোট সহস্রাধিক চাকরিচ্যুত, ১৩ জন সাংবাদিককে খুন, জাতীয় প্রেস ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি ও সম্পাদক-সহ ১৩৫ জনের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা, ১৪ জনের ভ্রমণের ওপর নিষেধাজ্ঞা।

মুহাম্মদ ইউনূস দায়িত্বে আসার পর নয়া জমানায় সাংবাদিকদের ওপর নানাভাবে শাস্তির খাঁড়া নেমে আসে। চার দফায় ১৬৮ জন সাংবাদিকের অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড বাতিল হয়। এর মধ্যে ২৯ অক্টোবর প্রথম দফায় ২০ জনের। তাঁদের মধ্যে ছিলেন 'প্রেস ইন্সটিট্যুট অফ বাংলাদেশ'-এর সাবেক মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ, একটি ডিজিটালের সম্পাদক ও প্রকাশক (শেখ হাসিনার একাধিক বিদেশ সফরে সঙ্গী হয়েছিলেন) ফরিদা ইয়াসমিন, 'একাত্তরের টিভি'-র ফরজানা রূপা, নয়াদিল্লির বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রাক্তন মিনিস্টার (প্রেস) শাবান মামুদ প্রমুখ। এর পর ৫ নভেম্বর ৩০ জনের কার্ড বাতিল হয়। কেবল ২০২৪-এর ১১ নভেম্বর ১১৮ জন সাংবাদিকের কার্ড বাতিল হয়।

বাংলাদেশের ধৃত সাংবাদিকদের মধ্যে সবচেয়ে হইচই হয় শাহরিয়ার কবিরের গ্রেফতার নিয়ে। তাঁর মুক্তির দাবিতে আন্তর্জাতিক প্রচার, সইসংগ্রহ হলেওসেসবে লাভ হয়নি। বর্তমান শাসকপক্ষের তরফে শাস্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে আছে সেদেশের ওজনদার সাংবাদিকরা। অভিযোগ, তাঁরা শেখ হাসিনার গুণকীর্তন করতেন।

সম্প্রতি 'ইনকিলাব মঞ্চ'-র আহ্বায়ক ওসমান হাদির মৃত্যুর প্রতিবাদকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ জুড়ে তৈরি হয় অচলবস্থা। ১৮ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের শীর্ষ সংবাদমাধ্যম 'প্রথম আলো' পরিকল্পিত ও সংগঠিত সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয়। 'আক্রান্ত প্রথম আলো, ছবিতে হামলাকারীদের মুখ স্পষ্ট'; এই শিরোনামে ওই পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় বার হয় ভাঙচুরের ছবি-সহ খবরের বিশদ; 'সেই রাতে সন্ত্রাসীরা রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলোর কার্যালয়ে ভাঙচুর ও লুটপাট চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। 'প্রথম আলো'-র কার্যালয় যখন দাউ দাউ করে জ্বলছিল, ভবনটির সামনে তখন উল্লাস করছিল হামলাকারীরা। রাত পৌনে ১২টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত চলে এই তাণ্ডব। ছবিতে হামলাকারীদের চেহারা স্পষ্ট।'

বাংলাদেশে সংবাদপত্র অফিসের পাশাপাশি বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে 'ছায়ানট', 'উদীচী'র কার্যালয়ে হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়। তছনছ করা হয় 'ছায়ানট'-এর ধানমন্ডির সাত তলা ভবন। সেখানে থাকা বাদ্যযন্ত্রগুলিকে আছড়ে ভাঙে কট্টরপন্থীদের একাংশ। ভাঙচুর করে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বাংলাদেশের আর এক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র 'উদীচী'-র ভবনেও।

বাংলাদেশের একাধিক সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের ওপর এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে 'ছায়ানট'-এ ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় প্রেস ক্লাব, কলকাতা তীব্র নিন্দা করে। ১৯/১২-র এক বিবৃতিতে ক্লাবের সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে ডঃ স্নেহাশিস সুর ও কিংশুক প্রামাণিক গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ক্লাবের তরফে জানানো হয়, ওই হামলায় বহু সাংবাদিক এবং চিত্র সাংবাদিক আহত হয়েছেন। তাঁদের ব্যাপক পেশাগত ক্ষতি হয়েছে।

'প্রথম আলো' ভবনে জ্বলছে ফাইলপত্র ও আসবাব। ভবনের দোতলায় ভাঙচুর,লুটপাট, নিচে জটলা করে উল্লাস।

মুহাম্মদ ইউনূস দায়িত্বে আসার পর নয়া জমানায় সাংবাদিকদের ওপর নানাভাবে শাস্তির খাঁড়া নেমে আসে। চার দফায় ১৬৮ জন সাংবাদিকের অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড বাতিল হয়। এর মধ্যে ২৯ অক্টোবর প্রথম দফায় ২০ জনের। তাঁদের মধ্যে ছিলেন 'প্রেস ইন্সটিট্যুট অফ বাংলাদেশ'-এর সাবেক মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ, একটি ডিজিটালের সম্পাদক ও প্রকাশক (শেখ হাসিনার একাধিক বিদেশ সফরে সঙ্গী হয়েছিলেন) ফরিদা ইয়াসমিন, 'একাত্তরের টিভি'-র ফরজানা রূপা, নয়াদিল্লির বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রাক্তন মিনিস্টার (প্রেস) শাবান মামুদ প্রমুখ। এর পর ৫ নভেম্বর ৩০ জনের কার্ড বাতিল হয়। কেবল ২০২৪-এর ১১ নভেম্বর ১১৮ জন সাংবাদিকের কার্ড বাতিল হয়।

এ ধরণের ঘটনা 'সুষ্ঠু গণতন্ত্রের পরিপন্থী' বলে চিহ্নিত করে বাংলাদেশের তত্বাবধায়ক সরকারের কাছে সে দেশের সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার দাবি জানানো হয়। এর পাশাপাশি গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ এবং তার কর্মীদের রক্ষা করার দাবি করা হয় কলকাতা প্রেস ক্লাবের বিবৃতিতে। বাংলাদেশের ঘটনাবলীতে ২২ ডিসেম্বর আগরতলা প্রেস ক্লাবের সামনে আগরতলা জার্নালিস্টস ইউনিয়নের সদস্যরা মুখে কালো কাপড়ের আবরণ দিয়ে প্রতিবাদ জানান।

শিলিগুড়িতে ভিসা অফিস ঘেরাও ও বিক্ষোভ কর্মসূচী ছিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদের। এতে শরিক হয় হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, শিলিগুড়ি মহানগর শাখা। তাদের সদস্য-সমর্থকরা পথ পরিক্রমা করে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিয়ন অফ জার্নালিস্টসের (ডব্লুবিইউজে) সম্পাদক দীপক রায় এই প্রতিবেদককে বলেন, 'বাংলাদেশে প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়সহ ছায়ানট-উদীচীর মতো সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোয় যে বর্বোরোচিত ধ্বংসলীলা চালানো হয়েছে তা নিন্দার ভাষা নেই। গণতন্ত্র ও সংস্কৃতির ওপর এই জঘন্য আক্রমণ কোনও মতেই বরদাস্ত করা যায় না। এজন্য দুই বাংলার সাংবাদিক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিকর্মী ও সমাজকর্মীদের যৌথ আন্দোলনে নামা উচিত।'

বাংলাদেশে যেভাবে সংবাদমাধ্যম আক্রান্ত হয়েছে, সাংবাদিক খুন থেকে সংবাদপত্রের দপ্তরে হামলা হয়েছে, সেগুলোর ঘোর নিন্দা করেছে মহিষাদল প্রেস কর্নার। মহিষাদল প্রেস কর্নারের সভাপতি সুব্রত চক্রবর্তী এই প্রতিবেদককে মঙ্গলবার জানান, ভারত সরকার বাংলাদেশের পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন। আশা করি দ্রুত বাংলাদেশের পরিস্থিতির বদল হয়ে স্বাভাবিক ছন্দ ফিরে আসবে।দ শিলিগুড়ি প্রেস ক্লাবের সম্পাদক অংশুমান চক্রবর্তীর কাছে জানতে চাওয়ার পরেও এই লেখা পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট প্রেস ক্লাবের সম্পাদক সন্তোষ ভট্টাচার্য মঙ্গলবার এই প্রতিবেদককে বলেন, 'বাংলাদেশ এই নামের সাথে আপামর বাঙালির একটা আবেগ জড়িয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ নজরুল লালন ফকির জীবনানন্দ সহ অসংখ্য মনিষীর স্মৃতি বিজড়িত সেই বাংলাদেশ আজ হিংসার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। গত ১৮ ডিসেম্বর সেখানের প্রথম শ্রেণীর দুটি সংবাদপত্র 'প্রথম আলো' ও 'The Daily Star' কার্যালয়ে হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ ঘটিয়ে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের কণ্ঠ রোধ করার এই যে অপচেষ্টা সারা পৃথিবীর ইতিহাসে এ এক চরম লজ্জাজনক ঘটনা। বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট প্রেস ক্লাব এই ধরনের উগ্রবাদী মানসিকতার তীব্র নিন্দা করছে। এই ঘটনায় যুক্ত অপরাধীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।'

প্রতিবাদে সমাবেশ করেছেন ব্রিটেনের বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত সাংস্কৃতিক কর্মীরাও। রবিবার দুপুরে লন্ডনের আলতাব আলি পার্কে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া উপেক্ষা করেই তাতে অংশগ্রহণ করেন নানা বয়সের শতাধিক মানুষ। বাংলাদেশের আবহমান সংস্কৃতি এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের পীঠস্থান 'ছায়ানট'-এ হামলা চালায় কট্টরপন্থীরা।

বাংলাদেশ জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সভানেত্রী ফরিদা ইয়াসমিনকে এই প্রতিবেদক হোয়াটসঅ্যাপে প্রশ্ন পাঠালেও সেই প্রশ্ন তাঁর কাছে পৌঁছোয়নি। অনুমান করা হচ্ছে, সিম কার্ডই বাজেয়াপ্ত হয়েছে। বাংলাদেশের সাংবাদিকদের এখন কী অবস্থা? কতটা স্বাধীনভাবে তাঁরা কাজ করতে পারছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে ঢাকার এক হিন্দু সাংবাদিক এই প্রতিবেদককে বলেন, 'দাদা, কী আতঙ্ক নিয়ে বেঁচে আছি, তা আমিই জানি! আগে মোটর সাইকেলে সকাল থেকে রাত্রি ঘুরে বেড়াতাম। এখন প্রায় ঘরবন্দী। সর্বদা ভয়, এই বুঝি আমাদের সম্পত্তি লুঠ হয়ে যায়! আগে দায়িত্বপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ সাংবাদিককে সরিয়ে অনভিজ্ঞকে মাথায় বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এদেশে এখন নামেই সাংবাদিকতা। এর পরিণাম কী হবে, কে জানেন?

ছায়ানটে হামলা গানে গানে প্রতিবাদ লন্ডনে।

ছায়ানটে হামলা, ছবি সৌজন্যে 'ঢাকা টুডে'।

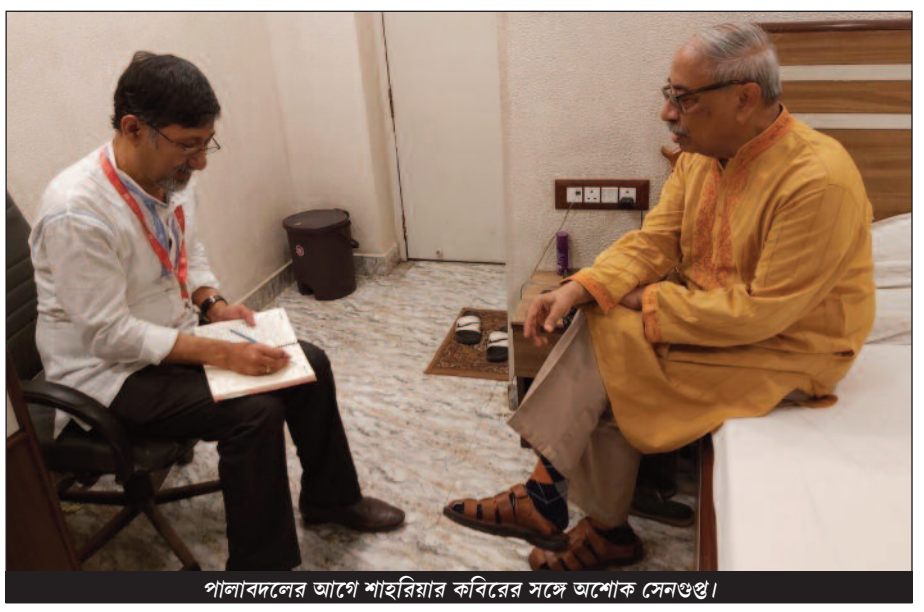

পালাবদলের আগে শাহরিয়ার কবিরের সঙ্গে অশোক সেনগুপ্ত।

চটাবাসর ৫১

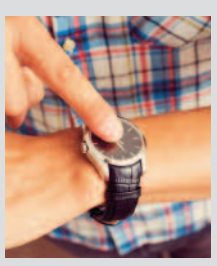

গোটা ভারতে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা; দূরত্ব যাই হোক, একই টাইম জোন। কিন্তু রাশিয়ায় ইউরোপের গা-ঘেঁষা কালিনিনগ্রাদ থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের কাছে কামচাটকা পর্যন্ত, ১১টি সময় অঞ্চল। ১ কোটি ৭০ লক্ষ বর্গকিলোমিটারেরও বেশি এলাকায় বিস্তৃত রাশিয়া। প্রশাসন, যোগাযোগ এবং দৈনন্দিন জীবনের দিক থেকে ভৌগোলিকভাবে এই টাইম জোনের নিরিখে একটু অনন্য।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

২৫ ডিসেম্বরের ছুটিতে পুরুলিয়ার পাহাড়ে রেকর্ড পর্যটকদের ভিড়

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরুলিয়া: গত বেশ কয়েক দিন ধরে পুরুলিয়া জেলাজুড়ে জাঁকিয়ে পড়েছে শীত। আর সেই কনকনে শীতকে উপেক্ষা করেই বড়দিনের ছুটিতে পুরুলিয়ার পাহাড়ে পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড় দেখা গেল ২৫ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার। এদিন বনভোজনে আসা মানুষের ভিড় উপচে পড়ল পুরুলিয়ার অযোধ্যা, জয়চণ্ডী ও গড়পঞ্চকোট পাহাড়ে। অতীতের, বিশেষ করে বিগত কয়েক বছরের রেকর্ড ছাপিয়ে এবার পর্যটকদের ব্যাপক ভিড় হল রাজ্যের অন্যতম বৃহত্তম পর্যটনকেন্দ্র পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে। সকাল থেকেই জেলার এই তিন স্থানেই যেন তিলধারণের জায়গা ছিল না। বেলা যত বেড়েছে ততই ভিড়ও বেড়েছে। তবে অযোধ্যা পাহাড় ও জয়চণ্ডী পাহাড়ের ভড় এদিন অতীতের সমস্ত রেকর্ডকে ছাপিয়ে গেছে। ২৫ডিসেম্বর বুধবার এই রেকর্ড সংখ্যক ভিড় দেখে এবারে পর্যটন মরশুমের পরবর্তী দিনগুলির কথা ভেবে আশায় বুক বাঁধছেন অযোধ্যা পাহাড়ের বিভিন্ন ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে হোটেল মালিকরা। কনকনে শীতের থাবা ফেলতে পারল না পুরুলিয়ার পর্যটন কেন্দ্র গুলিতে। মুখে হাসি ফুটেছে আদিবাসীদের। কারণ তাদের নাচ দেখে পর্যটকরা যে অর্থ দান করে এদিন তা বিগত বছরগুলি থেকে অনেক বেশি। এদিকে জেলায় তাপমাত্রা এদিন ছিল স্বাভাবিকের থেকে অনেকটাই কম। যার ফলে কনকনে শীতের মজা উপভোগ করতে এবার বহিরাগত পর্যটকদের ভিড় ছিল বেশি। শীত পড়তেই ভ্রমণ পিপাসুদের মনে উঁকি দিতে থাকে পিকনিকের কথা। আর সেই দিনটিকে কাজে লাগিয়ে এদিন অযোধ্যা পাহাড়ের মুরগুমা জলাধার, পাহাড়ের পাদদেশের খয়রাবেড়া গ্রাম, এই পাহাড়ের সাইটসিয়িং এলাকা, ব্রাহ্মণী ও টুরগা ফলসে পিকনিক পার্টির ভিড় ছিল চোখে পড়ার মত। অযোধ্যা পাহাড়ের পিকনিক স্পটগুলি ছাড়াও এদিন পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর শহরের অদূরে অবস্থিত জয়চণ্ডী পাহাড়ে পর্যটকদের ভিড় ছিল যথেষ্ট। রূপসী বাংলার পুরুলিয়ার জয়চণ্ডী পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়ার, পিকনিক করতে

যাওয়ার বা পাহাড়ে ট্রেকিং করার আদর্শ জায়গা পুরুলিয়ার জয়চণ্ডী পাহাড়। তাই তাকে কাজে লাগিয়ে ২৫ ডিসেম্বর জয়চণ্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসবের ঠিক দু'দিন আগে বৃহস্পতিবার বড়দিনের ছুটিতে জয়চণ্ডী পাহাড়ে রেকর্ড পরিমাণে পিকনিক দলের ভিড় লক্ষ্য করা গেল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে স্ব-পরিবারে ভিড় জমিয়েছেন জেলার বাইরে থেকে আসা পিকনিক দলগুলি। এদিন জয়চণ্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে সান্টার সাজে সজ্জিত কর্মীরা খুদেদের হাতে চকলেটও দেন। যা পেয়ে এদিন খুশীর অন্ত ছিল না কচিকাঁচাদের। এদিন জয়চণ্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসবের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি ঘুরে দেখেন উৎসব কমিটির সম্পাদক তথা রঘুনাথপুর পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলরদের সঙ্গে নিয়ে চেয়ারম্যান তরণী বাউড়ি-সহ অন্যান্যরা। রঘুনাথপুর জয়চণ্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসবের সম্পাদক তথা রঘুনাথপুর পুরসভার পৌরপ্রধান তরণী বাউরী জানান, বহু প্রাচীন জয়চণ্ডী পাহাড়ে রক ক্লাইম্বিং হয় বারবার। এই পাহাড়ের সৌন্দর্যকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে প্রতিবছর ২৮ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি 'জয়চণ্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসব' পালন করা হয়। এবারও তার অন্যথা হবে না। তরণীবাবুর বক্তব্য, ইতিমধ্যে খুব অল্প সময়ে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরের জয়চণ্ডী পাহাড় স্হান করে নিয়েছে পর্যটন মানচিত্রে। যার ফলেই ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনে এই পাহাড়ে উপচে পড়েছে পর্যটকদের ও পিকনিক দলের ভিড়। অন্যদিকে রাজ্যের বর্তমান সরকার পর্যটন মানচিত্রে এই পুরুলিয়ার জয়চণ্ডী পাহাড়কে একটি পূর্ণাঙ্গ পর্যটন ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ইতিমধ্যে এই পাহাড়ের পাদদেশে যুব আবাস, কটেজ ইত্যাদি গড়ে তুলেছে। এছাড়াও আরও বেশ কিছু প্রকল্প গ্রহণ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। ২৫ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার দুপুরে জয়চণ্ডী পাহাড় ঘুরতে এসে কলকাতার মধ্যমগ্রাম এলাকার বাসিন্দা শুভদ্বীপ ব্যানার্জি, কলকাতার দমদম এলাকার বাসিন্দা দ্বীপা বিশ্বাস বলেন, 'ঝাড়খণ্ডের সুদামডি এলাকার বাসিন্দা দুলাল চ্যাটার্জিরা জানান আমরা এই নিয়ে তিনবার আসলাম। অসাধারণ একটা জায়গা। কিছু বলার নেই। মানে এত সুন্দর একটা জায়গা অপূর্ব একটা জায়গা রয়েছে না এলে বোঝা যেত না। সত্যি অসাধারণ একটা জায়গা। একবার এলে বারবার আস্তে মন চাইবে আমরা গ্যারান্টি দিলাম।'

বীরভূম জেলা নৃত্য ও গান মেলা শুরু সিউড়িতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: শুক্রবার থেকে শুরু বীরভূম জেলা নৃত্য ও গান মেলা। ১৩ তম বর্ষের এই মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের আগে বড়দিনের বিকেলে সিউড়ি রবীন্দ্রসদন থেকে নৃত্য ও গান মেলা সফল করার লক্ষ্যে পদযাত্রা সিউড়ি শহরের শিল্পীদের সহযোগিতায় প্রেরণা সিউড়ি বীরভূমের উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায়। এই পদযাত্রার সূচনা করেন বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী। প্রায় দু-কিলোমিটার পথ ঢাকের তালে আদিবাসীদের নৃত্যের ছন্দে শহরের শিল্পীদের মুখরিত গানে পদযাত্রা শেষ হয় সিউড়ি ইরিগেশন কলোনির মাঠে। মেলার মূল মঞ্চে বড়দিনের সন্ধ্যায় বীরভূম জেলা নৃত্য ও গান মেলা কমিটির উদ্যোগে কাটা হয় কেক, বিতরণ করা হয় মিষ্টিও।

ধান্যকুড়িয়ায় উৎসবের সূচনা, চতুর্থবর্ষে মাতল 'হেরিটেজ' গ্রাম

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ঐতিহ্যের ধান্যকুড়িয়ায় উৎসবের সূচনা হল বৃহস্পতিবার বিকেলে। চতুর্থ বর্ষে মাতল 'হেরিটেজ' গ্রাম। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার অন্যতম গর্ব, হেরিটেজ গ্রাম ধান্যকুড়িয়া। সেখানেই মহাসমারোহে শুরু হল 'ধান্যকুড়িয়া উৎসব'। রাজকীয় অট্টালিকা আর প্রাচীন ইতিহাসের জন্য পরিচিত এই জনপদে এ বছর উৎসবটি চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করল।

ধান্যকুড়িয়া মানেই এক জীবন্ত রূপকথা। যে গ্রামের স্থাপত্যশৈলী বারবার জায়গা করে নিয়েছে সাহিত্যের পাতায় কিংবা সিনেমার পর্দায়। ধান্যকুড়িয়ার সেই আভিজাত্য ও সংস্কৃতিকে বিশ্বের দরবারে আরও বেশি করে ছড়িয়ে দিতে এবং স্থানীয় ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রতি বছর এই উৎসবের আয়োজন করা হয়। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী এটিএম আব্দুল্লাহর ওরফে রনির প্রচেষ্টায় এই উৎসব বর্তমান সময়ে এক বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। শীতের আমেজে এই উৎসবকে ঘিরে মেতে উঠেছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি দূর-দূরান্ত থেকে আসা পর্যটকরাও। মেলায় ভোজন রসিকদের জন্য রয়েছে বিশেষ আকর্ষণ। রকমারি পিঠেপুলি থেকে শুরু করে গ্রামবাংলার হারিয়ে যাওয়া নানা খাবারের সম্ভার সাজানো হয়েছে স্টলগুলিতে। উৎসব প্রাঙ্গণে প্লাস্টিক বর্জন করে সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব উপায়ে বিভিন্ন খাবারের পরিবেশন করা হচ্ছে, যা দর্শকদের মধ্যে সচেতনতার বার্তা দিচ্ছে। কচিকাঁচাদের মন জয় করতে মেলায় রাখা হয়েছে রকমারি রাইড ও বিনোদনমূলক ব্যবস্থা। প্রধান উদ্যোক্তা তথা উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের কর্মদক্ষ এটিএম আব্দুল্লাহ জানান, 'ধান্যকুড়িয়া ইতিমধ্যে হেরিটেজ তকমা পেয়েছে। এই ঐতিহ্যকে রক্ষা করা এবং এলাকার পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটানোই এই উৎসবের মূল লক্ষ্য। উৎসবকে কেন্দ্র করে স্থানীয় হস্তশিল্পীদেরও উৎসাহিত করা হচ্ছে। আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলা এই উৎসবকে ঘিরে এখন সাজ সাজ রব বসিরহাটের ধান্যকুড়িয়া জুড়ে। ঐতিহ্যের এই মেলবন্ধনে সামিল হতে প্রতিদিন ভিড় জমাচ্ছেন কয়েক হাজার মানুষ।

গুসকরায় অনুকূলচন্দ্রের ১৩৮তম জন্মোৎসব পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম:- ১৩৮ বছর আগে মহাপুরুষ শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র পাবনার হিমাইতপুরে জন্মগ্রহণ করেন। সাম্য ও অসাম্প্রদায়িকতার বাণী দিয়ে সব ধর্ম-বর্ণের মানুষের মন জয় করেন তিনি। তাই এ মহাপুরুষের জন্মদিনকে ভক্তরা প্রতি বছর ঠাকুরের আবির্ভাব দিবস হিসেবে পালন করেন। বৃহস্পতিবার আলুটিয়ার সৎসঙ্গ বিহারের উদ্যোগে যুগপুরুষোত্তম শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের ১৩৮তম জন্ম মহোৎসব পালন করা হয়। এদিন সকালে মন্দির থেকে একটি বিশাল সুসজ্জিত শোভাযাত্রা গুসকরা শহর পরিক্রমা করে পুনরায় মন্দিরে ফিরে আসে। এ শোভাযাত্রা দেখতে রাস্তার দু'পাশে মানুষের ঢল লক্ষ্য করা যায়। জন্ম মহোৎসব উপলক্ষে মন্দিরে বিশেষ পূজার আয়োজন করা হয়। পূজা শেষে দুপুরে হাজার হাজার ভক্তের জন্য খিচুড়ি প্রসাদের আয়োজন করে উদ্যোক্তারা। মন্দির সংলগ্ন মাঠে সারাদিনব্যাপী ভক্তিমূলক গান এবং অনুকূল চন্দ্রের জীবন বাণী শোনানো হয়।

করোমন্ডল ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড

নিবন্ধিত কার্যালয়- "করোমন্ডল হাউস", ১-২-১০, সর্দার প্যাটেল রোড, সেকেন্দ্রাবাদ-৫০০০০৩, তেলেঙ্গানা, CIN: L24120TG1961PLC000892

ভারত সরকারের কৃষি সমবায় ও কৃষক কল্যাণ বিভাগ এবং কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রক কর্তৃক জারি করা ২৪শে অক্টোবর ২০১৫ তারিখের আদেশ নং S.O.2900(E), এর সংশোধনী ৩০শে ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখের S.O. 4120(E) এবং ২২শে জুন ২০২০ তারিখের S.O. 2001(E) অনুসরণক্রমে, করোমন্ডল ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড এতদ্বারা অবহিত করছে যে, কোম্পানি নিচে দেওয়া স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ১০০% জলে দ্রবণীয় মিশ্র সার উৎপাদন (করোমন্ডল ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, বিচ রোড, ভাকালাপুডি (ভি), কাকিনাড়া-৫৩৩০০৫, অন্ধ্রপ্রদেশ) এবং বিক্রয় করার ইচ্ছা পোষণ করছে:

(১) **N:P:K:S:Zn:Mn:B (২৪:২৪:০:২.৮:১.২:১:০.১৫)** - মোট নাইট্রোজেন: ২৪%, মোট ফসফরাস (P_2O_5হিসেবে): ২৪%, মোট পটাশিয়াম (K_2O হিসেবে): ০%, মোট সালফার (S হিসেবে): ২.৮%, মোট জিঙ্ক (Zn হিসেবে): ১.২%, মোট ম্যাঙ্গানিজ (Mn হিসেবে): ১%, মোট বোরন (B হিসেবে): ০.১৫%।

(২) **N:P:K:S (২০:১৫:১৫:৬)** - মোট নাইট্রোজেন: ২০%, মোট ফসফরাস (P_2O_5হিসেবে): ১৫%, মোট পটাশিয়াম (K_2O হিসেবে): ১৫%, মোট সালফার (S হিসেবে): ৬%।

(৩) **N:P:K:S:Zn (১০:১২:৩২:৬:১)** - মোট নাইট্রোজেন: ১০%, মোট ফসফরাস (P_2O_5হিসেবে): ১২%, মোট পটাশিয়াম (K_2O হিসেবে): ৩২%, মোট সালফার (S হিসেবে): ৬%, মোট জিঙ্ক (Zn হিসেবে): ১%।

(৪) **N:P:K:S:Mg:Zn:B (৫:৩০:১৫:৫:২:১:০.৪)** - মোট নাইট্রোজেন: ৫%, মোট ফসফরাস (P_2O_5হিসেবে): ৩০%, মোট পটাশিয়াম (K_2O হিসেবে): ১৫%, মোট সালফার (S হিসেবে): ৫%, মোট ম্যাগনেসিয়াম (Mg হিসেবে): ২%, মোট জিঙ্ক (Zn হিসেবে): ১%, মোট বোরন (B হিসেবে): ০.৪%।

(৫) **N:P:K:S:Mg:Zn:B (৯:৭:৩১:৫:২:১:০.২)** - মোট নাইট্রোজেন: ৯%, মোট ফসফরাস (P_2O_5হিসেবে): ৭%, মোট পটাশিয়াম (K_2O হিসেবে): ৩১%, মোট সালফার (S হিসেবে): ৫%, মোট ম্যাগনেসিয়াম (Mg হিসেবে): ২%, মোট জিঙ্ক (Zn হিসেবে): ১%, মোট বোরন (B হিসেবে): ০.২%।

(৬) **N:P:K:S:Mg (১০:২০:১৫:৬:৩)**-মোট নাইট্রোজেন: ১০%, মোট ফসফরাস (P_2O_5হিসেবে): ২০%, মোট পটাশিয়াম (K_2O হিসেবে): ১৫%, মোট সালফার (S হিসেবে): ৬%, মোট ম্যাগনেসিয়াম (Mg হিসেবে): ৩%।

(৭) N:P:K:S:Mg (৭:৯:২৯:৮:২) - মোট নাইট্রোজেন: ৭%, মোট ফসফরাস (P_2O_5হিসেবে): ৯%, মোট পটাশিয়াম (K_2O হিসেবে): ২৯%, মোট সালফার (S হিসেবে): ৮%, মোট ম্যাগনেসিয়াম (Mg হিসেবে): ২%।

(৮) N:P:K:S:Mg:Zn:Mn:B (৯:৫:৩৩:৩:২:১:১:০.৪) - মোট নাইট্রোজেন: ৯%, মোট ফসফরাস (P_2O_5হিসেবে): ৫%, মোট পটাশিয়াম (K_2O হিসেবে): ৩৩%, মোট সালফার (S হিসেবে): ৩%, মোট ম্যাগনেসিয়াম (Mg হিসেবে): ২%, মোট জিঙ্ক (Zn হিসেবে): ১%, মোট ম্যাঙ্গানিজ (Mn হিসেবে): ১%, মোট বোরন (B হিসেবে): ০.৪%।

ইমেল আইডি: mail@coromandel.murugappa.com
ওয়েবসাইট: www.coromandel.biz/
ফোন: ৯১-৪০-২৭৮৪২০৩৪ / ২৭৮৪৭২১২, ফ্যাক্স: ৯১-৪০-২৭৮৪৪১১৭

KVB Karur Vysya Bank
Smart way to bank

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ,
অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ -কলকাতা
১৫ বন্ডেল রোড, দ্বিতীয় তল, বালিগঞ্জ, কলকাতা,
পব-৭০০০১৯ যোগাযোগ নং : ০৩৩-২২৯০০৭৫২, ৬৩৮২৩৭৩৬৮২
ইমেল : head.arbkolkata@kvbmail.com

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি ই-নিলামের তারিখ ৩০.০১.২০২৬

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদার, দ্য করুর বৈশ্য ব্যাংক লিমিটেড, এন এস রোড শাখার কাছে বন্ধক/চার্জ করা নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি, যার গঠনমূলক দখল দ্য করুর বৈশ্য ব্যাংক লিমিটেডের অনুমোদিত কর্মকর্তা, সুরক্ষিত পাওনাদার দ্বারা গৃহীত হয়েছে, **৩০ জানুয়ারী ২০২৬** তারিখে "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেমন অবস্থায় আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে ২৯.১১.২০২৫ অনুযায়ী **৫৯,৮৫,৪৬৭.৯৮ টাকা** (উনষাট লাখ পঁচাশি হাজার চারশত সাতষট্টি টাকা এবং আটানব্বই পয়সা) ৩০.১১.২০২৫ থেকে আরও সুদ সহ, আইন অনুসারে প্রদেয় দ্য করুর বৈশ্য ব্যাংক লিমিটেড, সুরক্ষিত পাওনাদার কর্তৃক **(১) শ্রী শঙ্কর সিং (ঋণগ্রহীতা)**, পিতা শ্রী নাথু সিং, ১১/৪, কিংস রোড, ৪র্থ তল, এসি মার্কেটের নিকট, হাওড়া - ৭১১০০১, পশ্চিমবঙ্গ **এবং আরও ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ৫০১, ৬ষ্ঠ তল, প্রেমিসেস নং ৪৪, ডঃ অবনী দত্ত রোড, পোস্ট অফিস-সালকিয়া, হাওড়া - ৭১১১০৬ পশ্চিমবঙ্গ **এবং আরও ঠিকানা :** ১৫৩, আম চৌহাটা শঙ্করন, টিএইচ-আহোর, জেলা-জালোর, রাজস্থান-৩৪৩০০১ **এবং আরও ঠিকানা :** ৪সি, গোবিন্দ চন্দ্র ধর লেন, ৬ষ্ঠ তল, বিস্কুট গলি, কলকাতা-৭০০০০১ **(২) শ্রীমতী কমলা দেবী (ঋণগ্রহীতা)**, স্বামী শ্রী শঙ্কর সিং, ১১/৪, কিংস রোড, ৪র্থ তল, এসি মার্কেটের নিকট, হাওড়া - ৭১১০০১, পশ্চিমবঙ্গ **এবং আরও ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ৫০১, ৬ষ্ঠ তল, প্রেমিসেস নং ৪৪, ডঃ অবনী দত্ত রোড, পোস্ট অফিস-সালকিয়া, হাওড়া ৭১১১০৬ পশ্চিমবঙ্গ **এবং আরও ঠিকানা :** ৮৪, কেরাভিও কি সেরি, শঙ্করনা, টিএইচ-আহোর, জেলা-জালোর, রাজস্থান-৩৪৩০০১ কাছ থেকে আদায় করা হবে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ এবং সংরক্ষিত মূল্য

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৫০১ ষষ্ঠতলে পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ ১৩৫৬ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৪৪, ডা. অবনী দত্ত রোড, পোস্ট অফিস : সালকিয়া, জেলা হাওড়া -৭১১১০৬, গোলাবাড়ি থান, ওয়ার্ড নং ১৫, হাওড়া পৌর নিগম অধীন, অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ মার্বেল মেঝে এবং লিফট সুবিধা সহ সংযুক্ত সম্পত্তি শ্রী শঙ্কর সিং (পিতা শ্রী নাথু সিং) এবং শ্রীমতি কমলা দেবী (স্বামী শ্রী শঙ্কর সিং) এর নামে।

(সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত)

সংরক্ষিত মূল্য : ৪৮,৮২,০০০ টাকা	ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ) : ৪,৮৮,২০০ টাকা	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : ৫০,০০০ টাকা

সম্পদ পর্যবেক্ষণ	**সকল কাজের দিন - ২৬.১২.২০২৫ থেকে ২৯.০১.২০২৬ সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত**
অনলাইন টেন্ডার এবং আবেদন ফর্ম দাখিলের শেষ তারিখ এবং সময়	**তারিখ ২৯.০১.২০২৬** **সময় : বিকেল ৫টা।**
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	ই-নিলাম সম্পাদিত হবে পোর্টাল **https://bankauctions.in** মাধ্যমে **৩০.০১.২০২৬ তারিখ সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ১২ টার মধ্যে,** বিক্রয় প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত অসীমায়িত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ।
নোডাল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম	অ্যাকাউন্ট নং : ১১০১৩৫১০০০০০০৯৭৩ আইএফএসসি কোড : KVBL0001101 অ্যাকাউন্টের নাম : বিড কালেকশন এ/সি-সারফেসি ই-অকশন প্রসিড : অ্যাকাউন্টের নাম।
যোগাযোগের ব্যক্তি এবং ফোন নং	**শ্রী সমীর ঘোষ, (ফোন : ৬৩৮২৩৭৩৬৮২)**

বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে আমাদের ব্যাঙ্কের/নির্ধারিত ঋণদাতা কর্তৃক প্রদত্ত ওয়েবসাইটে লিঙ্ক **https://www.kvb.bank.in/property-under-auction/** দেখুন এবং পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা, পোর্টাল **https://bankauctions.in** দেখুন।

বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের নোটিশ ২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৮(৬) অধীনে

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/গণ এবং জামিনদাতা/গণ কে অবগত করা হচ্ছে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ সাম্প্রতিক মেয়াদ পর্যন্ত সুদ এবং অন্যান্য খরচ সহ ই-নিলামের পূর্বে আদায় দিতে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি নিলাম করা/বিক্রি করা হবে এবং অবশিষ্ট বকেয়া, যদি কিছু থাকে, আদায় করা হবে সুদ এবং শুল্ক সহ।

তারিখ : ২৪.১২.২০২৫
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India BOI
Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
বারাসাত জোনাল অফিস
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর ১, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৬৪

ই-অকশন অনুষ্ঠিত হবে ২৮.০১.২০২৬ তারিখে

ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক দেওয়া স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির পাবলিক নোটিস

যেহেতু, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস -এর ৮ ও ৯ -এর সঙ্গে পঠিত ১৩(১২) ধারা অধীন প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**র অনুমোদিত অফিসার সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ (২০০২ -এর ৫৪) অধীনে ঋণগ্রহীতাদের ডিমান্ড নোটিস ইস্যু করেছেন ও অনুমোদিত অফিসার অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। অনুমোদিত অফিসার উক্ত আইনের রুল ৮ -এর সাব রুল ৫ ও ৬ অধীনে বর্ণিতমতো তারিখ, স্থান ও সময় ই-অকশনের আয়োজন করবেন। জনসাধারণ ও সাধারণভাবে ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি সম্পর্কে সারফেইসি অ্যাক্ট অধীনে ই-নিলাম পরিচালিত হবে বিক্রয়ার্থে রুল ২০০২ -এর সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-তে উপস্থাপিত শর্ত মোতাবেক এবং ব্যাঙ্কের নিকট ঋণের উসুলের জন্য নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে।

শাখার নাম সহ ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের নাম ও ঠিকানা	সম্পত্তির বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণ/ বকেয়ার পরিমাণ (টাকায়)	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ও দখলের তারিখ	মজুত মূল্য (টাকায়) এবং বায়না টাকা জমা (ইএমডি, টাকায়)
এআইটি ক্যাম্পাস শাখা **ঋণগ্রহীতা: শ্রী দেবেশ চৌধুরী** **জামিনদার: শ্রী পৃথ্বীরাজ নাথ** **ঠিকানা:** এ-৩, দিগন্ত অ্যাপার্টমেন্ট, দক্ষিণায়ন, সোদপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১১০	তৃতীয় ফ্লোরে (পূর্বদিকে) অবস্থিত ফ্ল্যাট নং-এ, যার পরিমাপ আনুমানিক কমবেশি ৮৩৮ বর্গফুট -এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, স্বপ্ন নীল অ্যাপার্টমেন্ট নামে পরিচিত, যা প্রেমিসেস নং ১৪৬, দক্ষিণায়ন, সোদপুর, মৌজা - সোদপুর, জে.এল. নং- ১০, তৌজি নং- ১৭২, আর.এস. দাগ নং- ৮১৫/২৩২৪, খতিয়ান নং-১১০৮, ওয়ার্ড নং-২৩, থানা - খড়দহ, পানিহাটি পৌরসভার সীমানার মধ্যে অবস্থিত, এবং এ.ডি.এস.আর.ও. সোদপুর, কলকাতা-৭০০১১০, জেলা ২৪ পরগনা (উত্তর) এর এক্তিয়ারভুক্ত। **ভবনের চৌহদ্দি:- উত্তরে-** শিমুল সাহা, **দক্ষিণে-** বীরেন্দ্রনাথ দাসের জমি, **পূর্বে-** ২৫ ফুট দক্ষিণায়ন রোড, **পশ্চিমে-** ১৪ ফুট প্রশস্ত রাস্তা। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি:- উত্তরে-** উন্মুক্ত, **দক্ষিণে-** উন্মুক্ত, **পূর্বে-** উন্মুক্ত, **পশ্চিমে-** সিঁড়ি, লিফট এবং আংশিকভাবে ফ্ল্যাট নং-বি দ্বারা।	**৪০,২০,৯০৬/- টাকা** ০৬.১১.২০২৫ অনুযায়ী এবং তদুপরি আরও সুদ এবং খরচ	০৩.০৮.২০২১ এবং ২৯.১১.২০২১ (বাস্তবিক দখল)	**১৩,৮১,৫০০/- টাকা এবং ১,৩৮,১৫০/- টাকা**
	তৃতীয় ফ্লোরে (পশ্চিমদিকে) অবস্থিত ফ্ল্যাট নং-বি, যার পরিমাপ আনুমানিক কমবেশি ৭৫৯ বর্গফুট -এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, স্বপ্ন নীল অ্যাপার্টমেন্ট নামে পরিচিত, যা প্রেমিসেস নং ১৪৬, দক্ষিণায়ন, সোদপুর, মৌজা-সোদপুর, জে.এল. নং- ১০, তৌজি নং- ১৭২, আর.এস. দাগ নং- ৮১৫/২৩২৪, খতিয়ান নং-১১০৮, ওয়ার্ড নং-২৩, থানা - খড়দহ, পানিহাটি পৌরসভার সীমানার মধ্যে অবস্থিত, এবং এ.ডি.এস.আর.ও. সোদপুর, কলকাতা-৭০০১১০, জেলা ২৪ পরগনা (উত্তর) এর এক্তিয়ারভুক্ত। **ভবনের চৌহদ্দি:- উত্তরে-** শিমুল সাহা, **দক্ষিণে-** বীরেন্দ্রনাথ দাসের জমি, **পূর্বে-** ২৫ ফুট দক্ষিণায়ন রোড, **পশ্চিমে-** ১৪ ফুট প্রশস্ত রাস্তা। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি:- উত্তরে-** উন্মুক্ত, **দক্ষিণে-** উন্মুক্ত, **পূর্বে-** সিঁড়ি, লিফট এবং আংশিকভাবে ফ্ল্যাট নং-এ দ্বারা, **পশ্চিমে-** উন্মুক্ত।			**১২,৫০,১০০/- টাকা এবং ১,২৫,০১০/- টাকা**
কৈখালী শাখা **ঋণগ্রহীতা: শ্রীমতী সুমিতা ভৌমিক এবং শ্রী মৃন্ময় ভৌমিক** **ঠিকানা:** ১১৪, নিউ কলোনি সোদপুর, পানিহাটি পৌরসভা ওয়ার্ড নং-১২, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০ ১১০।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল আবাসিক ফ্ল্যাট নং এফ১, একটি তিনতলা ভবনের প্রথম ফ্লোরে এ অবস্থিত। এটির পরিমাপ প্রায় ৮৫০ বর্গফুট এসবিইউ। হোল্ডিং নং ১১৪, নিউ কলোনি সোদপুর, মৌজা-সোদপুর, জে.এল. নং-৮, আর.এস. নং-৪৫, আর.এস. দাগ নং-৬৬৩ (পি) এ এল.ও.পি. নং ২এ, আর.এস. খতিয়ান নং-২, পি.এস. থানা-খড়দহ, পানিহাটি পৌরসভা ওয়ার্ড নং-১২ এর অধীনে, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০ ১১০। ফ্ল্যাটটিতে ২টি বেডরুম, ১টি রান্নাঘর ও খাবার ঘর সহ ড্রইং রুম, ১টি টয়লেট রয়েছে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তর দিকে- এল.ও.পি. নং-৪/ মানিক দে-র বাড়ি। দক্ষিণ দিকে- ১৮ ফুট চওড়া পৌর রাস্তা। পূর্ব দিকে- এল.ও.পি. নং-২বি/ এম ব্যানার্জি-র বাড়ি। পশ্চিম দিকে- ১৮ ফুট চওড়া পৌর রাস্তা। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি:** উত্তর দিকে- খোলা আকাশ। দক্ষিণ দিকে- খোলা আকাশ। পূর্ব দিকে- খোলা আকাশ। পশ্চিম দিকে- সিঁড়ি এবং সাধারণ করিডর।	**২০,৯০,০০৪/- টাকা** ০৬.১১.২০২৫ অনুযায়ী এবং তদুপরি আরও সুদ এবং খরচ	৩১.০৭.২০২৩ এবং ১৯.১০.২০২৩ (বাস্তবিক দখল)	**১৯,৮৩,৬০০/- টাকা এবং ১,৯৮,৩৬০/- টাকা**
কৈখালী শাখা **ঋণগ্রহীতা: শ্রী সুপ্রিয় রায় এবং শ্রীমতী মৌসুমী রায়** **ঠিকানা:** ১১৪, নিউ কলোনি সোদপুর, পানিহাটি পৌরসভা ওয়ার্ড নং-১২, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০ ১১০।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল আবাসিক ফ্ল্যাট, যা একটি তিনতলা ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং জি১ (দক্ষিণ-পূর্ব-উত্তর দিকে) -এ অবস্থিত। এটির পরিমাপ কমবেশি ৬০৭ বর্গফুট এসবিইউ। হোল্ডিং নং ১১৪, নিউ কলোনি সোদপুর, মৌজা-সোদপুর, জে.এল. নং-৮, আর.এস. নং-৪৫, আর.এস. দাগ নং-৬৬৩ (পি) এ এল.ও.পি. নং ২এ, আর.এস. খতিয়ান নং-২, থানা-খড়দহ, পানিহাটি পৌরসভা ওয়ার্ড নং-১২ এর অধীনে, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০ ১১০। ফ্ল্যাটটিতে ১টি বেডরুম, ১টি রান্নাঘর ও খাবার ঘর সহ ড্রইং রুম, ১টি টয়লেট রয়েছে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তর দিকে- এল.ও.পি. নং-৪/ মানিক দে-র বাড়ি। দক্ষিণ দিকে- ১৮ ফুট চওড়া পৌর রাস্তা। পূর্ব দিকে- এল.ও.পি. নং-২বি/ এম ব্যানার্জি-র বাড়ি। পশ্চিম দিকে- ১৮ ফুট চওড়া পৌর রাস্তা। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি:** উত্তর দিকে- খোলা আকাশ। দক্ষিণ দিকে- খোলা আকাশ। পূর্ব দিকে- খোলা আকাশ। পশ্চিম দিকে- সিঁড়ি এবং সাধারণ করিডর।	**২০,১২,৪৫১/- টাকা** ০৬.১১.২০২৫ অনুযায়ী এবং তদুপরি পরবর্তী সুদ এবং খরচ	১১.০৫.২০২৩ এবং ১৯.০৯.২০২৩ (বাস্তবিক দখল)	**১৪,১৬,৬০০/- টাকা এবং ১,৪১,৬৬০/- টাকা**
ফুলিয়া শাখা **ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি শেফালী বিশ্বাস,** স্বামী মহাদেব বিশ্বাস, **ঠিকানা :** জ্যোতিপল্লি, বেলেমাঠ, পিন : ৭৪১৪০২	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা : পামলিয়া, জেএল নং ৫৫, খতিয়ান নং এলআর ৪৯৭, প্লট আরএস এবং এলআর ২৫৯/৩৮৩, বেলঘড়িয়া ১ নং পঞ্চায়েত অধীন, এরিয়া ৪.২৫ ডেসিমেল,পো : ফুলিয়া বয়রা, থানা শান্তিপুর, নদিয়া, ৭৪১৪০২। **চৌহদ্দি : উত্তরে** হরেন্দ্র নাথ বিশ্বাসের সম্পত্তি; **দক্ষিণে :** পঞ্চায়েত সড়ক; **পূর্বে :** সহদেব বিশ্বাসের সম্পত্তি; **পশ্চিমে :** সুবল বিশ্বাসের সম্পত্তি।	**৬,০৭,৩৬৮/- টাকা** ২১.০৭.২০২৩ অনুযায়ী এবং তদুপরি পরবর্তী সুদ এবং চার্জ	২১.০৭.২০২৩ এবং ১৬.১২.২০২৩ (বাস্তবিক দখল অধীন)	**২,৮৮,০০০/- টাকা এবং ২৮,৮০০/- টাকা**
সিলিন্দা শাখা **ঋণগ্রহীতা : শ্রী উত্তম বিশ্বাস** **জামিনদার : শ্রীমতি সীমা বিশ্বাস** **ঠিকানা :** পিতা গোপাল বিশ্বাস, গ্রাম : রাজারমাঠ,থানা : চাকদহ, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১২২৩।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন, সম্পত্তি সীমা বিশ্বাসের নামে, অবস্থিত মৌজা : শ্রীনগর,জেএল নং ১৮৩, আরএস এলআর দাগ নং ৩৩৩৪, ৩৩৩৫, ৩৩৩৬, আরএস খতিয়ান নং ১৮৪৩ এবং ১৭০০, এলআর খতিয়ান নং ৬৪৪৮, সিলিন্দা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, নদিয়া, ৭৪১২২৩।	**১০,৫২,১৩৮/- টাকা** ০৩.০৫.২০২৪ অনুযায়ী এবং তদুপরি পরবর্তী সুদ এবং চার্জ	০৩.০৫.২০২৪ এবং ২৫.০৭.২০২৪ (বাস্তবিক দখল অধীন)	**১০,৮০,০০০/- টাকা এবং ১,০৮,০০০/- টাকা**
বারাকপুর শাখা **ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা : মানসী রাউত,** স্বামী অমল রাউত, **ঠিকানা :** ৪র্থতল, প্রতিমা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ২, পূর্ব দিকে, হোল্ডিং নং ৪৫৬, ২১/১, রবীন্দ্র নাথ চ্যাটার্জি রোড, পিন : ৭০০০৩৫	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২ (পূর্ব দিকে) ৪র্থতলে, (জি-৩) বসবাসের ভবনে অবস্থিত মৌজা : বরাহনগর, জেএল নং ৫, আরএস নং ৫, তৌজি নং ১০৬৮/২৮৩৩, আরএস দাগ নং ১০৭০, ১০৭১, ১০৭২, এবং ১০৭৩, এলআর দাগ নং ১৫৬৯, ১৫৭০ এবং ১৫৭১, আরএস খতিয়ান নং ১৪৫৩৮ এবং ১৪৫৩৯, সংযুক্ত প্রেমিসেস নং ২১/১, রাজেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি রোড, কলকাতা -৭০০০৩৫, বরাহনগর থানা অধিক্ষেত্রে স্থানীয় বরাহনগর পুরসভার ওয়ার্ড নং ৮ অধীন, সম্পত্তি শ্রীমতি মানসী রাউত এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং ১-১৫০৬-০৫৮৭৮/২০২১ তাং ২৮.০৭.২০২১। ফ্ল্যাট এবং গ্যারাজের এরিয়া : সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭০০ বর্গফুট (ফ্ল্যাট) এবং গ্যারাজ : ১৮৫ বর্গফুট। **জমির চৌহদ্দি : উত্তরে :** ২২/এ এবং ২২, আর এন সি রোড,**দক্ষিণে :** ২১ আরএনসি রোড, **পূর্বে :** ৫৩/৩৯ এবং ৫৩/৩৮ বি সরণি, **পশ্চিমে :** ১৭ ফুট চওড়া সড়ক।	**২৮,৮৬,৬০৩/- টাকা** ২০.১১.২০২৫ অনুযায়ী এবং তদুপরি পরবর্তী সুদ এবং চার্জ	০৯.০৪.২০২৪ এবং ০৩.০৭.২০২৪ (বাস্তবিক দখল অধীন)	**১৬,৩৫,০০০/- টাকা এবং ১,৬৩,৫০০/- টাকা**
বরাহনগর শাখা **ঋণগ্রহীতা: মেসার্স এষা ব্লু প্রিন্ট স্বত্বাধিকারী, মালিক এবং বন্ধকদাতা- শ্রী সুশীল দাস,** পিতা- শ্রী ধীরেন্দ্র নাথ দাস **ঠিকানা-** সি৩৯/১ কালিন্দী হাউজিং এস্টেট, থানা- লেকটাউন, কলকাতা-৭০০০৮৯ এবং **শ্রীমতী ইভা সরকার (জামিনদার ও বন্ধকদাতা),** স্বামী- সুশীল দাস, **ঠিকানা-** ১৪২, যোধপুর গার্ডেন, লেক গার্ডেনস, কলকাতা- ৭০০০৪৫	শ্রী সুশীল দাস এবং শ্রীমতী ইভা সরকারের নামীয় সম্পত্তি, যা বরাহনগর পৌরসভার (ওয়ার্ড নং ২৭ এর অধীনে) সীমানার মধ্যে, হোল্ডিং নং ২৫৭, পরগনা কলিকাতা, মৌজা- নয়নান, জে.এল. নং ৮, আর.এস. দাগ নং ৬০৩, ৬৭৮-এর অন্তর্গত; যার ঠিকানা প্রেমিসেস নং ২৪৬, নেতাজি কলোনী, থানা- বরাহনগর, এ.ডি.এস.আর.ও. কাশীপুর দমদম, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০০৯০। এটি ১ কাঠা ১৪ ছটাক ৩৫ বর্গফুট (কম বা বেশি) জমির ওপর অবস্থিত একটি জি + ৩ তলা ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে যৌথভাবে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত ৯ নং বাণিজ্যিক দোকান ঘর এলাকার পরিমাপ ৬০ বর্গফুট এবং ১ নং দোকান ঘর এলাকার পরিমাপ ৯১ বর্গফুট), মোট ১৫১ বর্গফুট এলাকা। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:- উত্তর-** অন্য দোকান ঘর, **দক্ষিণ-** ৪'-০" চওড়া সাধারণ যাতায়াতের পথ, **পূর্ব-** প্রেমিসেসের কমিউনিটি রুম, **পশ্চিম-** ১৬'- ০" ফুট চওড়া রাস্তা।	**২৫,২০,৮৩২.১৯/- টাকা** ১০.১২.২০২৫ অনুযায়ী এবং সেই সঙ্গে তদুপরি পরবর্তী সুদ ও চার্জ	২০.০৮.২০২৫ এবং ১০.১২.২০২৫ (বাস্তবিক দখল অধীন)	**১৩,৪৭,৫০০/- টাকা এবং ১,৩৪,৭৫০/- টাকা**
চাকদহ শাখা **ঋণগ্রহীতা: শ্রী শঙ্কর কুমার রায়, শ্রীমতি পুতুল পান্ডব রায়** **ঠিকানা :** পালপাড়া নেতাজি নগর, থানা: চাকদহ, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১২২২	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং ২এ,তিনতলায় (জি-৪) তলা ভবনে সান্নিধ্য রেসিডেন্সি এবং কমার্শিয়াল, অবস্থিত মৌজা : পালপাড়া, জেএল নং ৩৫, আরএস এবং এলআর দাগ নং ২০৩, আরএস খতিয়ান নং ১৫৭ এবং এলআর খতিয়ান নং ২৬৮৬, চাকদহ পুরসভার ওয়ার্ড নং ১ অধীন, হোল্ডিং নং ১৪৩৬/১, থানা এবং ব্লক - চাকদহ, জেলা : নদিয়া, পব-৭৪১২২২, (স্বত্ব দলিল নং ১-৯৯৭৩-২০১৯ সালের) **ফ্ল্যাটে এরিয়া :** ১১৫৬.২৫ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া), ৯২৫.০০ বর্গফুট) (ঢাকা এরিয়া)। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** পালপাড়া স্টেশন রোড, **দক্ষিণে :** সত্যজিৎ বিশ্বাসের সম্পত্তি, **পূর্বে :** ১০ ফুট সাধারণ চলার পথ পরে পার্থ রুদ্র এর জমি, **পশ্চিমে :** ১০ সাধারণ চলার পথ পরে স্বর্ণ চক্রবর্তীর জমি। (বন্ধকদাতাগণ : শ্রী শঙ্কর কুমার রায় এবং শ্রীমতি পুতুল পান্ডব রায়)	**৩৫,০৬,১৪৫/- টাকা** ২০.১১.২০২৫ অনুযায়ী এবং সেই সঙ্গে তদুপরি পরবর্তী সুদ ও চার্জ	০১.০৩.২০২৪ এবং ০৬.০৬.২০২৪ (বাস্তবিক দখল)	**২৫,২০,০০০/- টাকা এবং ২,৫২,০০০/- টাকা**

নিয়ম ও শর্তাবলী :

(১) নিলাম বিক্রয়/ডাক কেবল "**অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং**" প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ওয়েবসাইট **https://BAANKNET.com/** -এর মাধ্যমে হবে।

(২) **সমস্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিলামের তারিখ ও সময় ২৮.০১.২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা পর্যন্ত, যার অসীমিত সম্প্রসারণ হবে প্রতি ১০ মিনিটের, অর্থাৎ প্রথম পর্বে নিলাম প্রক্রিয়া চলবে ১২০ মিনিট এবং যদি শেষ ১০ মিনিটে একটি বৈধ ডাক পাওয়া যায়, নিলাম আরও ১০ মিনিটের জন্য প্রসারিত হবে। এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে যতক্ষণ শেষ ১০ মিনিটে কোনও বৈধ ডাক না থাকে। উপরোক্তমতো সংরক্ষিত মূল্যে নিলাম শুরু হবে। ডাকদাতারা ১০,০০০/- টাকায় (দশ হাজার টাকা মাত্র) তাঁদের প্রস্তাব বৃদ্ধি করতে পারেন উপরে বর্ণিতমতো। আগ্রহী পার্টিরা সম্পত্তিগুলি ০৮.০১.২০২৬ তারিখ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টার মধ্যে দেখতে পারেন।**

(৩) **আগ্রহী ডাকদাতারা পোর্টাল https://BAANKNET.com/ -এ তাঁদের নাম রেজিস্ট্রি করতে পারেন ও ইউজার আইডিও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। সম্ভাব্য ডাকদাতারা উপরের ইঅকশন দেখুন কীভাবে অকশনের জন্য রেজিস্টার করবেন, অকশনের মোড এবং অন্যান্য প্রসেসের জন্য। সম্ভাব্য ডাকদাতারা যে কোনও জিজ্ঞাস্যর জন্য যোগাযোগ করতে পারেন শ্রী অবিনাশ সাহু (+৯১-৮২৪৯৩২৮৫৪৭) -এর সঙ্গে।**

(৪) উপরোক্ত সম্পত্তি/পরিসম্পৎ "**যেখানে যে-অবস্থায় আছে ভিত্তিতে**", "**যেখানে যাহাই আছে ভিত্তিতে**" এবং "**কোনও রিকোর্স ব্যতীত ভিত্তিতে**" বিক্রি হবে। আগ্রহী বিডারদের নিজের মত অকশনে দেওয়া সম্পত্তি জড়িত কোন দায়, সম্পত্তির মালিকানা এবং দাবি/অধিকার/বকেয়া যা ওই সম্পত্তিকে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে সে সব সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে নিজেদেরকে অনুসন্ধান করতে হবে এমনি বাস্তবিক দখল নেওয়ার সময় (যেসব সম্পত্তি প্রতীকী দখল আছে তার ক্ষেত্রে) তার খরচ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে হবে বিড জমা দেওয়ার আগে। অনুমোদিত আধিকারিক/সুরক্ষিত ক্রেডিটর কোনওভাবেই দায়ী হবেন না **কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়া এবং কোন বিলম্ব, মূল্য এবং/অথবা কোনও আইনি জটিলতা যা বাস্তবিক দখল নেওয়ার সময় দেখা দিতে পারে** (যেসকল সম্পত্তি প্রতীকী দখলে আছে তার ক্ষেত্রে)।

(৫) উপরোক্ত তফসিলে বর্ণিত হয়েছে প্রাপ্ত সেরা তথ্য এবং এই পাবলিক নোটিসে কোনও ভ্রান্তি, ভুল বিবরণ বা কিছু বাদ গেলে অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক অনুমোদিত অফিসার এবং/বা ব্যাঙ্ক জবাবদিহির যোগ্য হবেন না।

(৬) উপরোক্ত সম্পত্তিগুলি উপরে বর্ণিত সংরক্ষিত মূল্যের নীচে বিক্রি হবে না। আগ্রহী ডাকদাতাদের উপরে বর্ণিত বায়নার টাকা (ইএমডি) ই-ব্যাঙ্কনেট -এর উপর প্রোভাইড ওয়ালেটে জমা দিতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা করার প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ উপরে উল্লেখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।

(৭) **আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত পোর্টালে রেজিস্টার করতে হবে অকশনের আগেই এবং বিবরণ দাখিল করতে হবে ২৮.০১.২০২৬ তারিখ বিকেল ৪.০০টা পর্যন্ত।**

(৮) **সর্বোচ্চ/সফল ডাকদাতাকে বিক্রয় সম্পর্কে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক ডাক গৃহীত হওয়ার অব্যবহিত পরেই ইতিমধ্যে প্রদত্ত ইএমডি সামিল করে ডাক অর্থে ২৫% জমা দিতে হবে, বিক্রয় বিফল হলে ইএমডি ফেরতযোগ্য নয়। সর্বোচ্চ ডাকদাতাকে তার ডাক দেওয়ার আইনগত যোগ্যতা সাপেক্ষে এখানে বর্ণিত সম্পত্তির সফল ডাকদাতা/ক্রেতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে।**

(৯) **ডাক/ক্রয় অর্থে অবশিষ্ট ৭৫ % অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিক্রয় সুনিশ্চিত করার অথবা অনুমোদিত অফিসারের একক সিদ্ধান্তে লিখিতভাবে সম্মতিক্রমে ও ওইরূপ সম্প্রসারিত সময়কালে ১৫ দিনের মধ্যে (ব্যাঙ্কের কার্যকালে) আদায় দিতে হবে। সফল ডাকদাতা কোনও কারণে পেমেন্ট করতে ব্যর্থ হলে ডাকদাতার ইতিমধ্যেই জমা দেওয়া টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক-এর স্বাধীনতা থাকবে নিলাম বাতিল করার ও নতুন নিলাম পরিচালনার।**

(১০) **সম্পূর্ণ বিক্রয় বিবেচনা প্রাপ্তির পর, অনুমোদিত অফিসার দরদাতার নামে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করবেন এবং তারপরে বিক্রয় সম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং ব্যাঙ্ক কোনও দাবি গ্রহণ করবে না।**

(১১) **অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ ডাক বা যে কোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য করতে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যেকোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করতে পারেন এবং নিজের নিরঙ্কুশ সিদ্ধান্তে বিক্রির যে কোনও শর্তে তারতম্য সংশোধন বা সরিয়ে দিতে পারেন।**

(১২) সফল ডাকদাতা/ক্রেতা কনভেয়েন্স ডিড, কর, সার্ভিস ট্যাক্স/টিডিএস সহ (৫০ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যে সম্পত্তির জন্য ১৯৪ আইএ ধারা অনুযায়ী) যদি থাকে প্রদেয় চার্জ/ফি বহন করতে হবে।

(১৩) এই প্রকাশনাটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), বিধি ২০০২ -এর বিধি ৮(৬) এর অধীনে অগ্রিমের জন্য উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদের জন্য পনের/ত্রিশ দিনের নোটিশ।

(১৪) আরও বিশদ ডাউনলোডের জন্য, প্রক্রিয়া সম্মতি এবং শর্তাবলী, অনুগ্রহ করে দেখুন : **https://www.bankofindia.co.in**।

তারিখ: ২৬.১২.২০২৫
স্থান: কলকাতা

স্বা/- অনুমোদিত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ঠাকুরবাড়িতে মতুয়াদের সংঘর্ষে ধৃত শান্তনু পন্থী এক মতুয়া ভক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: ঠাকুরবাড়িতে মতুয়াদের মারামারির ঘটনায় শান্তনু পন্থী এক মতুয়া ভক্তকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। বুধবার দফায় দফায় উত্তপ্ত হয় উত্তর ২৪ পরগনার মতুয়া ধাম ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়ি। শান্তনু পন্থী এবং মমতা বালা পন্থী মতুয়াদের মধ্যে বচসা থেকে শুরু করে মারামারি। যা নিয়ে শান্তনু ঠাকুর এবং মমতা বালা ঠাকুর একে অপরকে দোষারোপ করেন। শান্তনু ঠাকুর অভিযোগ করেন তাঁর বাড়িতে মমতা বালা ঠাকুরের নেতৃত্বে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হামলা করা হয় মতুয়া ভক্তদের উপর। পালটা মমতা বালা ঠাকুর বলেন, মতুয়া ভক্তরা শান্তনু ঠাকুরের কাছে শুধুমাত্র জানতে চাইতে গিয়েছিল, কেন তিনি বলেছিলেন 'এক লক্ষ মতুয়ার নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গেলেও, কোনও সমস্যা নেই?' তারপরই শান্তনু ঠাকুরের নেতৃত্বে তাঁর গুন্ডাবাহিনী

হামলা চালায় মতুয়া ভক্তদের উপরে। অভিযোগ, পালটা অভিযোগ দায়ের হয়। মমতা বালা ঠাকুরের অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে বাগদার বাসিন্দা বরুণ বিশ্বাস নামে এক ব্যক্তিকে গাইঘাটা থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এই নিয়ে মমতা বালা ঠাকুর বলেন, 'পুলিশ ভালো কাজ করছে। একই সঙ্গে বাকি অভিযুক্তদেরও গ্রেপ্তারের দাবি জানাচ্ছি।' ঠাকুরবাড়িতে মারামারির ঘটনায় শান্তনু ঠাকুর প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, লোকসভার স্পিকার, রাজ্য পুলিশের ডিজি-র পাশাপাশি বনগাঁ পুলিশ সুপার এবং গাইঘাটা থানায় মমতা ঠাকুর পন্থী বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে হামলা চালানোর অভিযোগ দায়ের করেছেন। অন্যদিকে, মমতা ঠাকুরের অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের পক্ষ থেকে শান্তনু ঠাকুর বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি বিকাশ ঘোষ-সহ শান্তনু ঠাকুর পন্থী মোট ১৩ জনের বিরুদ্ধে গাইঘাটা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে শান্তনু ঠাকুর পন্থী বরুণ বিশ্বাস নামে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে গাইঘাটা থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার তাঁকে পাঁচ দিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদন জানিয়ে আদালতে পাঠানো হয়। আদালতে তোলার সময় বরুণ বিশ্বাস জানান, 'বুধবার ঠাকুরবাড়িতে যে ঘটনা ঘটেছে, সেখানে আমি ছিলাম না। ঠাকুরবাড়ি থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে আমার বাড়িতে ছিলাম। আমাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে আসা হল।' এই বিষয়ে মমতা ঠাকুর বলেন, 'বুধবার যে ঘটনা ঘটেছে, আগে কোনও দিন ঠাকুরবাড়িতে এই ধরনের ঘটনা ঘটেনি। মতুয়া ভক্তদের বিজেপির লোক দিয়ে মার খাইয়েছে শান্তনু। মহিলাদের শ্লীলতাহানি করা হয়েছে। ভিডিও ফুটেজ দেখে দেখে অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। পুলিশ ভালো কাজ করেছে। আমরা চাইব বাকিদের গ্রেপ্তার করা হোক।' যদিও শান্তনু ঠাকুরের অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সাধারণ সম্পাদক সুখেন্দ্রনাথ গাইনের দাবি, 'বুধবার মমতা ঠাকুরের লোকের পরিকল্পিতভাবে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। ক্ষমতার অপব্যবহার করে বরুণ বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করানো হয়েছে। বরুণ বুধবার ঠাকুর বাড়িতে আসেনি। মমতা ঠাকুর প্রমাণ করাক।' তবে সুরেন্দ্রনাথ পুলিশের উপরে আস্থা রাখছেন, পুলিশ নিরপেক্ষ তদন্ত করে ব্যবস্থা নেবে।

পূর্ব বর্ধমানে জেলা যুব তৃণমূলের নতুন পদ ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বৃহস্পতিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার যুব তৃণমূল কংগ্রেসের নতুন সভাপতি ও সহ-সভাপতি সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদের নাম ঘোষণা হতেই উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন আউশগ্রামের বাসিন্দারা। এদিন জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের অফিসিয়াল পেজে জেলা যুব সভাপতির পাশাপাশি জেনারেল সেক্রেটারি ও সহ-সভাপতিদের নাম প্রকাশ করা হয়। ঘোষণা অনুযায়ী, পূর্ব বর্ধমান জেলার যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি পদে রাসবিহারী হালদারকে পুনরায় বহাল রাখা হয়েছে। পাশাপাশি জেলার সহ-সভাপতি পদে আউশগ্রামের যুব নেতা আফজল রহমান ওরফে সঞ্জুর নাম প্রকাশিত হয়। আফজল রহমানের নাম ঘোষণার পর থেকেই এলাকাজুড়ে আনন্দের আবহ তৈরি হয়। সন্ধ্যা নামতেই বিজয় উৎসবে মাতেন এলাকার যুব সমাজ ও সাধারণ মানুষ। আতশবাজি ও মিষ্টি বিতরণের মধ্য দিয়ে এই আনন্দ উদ্‌যাপন করা হয়। এদিন জঙ্গলমহল প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকেও নবনির্বাচিত জেলা যুব সহ-সভাপতি আফজল রহমানকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। জঙ্গলমহল প্রেস ক্লাবের সম্পাদক রাধামাধব মন্ডল বলেন, 'আমাদের এলাকার একজন উচ্চশিক্ষিত ও সাংস্কৃতিক কর্মীকে দলীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে আনার জন্য আমরা অভিনন্দন জানাই।

আগামী দিনে এর ফলে এলাকার উন্নয়ন আরও ত্বরান্বিত হবে বলেই আমাদের আশা।' নতুন দায়িত্ব ঘোষণার মধ্য দিয়ে আউশগ্রাম-সহ গোটা এলাকায় রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে নতুন প্রত্যাশার সঞ্চার।

বড়দিনে কড়া পুলিশি নজরদারিতে মান্দারনে চলল বনভোজন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমার অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র হল মান্দারন। আমোদর নদীর তীরে কয়েক কিলোমিটার জুড়ে এই পর্যটন কেন্দ্র গড়ে ওঠে। ২৫ ডিসেম্বর সকাল থেকেই বনভোজন প্রেমী মানুষের ভিড় দেখা যায়। এদিন তাই মান্দারন পর্যটন কেন্দ্রকে নতুন করে সাজিয়ে তোলা হয়। কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে পুলিশ প্রশাসন। সিসিটিভি লাগানো হয়েছে। কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে সেই জন্য ওই এলাকায় বিশেষ নজরদারি চালানো হয়। কয়েক একর জমি ওপর গড়ে উঠেছে এই বনভূমি। প্রত্যেক বছরের মতো এই বছরও গোঘাটের মান্দারন পর্যটন কেন্দ্রে ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন উপলক্ষ্যে অসংখ্য পর্যটকের ভিড় হয়েছে। তাঁরা বনভোজনে মেতে ওঠেন। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই এই বছর বনভোজন সম্পন্ন হয়। এই জন্য পুলিশ প্রশাসন সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিল। হুগলি জেলার মধ্যে অন্যতম সরকারি পার্ক হল মান্দারন। এই বছর এই পার্কে বনভোজন করার জন্য বেশ কয়েকটি নিয়ম কানুন বলবৎ করেছিল মান্দারন পার্ক কর্তৃপক্ষ। পার্কে ডিজে বক্স বাজানো নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি মদ্যপান নিষিদ্ধ করা হয়। ভ্রমণপিপাসু মানুষ এদিন সবুজের টানে মান্দারনে আসেন। চারিদিকে শুধু গাছ আর গাছ। নিস্তব্ধতা যেন এলাকা জুড়ে রয়েছে। তবে ২৫ ডিসেম্বর একটু আলাদা। বনভোজনের জন্য প্রতি বছরই বিভিন্ন জায়গা থেকে অসংখ্য মানুষ মান্দারনে এসে ভিড় জমান। এই বছরও তার ব্যতিক্রম হল না।

স্থানীয় বাসিন্দা অভিজিৎ রায় জানান, 'এই বছর ২৫ ডিসেম্বর ভোর থেকেই পার্কে লোকজন চলে আসে। বসে বনভোজনের আসর। এই বছরও সেই দৃশ্য দেখা যায়। আঞ্চলিক ইতিহাসবিদদের মতে প্রায় ৯০০ খি স্টাব্দে শূর বংশের সামন্ত রাজারা মান্দারন গড় তৈরি করেন। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পণা মাফিক চারিদিকে পরিখা দিয়ে ঘেরা ছিল গড়টি। যাতে করে বাইরের শত্রু সহজে গড়ে প্রবেশ করতে না পারে। কয়েকশো জমির ওপর তৈরি করা হয়েছিল এই গড়টি। চারদিকে জঙ্গল দিয়ে ঘেরা।' এই বিষয়ে হুগলি জেলার আঞ্চলিক ইতিহাস বিদ দেবাশিস শেঠ জানান, 'চোল আমল থেকেই শূর বংশের পতন শুরু হয়। পরবর্তীকালে ইসমাইল গাজী এই মান্দারন গড় দখ ল করেন। কথিত আছে, তিনি নাকি ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তাঁকে ওই গড়েই সমাধিস্থ করা হয়। আর সেখানেই গড়ে ওঠে জাগ্রত আস্তানা।' অপরদিকে গোঘাট দুই নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সৌমেন দিগার বলেন, 'এই বছর প্রতি পর্যটকের জন্য প্রশাসন ২৫ টাকা টিকিট ধার্য করেছে। নজরদারির জন্য পুলিশ ও সিভিক পুলিশ ছিল। আমরাও দলের তরফ থেকে অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে সেই জন্য নজর রাখি।' সবমিলিয়ে সবুজের দেশে পিকনিক করতে পেরে খুবই খুশি হন বনভোজনে আসা পর্যটকেরা।

হিন্দু জনজাগৃতি মহাসভার প্রতিবাদ মিছিল ও সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু যুবক দীপু দাসের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার নদিয়া জেলার নাজিরপুরে হিন্দু জনজাগৃতি মহাসভার উদ্যোগে এক প্রতিবাদ মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, কর্মী ও স্থানীয় সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। প্রতিবাদ মিছিলটি নাজিরপুর এলাকার বিভিন্ন সড়ক পরিক্রমা করে। অংশগ্রহণকারীরা বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর চলমান নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন এবং দীপু দাস হত্যার দ্রুত বিচার দাবি করেন। পরে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে হিন্দু জনজাগৃতি মহাসভার কেন্দ্রীয় সভাপতি আকাশ সাধু বলেন, 'দীপু দাসের হত্যার প্রতিবাদে আমরা আমাদের প্রতিটি ব্লক ইউনিটকে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানানোর নির্দেশ দিয়েছি। এই বর্বরতার বিরুদ্ধে নীরব থাকা সম্ভব নয়।' তিনি আরও বলেন, 'সংখ্যালঘু হিন্দুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে। সংগঠনের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক মহলের হস্তক্ষেপও দাবি করা হয়।

বড়দিনে পর্যটকদের ঢল টাকিতে, তৎপর প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, টাকি: বড়দিনে সেলফি, প্রিয়জনের সঙ্গে ঘোরাফেরা, নদীর পাশে ভিড়, নৌকো ভ্রমণ, এক কথায় বলতে গেলে জমজমাট সীমান্ত পর্যটন কেন্দ্র টাকি। তবে বাংলাদের অস্থির পরিস্থিতির কারনে সীমান্ত শহর বসিরহাট ও টাকি জুড়ে রয়েছে কঠোর বিএসএফ ও পুলিশি নিরাপত্তা। এসবের মধ্যেই বড়দিন উপলক্ষে পর্যটকদের ভিড়ে মুখরিত হয়ে উঠল ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী টাকি পর্যটন কেন্দ্র। বড়দিনের সকাল থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা যায় এখানে। একদিকে, ভারতের টাকি সীমান্ত ও অন্যদিকে ওপার বাংলা, মাঝ দিয়ে বয়ে চলা ইছামতী নদী। তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য পর্যটকদের মূল আকর্ষণ। প্রকৃতির পাশাপাশি এখানকার

ঐতিহাসিক জমিদার বাড়িগুলি ঘুরে দেখার বিশেষ উৎসাহ দেখা গেছে পর্যটকদের মধ্যে। শীতের আমেজে সীমান্ত ও নদী দেখার আনন্দ উপভোগ করতে সকাল থেকেই জমজমাট টাকি। নৌকা ভ্রমণ, মিনি সুন্দরবন-সহ একাধিক জায়গা মানুষের ভিড় দেখাগেল এদিন। নদীর পাড়ও এদিন ছিল পর্যটকদের অধীনে। এরমাঝেই টাকির খেঁজুরের গুড় ও অন্যান্য জিনিস কিনতে দেখা গেল পর্যটকদের। নিরাপত্তার কারনে এরমধ্যেই ছিল পুলিশের টহলদারি। বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার ডঃ মেহেদী রহমান হোসেন জানান, 'বাংলাদেশে সমস্যা হচ্ছে, তাই সীমান্ত লাগোয়া এলাকায় আমরা পুলিশি টহলদারি বাড়িয়েছি। বড়দিনে টাকি ও বসিরহাটে প্রচুর পর্যটক আসেন। তাঁদের নিরাপত্তা কথা মাথায় রেখেই পুলিশের বাড়তি নজরদারি আছে।'

দুঃস্থ মানুষের সাহায্যদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: তীব্র শীতে যখন ঠাণ্ডার হাত থেকে রক্ষা পেতে দরকার মাথা গোঁজার ঠাঁই, শীতবস্ত্র, তখন সেই দরিদ্র সীমার নিচে থাকা মানুষগুলোর ২৫ ডিসেম্বর উপলক্ষে কেক খাওয়া একটা বিলাসিতা মাত্র। সেই সব মানুষের কথা মাথায় রেখে, এগিয়ে এলেন কালনার এক সহৃদয় সমাজসেবী, ব্যবসায়ী সুব্রত রায়। সারা বছর দুঃস্থ মানুষের সাহায্যে বিভিন্ন সময়ে পাশে থাকেন। পুজো উৎসবে শীতের সময় বস্ত্রদান অনেক জায়গায় থাকে, সুব্রত বাবু অবশ্যই করেন কিন্তু ২৫ ডিসেম্বর উপলক্ষে আর্থিক সামর্থের বাইরে থাকা মানুষের কাছে কেক জল পৌঁছে দেওয়া এক বিরল নিদর্শন। এবিষয়ে সুব্রত বাবু জানান, 'আমরা তো প্রত্যেককেই বড়দিনের উৎসবে কেক খাই, আমার সামর্থ মতন আমি চেষ্টা করলাম কিছু মানুষের মুখে যদি তুলে দিতে পারি। তাহলে আমারও সেই কেক খে তে ভালো লাগবে। তাই আমি যে ধরনের কেক খাই সেই মানেরই কেক আমি তাদের কাছে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করলাম।

অবশেষে রাজবাঁধে বসল অটল বিহারী বাজপেয়ীর আবক্ষ মূর্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: দীর্ঘ ঝামেলার পর ও জমি জট কাটিয়ে অবশেষে কাঁকসার রাজবাঁধে বসলো ভারতের প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর আবক্ষ মূর্তি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন করেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, এছাড়াও ছিলেন দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্র-সহ পশ্চিম বর্ধমান জেলার বিজেপির কর্মী সমর্থকেরা। এদিন অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিবস উপলক্ষে এলাকার বেশ কয়েকজন দুঃস্থ মানুষের হাতে শীতের কম্বল তুলে দেন বিজেপি কর্মীরা। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা

সহ-সভাপতি রমন শর্মা, পঞ্চায়েত সদস্য পঙ্কজ জয়সওয়াল, কালীচরণ সাউ, মুকুল ভকত, প্রকাশ সাহু, মুকেশ মণ্ডল, দেবেন্দ্র প্রতাপ দুবে-সহ বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। এদিন অনুষ্ঠানের শেষে সকলের সামনে অটল বিহারী বাজপেয়ীর জীবন কাহিনী তুলে ধরেন বিজেপি কর্মীরা।

সান্টার সাজে মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: বড়দিনের প্রাক্কালে সান্টা ক্লজের সাজে রাস্তায় নামলেন রাজ্যের গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। বৃহস্পতিবার দুর্গাপুরে হঠাৎই সান্টার সাজে তাঁকে দেখা যায়। হাতে ঝুলি নিয়ে বস্তি এলাকা ও স্টিল টাউনশিপে কচিকাচাদের কাছে

পৌঁছে দেন চকলেট, কেক ও বিস্কুট। সান্টাকে কাছে পেয়ে খুশিতে মেতে ওঠে খুদেরা। বড়দিনের আনন্দ ভাগ করে নিতেই মন্ত্রীর এই বিশেষ উদ্যোগ।

বড়দিনে দেখা নেই পর্যটকদের, হতাশ রণডিহা ড্যামের মাঝিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: প্রতিবছর ২৫ ডিসেম্বর বুদবুদের রণডিহা ড্যামে ব্যাপক ভিড় জমে পর্যটকদের। কিন্তু এবছর কোনও এক অজানা কারণে পর্যটকদের তেমনভাবে দেখা নেই। যার কারণে হতাশ স্থানীয় মাঝিরা। পেশায় মৎস্যজীবী তারক রাজবংশী জানিয়েছেন, ২৫ ডিসেম্বর মানেই পিকনিকের মরসুম। প্রতিবছর ছুটির এই দিনটিতে পানাগড়, বুদবুদ-সহ আশেপাশের জেলা ও কলকাতা থেকেও বহু পর্যটক আসেন দামোদরের পাড়ে পিকনিক করতে। বুদবুদ থানার পুলিশের কড়া নজরদারি থাকে গোটা এলাকায়। দামোদর নদের অপর প্রান্তে রয়েছে বাঁকুড়া জেলা। সেই জেলার মানুষরাও পিকনিক করতে দামোদর নদের পাড়ে ভিড় জমান। দুই জেলার মাঝে বয়ে যাওয়া দামোদর নদের দুই পাড়ে অসংখ্য মানুষের ভিড় দেখা যায়। রণডিহা ড্যামের আশেপাশে বসে মেলা। বহু মানুষ পিকনিক করতে এসে নৌকা বিহার করেন। পর্যটকদের নৌকায় চাপিয়ে দামোদর নদে ঘুরিয়ে যে অর্থ উপার্জন হয়। তা দিয়েই আগামী দু'মাস তাঁদের সংসার চলে। এলাকার বেশ কয়েকজন মৎস্যজীবী আছেন যারা সারা বছর দামোদর থেকে মাছ ধরে সংসার চালান। শীতের সময় মাছ পাওয়া যায় না। এবং এই সময় পর্যটকদের ওপর ভরসা করেই তাদের সংসার চলে। মূলত ২৫ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয় পর্যটকদের আনাগোনা যা চলে জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত। কিন্তু এ বছর কি কারণে পর্যটকদের দেখা নেই তা কারোর জানা নেই। ২৫ ডিসেম্বর তেমন ভাবে পর্যটকদের ভিড় না জমলেও আগামী পয়লা জানুয়ারি ভালোই ভিড় হবে বলে আশা করছেন মাঝিরা। পানাগড়ের বাসিন্দা ছন্দিতা দত্ত জানিয়েছেন,২৫শে ডিসেম্বর প্রচুর ভিড় হতো। কিন্তু যেভাবে পানাগড় ও কাঁকসার বিভিন্ন জায়গায় পিকনিক স্পট তৈরি হয়েছে। তার কারণে স্থানীয়রা বাড়ির কাছাকাছি পিকনিক করছেন ফলে রণডিহা ড্যামে তেমনভাবে পর্যটকদের দেখা নেই এবছর। তাঁর অনুমান, প্রতিবছর পিকনিকের দিনগুলিতে কোনও না কোনও দুর্ঘটনা ঘটেই থাকে। হয়তো সেই কারণে পর্যটকরা রণডিহা ড্যামে আস্তে চাইছেন না। যদিও পুলিশের কড়া নজরদারি রয়েছে এবছর। তবে বছরের প্রথম দিন অর্থাৎ ১লা জানুয়ারি ব্যাপকভাবে ভিড় জমতে পারে বলে তার দাবি।

সকালে পিকনিক, সন্ধ্যায় চার্চের মেলা, উৎসবের মেজাজে বাঙালি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: শীতের শিরশিরানি। আকাশ কুয়াশায় ভারা। কখ নও বা নরম রোদের ঝিলিক। চারদিকে ছুটির আমেজ। রকমারি কেক-পেস্ট্রির গন্ধে ম ম করছে চারপাশ। সোয়েটার-টুপি পরে সকলেই আনন্দে শামিল। কারণ বৃহস্পতিবার বড়দিন। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ছুটির শহরে কচিকাঁচা থেকে বুড়ো, সকলেরই ভিড় জমে। জিঙ্গল বেলসের সুরে কেউ কেউ আবার গলাও মেলান। ক্রিসমাসের আনন্দে মাতোয়ারা সকলেই। পূর্ব বর্ধমান জেলার ওড়গ্রামের ফরেস্টে পিকনিকের আনন্দে মেতে ওঠে ৮ থেকে ৮০ সকলে। সকাল থেকেই ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতন। যাতে কোন বিশৃংখল পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয় তাই পর্যাপ্ত পরিমাণে পুলিশ মোতায়ন থাকে এলাকা জুড়ে।

দুর্গাপুর জুড়ে উৎসবের আমেজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান এই উৎসবকে কেন্দ্র করে দুর্গাপুর জুড়ে উৎসবের আমেজ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিকেল চারটে থেকেই দুর্গাপুরের সিটি সেন্টার চার্চে উপচে পড়া ভিড় চোখে পড়ে। বড়দিন উপলক্ষে প্রার্থনায় অংশ নিতেও যিশু খ্রিস্টের কাছে শান্তি ও মঙ্গল কামনায় চার্চে ভিড় জমান ছোট থেকে বড় বহু মানুষ। চার্চ চত্বরে দেখ া যায় ধর্মীয় ভাবগম্ভীরতার সঙ্গে উৎসবের আনন্দ। কেউ গোলাপ ফুল হাতে নিয়ে প্রার্থনা করছেন, কেউ আবার মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রভুর কাছে নিজেরও পরিবারের জন্য আশীর্বাদ কামনা করছেন। শিশুদের মুখে হাসি, বয়স্কদের চোখে বিশ্বাস ও শান্তির ছাপ;সব মিলিয়ে সিটি সেন্টার চার্চ যেন পরিণত হয় এক পবিত্র মিলনক্ষেত্রে। চার্চ সংলগ্ন এলাকাতেও উৎসবের রঙ স্পষ্ট। আলোর সাজ, বড়দিনের গান ও মানুষের ভিড় মিলিয়ে ছুটির আমেজে মেতে উঠেছেন শহরবাসী।

গরলগাছার বহু প্রাচীন বাবুর বাড়িতে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: 'দ্য ওডিসি ড্যান্স ইনস্টিটিউট'এর কর্ণধার সর্বানী সেনের উদ্যোগে গরলগাছা বাবুবাড়িতে অনুষ্ঠিত হল এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা 'হে পুণ্যপ্রাণ', 'বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেতনায় গৌতম বুদ্ধের প্রভাব'-- এই বিষয়ের

উপর আধারিত ছিল এই অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে এই বিষয়ে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মূল বক্তা ছিলেন বিখ্যাত ওডিসি নৃত্যশিল্পী অলোকা কানুনগো, মনিপুরী নৃত্যশিল্পী ডঃ শ্রুতি বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফেসর ডঃ নিরঞ্জন জেনা, ডঃ সুবীর মুখোপাধ্যায় ও বাচিক শিল্পী সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের বিশেষত্ব ছিল এই আলোচনাচক্রে দর্শকের সক্রিয় অংশগ্রহণ। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিল সর্বানী সেনের পরিচালনায় ও তার ভাবনায় তৈরী 'হে পুণ্যপ্রাণ'। এতে অংশগ্রহণ করেন দ্য ওডিসি ডান্স ইনস্টিটিউটের ছাত্রছাত্রীরা। এছাড়া এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন সুমনজিৎ চক্রবর্তী, প্রসেনজিৎ বিশ্বাস, সুদীপ্ত ভট্টাচার্য্য, রাজদীপ ব্যানার্জী, ইন্দ্রানী চ্যাটার্জী প্রমুখেরা। বাচিক শিল্পী সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের অনবদ্য পাঠে ও মাধবী দত্তর সঙ্গীত পরিচালনায় ও নৃত্যশিল্পীদের অসাধারণ উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন হয়। সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ পার্থকৃষ্ণ ঘোষ, বর্নালী ব্যানার্জী প্রমুখ । বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সর্বানী সেনের কথা। তাঁর স্ক্রিপ্ট রচনা, নৃত্য পরিবেশনা ও পরিচালনায় সমগ্র অনুষ্ঠানটি অসাধারণ উচ্চতায় উঠেছিল।

ছবির গ্রাম লবণধার, আলপনা গ্রাম নামে দেশে খ্যাতি অর্জন

সুজিত ভট্টাচার্য্য ● বুদবুদ

ছবির মতো আস্ত একটি গ্রামের কথা শোনা গেলেও, বাস্তবে সেই গ্রাম রয়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলার বুদবুদ থানার দেবশালা গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে। যেটি 'আলপনা গ্রাম' নামেই খ্যাতি অর্জন করেছে। একটি গোটা গ্রাম যেন নিজেই একটি চলমান ছবি। পূর্ব বর্ধমান জেলার, আউশগ্রাম ব্লকের বুদবুদ থানার অন্তর্গত দেবশালা গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে প্রত্যন্ত আদিবাসী গ্রাম লবণধার। এখন 'আলপনা গ্রাম' নামেই পরিচিত। কারও কাছে আবার এটি 'ছবির গ্রাম'। কারণ, এই গ্রামের প্রতিটি বাড়ি, প্রতিটি দেওয়াল আর পথঘাট জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে শিল্পীদের রঙিন তুলির কারুকাজ। যা এখন পর্যটকদের কাছে আকর্ষণ। আর উপরি পাওনা আউশগ্রাম জঙ্গলমহলের ময়ূরের ঝাঁক, নানান পাখি। কপাল ভালো থাকলে ময়াল সাপ বা নেকড়ে বাঘেরও দেখা মিলতে পারে। সব মিলে লবণধার-সহ আউশগ্রাম জঙ্গলমহল শীতের আবহে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

লবণধারে ঘরে ঘরে দেওয়ালে

আঁকা ছবি যেন কথা বলে। রং, রেখা আর নকশার মাধ্যমে ফুটে উঠেছে আদিবাসী জীবনের গল্প, প্রকৃতি আর লোকো সংস্কৃতি। গ্রামের পথে হাঁটলেই চোখে পড়বে দেওয়াল জোড়া ক্যানভাস। কোথাও আলপনা, কোথাও লোকশিল্প, কোথাও আবার আধুনিক ভাবনার মেলবন্ধন। সেই সব ছবি দেখতেই দূরদূরান্ত থেকে মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন এই গ্রামে। এই শিল্পচর্চার শিকড় বহু পুরনো। যুগ যুগ ধরে লবণধারার আদিবাসী মেয়ে-বউরা নিজেদের ঘর সাজাতে দেওয়ালে ছবি আঁকতেন। উৎসব-পার্বণ হোক কিংবা দৈনন্দিন জীবন। রঙিন নকশায় ঘর সাজানো ছিল তাঁদের পরম্পরা। সেই লোক শিল্পই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে লবণধারাকে দিয়েছে আলাদা পরিচয়। সম্প্রতি একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে বোলপুর থেকে পেশাদার শিল্পীরা এসে গ্রামের দেওয়ালে দেওয়ালে নতুন ছবি এঁকেছেন। লোকশিল্পের সঙ্গে আধুনিক ভাবনা মিশে তৈরি সেই সব অপূর্ব শিল্পকর্ম গ্রামটিকে এনে দিয়েছে নতুন মাত্রা। এখন লবণধার শুধু একটি গ্রাম নয়, এক জীবন্ত শিল্পগ্যালারি। এই গ্রামের জন্মকথাও কম আকর্ষণীয় নয়। ইতিহাসের পাতা উল্টালে যেতে হয় প্রায় তিনশো বছর পিছনে। আউশগ্রামের দেবশালার ঘন জঙ্গলের মধ্যে 'বড়ডোবা'র তীরে একটি বিশাল বটগাছকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল আদিবাসী পাড়া। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের সাক্ষী হয়েছে এই জনপদ। জানা যায়,সত্তর দশকে নকশাল আন্দোলনের উত্তাল সময়ে আউশগ্রামের বেনাচাপড়া এলাকাও অশান্তির ছায়ায় ঢেকে পড়ে। আতঙ্কে সেখানকার কিছু বাসিন্দা আশ্রয় নেন বড়ডোবার পাশে। গড়ে ওঠে একটি নতুন বসতি। নাম ছিল 'নতুনগ্রাম'। তবে সেই নাম টেকেনি। লোকমুখে গ্রামটি পরিচিতি পায় 'লবণধার' নামেই। আজ সেই লবণধারই পরিচিত 'ছবির গ্রাম' বা 'আলপনা গ্রাম' হিসেবে। গ্রামের বাসিন্দা অর্চনা রায়, গোপীজীবন মেটেরা-সহ অনেকেই চান, এই শিল্পই হয়ে উঠুক তাঁদের গ্রামের পরিচয়ের প্রধান চিহ্ন। এখন আশপাশের মানুষ তো বটেই, দূরের পর্যটকরাও আসছেন লবণধার গ্রাম দেখতে। তাঁদের আশা, একদিন একডাকেই সবাই চিনবে আউশগ্রামের এই আলপনার গ্রামকে। রঙে, রেখায় আর শিল্পে গড়া এক অনন্য গ্রাম হিসেবে।

ওডিশায় এনকাউন্টারে নিহত মাওবাদী শীর্ষনেতা গণেশ

মাথার দাম ছিল ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা

ভুবনেশ্বর, ২৫ ডিসেম্বর: ওডিশার কান্ধামলে নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে এনকাউন্টারে নিহত শীর্ষ মাওবাদী নেতা গণেশ উইকে। তাঁর মাথার দাম ছিল ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। গত মাসেই নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে অন্ধ্রপ্রদেশের আলুরি সীতারামারাজুতে নিহত হয়েছিলেন মাওবাদী শীর্ষ নেতা মাডবী হিদমা। এদিন ওডিশার জঙ্গলে নিহত হয়েছে আর ৩ মাও সদস্য।

বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা নাগাদ ওডিশার কান্ধামল জেলার জঙ্গলে মাওবাদীদের একটি দলকে ঘিরে ফেলে বিএসএফ এবং সিআরএফ জওয়ানরা। এরপর শুরু হয় ধুন্ধুমার গুলির লড়াই। তাতেই মৃত্যু হয় মোট চার জন মাওবাদীর। এই চার জনের একজন হলেন মাও সেন্ট্রাল কমিটির সদস্য গণেশ উইকে। তাঁর মাথার দাম ছিল ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। নিহত বাকি তিন জনের মধ্যে দু'জন মহিলা সদস্য বলে জানা গিয়েছে। তেলঙ্গানার নলগোন্ডা জেলার চেন্দুর মণ্ডলের পুল্লেমালা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন গণেশ উইকে। যদিও মাওবাদী সদস্যদের কাছে গণেশ পাক্কা হনুমন্তু, রাজেশ তিওয়ারি, চামরু এবং রুপা নামে পরিচিত ছিলেন তিনি। নিরাপত্তাবাহিনীর এক আধিকারিক বলেন, এটা আমাদের বাহিনীর জন্য একটি ঐতিহাসিক সাফল্য।

পুলিশ জানিয়েছে, গণেশের মাথার দাম ছিল এক কোটি এক লক্ষ টাকা। হিডমার মৃত্যুর পর গণেশের খোঁজেও তল্লাশি চলছিল। বুধবার রাতে গোপন সূত্রে কান্ধামলের বেলঘর থানায় খবর আসে ওই জেলার গুম্মার জঙ্গলে একদল মাওবাদী জড়ো হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে শীর্ষনেতাও আছেন। সেই খবর পেয়েই রাতে অভিযানে যায় পুলিশ এবং নিরাপত্তাবাহিনীর যৌথ দল। রাতভর তল্লাশি অভিযান চলে। বৃহস্পতিবার ভোর থেকে মাওবাদীদের সঙ্গে গুলির লড়াই শুরু হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, গণেশকে শনাক্ত করা হয়েছে। বাকি তিন মাওবাদীর শনাক্তকরণের কাজ চলছে। নিহতদের মধ্যে এক জন মহিলা সদস্যও রয়েছেন। ঘটনাচক্রে, এই সংঘর্ষের ২৪ ঘণ্টা আগে মালকানগিরিতে ২২ জন মাওবাদী

রাজস্থানে গাড়িতে 'গণধর্ষণ' তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার তরুণীকে

জয়পুর, ২৫ ডিসেম্বর: রাজস্থানে উদয়পুর শহরে তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার ম্যানেজার তরুণীকে গাড়িতে তুলে গণধর্ষণের অভিযোগ। এই ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠেছে ওই সংস্থারই সিইও-সহ ৩ জনের বিরুদ্ধে। বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার নাম করে চলন্ত গাড়িতে তরুণীর উপর নির্যাতন চলে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় তিন অভিযুক্তকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

উদয়পুরের পুলিশ সুপার যোগেশ গোয়েল পিটিআই-কে বলেন, 'তরুণীর অভিযোগের ভিত্তিতে তিন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্তদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।' নির্যাতিতার মেডিক্যাল পরীক্ষা হয়েছে। সেই রিপোর্ট দেখে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে বলে জনিয়েছেন তিনি।

২০ ডিসেম্বর রাতে একটি জন্মদিনের পার্টি শেষে রাত দেড়টা সহকর্মীরা একসঙ্গে ফিরছিলেন। সকলেই মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। তরুণীকে নিজেদের গাড়িতে ওঠার আমন্ত্রণ জানান সংস্থার মহিলা এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর, তাঁর স্বামী এবং সংস্থার সিইও।

তরুণী অভিযোগ করেছেন, মাঝপথে সিগারেট জাতীয় কিছু খাওয়ানো হয় তাঁকে। এর পরেই তিনি জ্ঞান হারান। অচৈতন্য অবস্থায় তাঁকে ধর্ষণ করা হয়। পরদিন সকালে বুঝতে পেরে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন তরুণী।

বড়দিনে রক্তাক্ত নাইজেরিয়া

আবুজা, ২৫ ডিসেম্বর: বড়দিনে রক্তাক্ত নাইজেরিয়া। নমাজ চালাকালীন একটি মসজিদে ভয়াবহ বিস্ফোরণ। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৭ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। আহত হয়েছেন আরও ৩৫ জন।

প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, এটি একটি আত্মঘাতী বোমা হামলা ছিল। ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে ঘটনার তদন্ত। জানা গিয়েছে, বুধবার সন্ধ্যায় উত্তর নাইজেরিয়ার মাইদুগুড়ি শহরের একটি মসজিদে নামাজ চলছিল। প্রচুর মানুষের ভিড় ছিল সেখানে। সন্ধ্যে ৬টা নাগাদ আচমকা বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। আতঙ্কে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় চারদিকে। বিস্ফোরণের জেরে আগুন লেগে যায় মসজিদে। কালো ধোঁয়ায় ঢাকে গোটা এলাকা। ভয়াবহ এই ঘটনায় সাত জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে আহত হয়েছেন আরও ৩৫ জন। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। আপাতত সেখানেই তাঁরা চিকিৎসাধীন। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, এটি একটি আত্মঘাতী বোমা হামলা ছিল। যদিও এখনও পর্যন্ত কোনও জঙ্গি গোষ্ঠী এই হামলার দায় স্বীকার করেনি।

বড়দিনে ভ্যাটিকানে প্রথম বার্তা পোপ লিও'র

জেরুজালেম, ২৫ ডিসেম্বর: বৃহস্পতিবার বিশ্বজুড়ে পালিত হচ্ছে বড়দিন। আনন্দোৎসবে মেতেছে রোমের ভ্যাটিকান সিটিও। বড়দিন উপলক্ষে বুধবার প্রথম বার্তা দিলেন চতুর্দশ পোপ লিও। আর প্রথম বার্তাতেই তাঁর মুখে শোনা গেল 'বিকৃত অর্থনীতি'। একইসঙ্গে তিনি বিশ্বজুড়ে গরিব-দুঃস্থদের সাহায্যের বার্তাও দিয়েছেন। চতুর্দশ পোপ লিও বলেন, 'বিশ্বের অর্থনীতি আজ বিকৃত। এই বিকৃত অর্থনীতি মানুষকে পণ্যে পরিণত করেছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্বজুড়ে হতাশা সৃষ্টি হয়েছে। অবিলম্বে পৃথিবীতে শান্তি ফেরা দরকার। তিনি আরও বলেন, 'আজ আমরা এমন একটি শিশুর জন্ম উদযাপন করছি, যার পরিবার হিংসার শিকার হয়েছিল। যখন আমরা শরণার্থীদের দূরে সরিয়ে দিই, যখন আমরা গৃহহীনদের উপেক্ষা করি, যখন আমরা অভিবাসীদের কষ্টকে উপেক্ষা করি, তখন আমরা স্বয়ং খ্রীষ্টকে দূরে সরিয়ে দিই।' তাঁর কথায়, 'দরিদ্র-দুঃস্থদের উপেক্ষা করার অর্থ প্রভু যিশুকে উপেক্ষা করা।'

হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিমে সিবিআই

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর: উন্নাও কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত কুলদীপ সিং সেঙ্গারকে মঙ্গলবার জামিন দিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট। তারপরই দেশজুড়ে হইচই পড়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে জানা যাচ্ছে, দিল্লি হাইকোর্টের সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে সিবিআই। কিন্তু কবে শীর্ষ আদালতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি আবেদন জানাবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। মঙ্গলবার কুলদীপকে জামিন দেওয়ার পাশাপাশি তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশও স্থগিত করেছে

দিল্লি হাইকোর্ট। ব্যক্তিগত ১৫ লক্ষ টাকা বন্ডের বিনিময়ে বিচারপতি সুব্রমনিয়াম প্রসাদ ও হরিশ বৈদ্যনাথন শঙ্করের বেঞ্চ তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছে। তবে জামিন পেলেও এখনই জেলমুক্তি হচ্ছে না তার। কুলদীপের জামিন মঞ্জুর করে আদালত নির্দেশ দিয়েছে, অভিযুক্ত দিল্লি ছেড়ে বাইরে যেতে পারবে না। নির্যাতিতার বাড়ির পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যেও প্রবেশ করতে পারবে না। শুধু তাই নয়, অভিযুক্ত নির্যাতিতা বা তাঁর পরিবারকে কোনওরকম হুমকি দিতে পারবে না বলেও নির্দেশ দিয়েছে আদালত। হাইকোর্টের নির্দেশ, বিচারাধীন আদালতে কুলদীপের পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে প্রত্যেক সোমবার তাঁকে হাজিরা দিতে হবে। কোনও শর্তের লঙ্ঘন হলে প্রাক্তন বিজেপি বিধায়কের জামিন বাতিল করা হবে বলেও জানিয়েছে আদালত।

ময়দান

বিসিসিআই-ব্যর্থতা! টানা দু'বছর খেলরত্নে নাম নেই ক্রিকেটারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৫ সাল ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য সাফল্যে ভরা এক উজ্জ্বল অধ্যায়। পুরুষ ক্রিকেট দল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয় করে আবারও বিশ্বমঞ্চে নিজেদের আধিপত্য প্রমাণ করেছে। অন্যদিকে, মহিলা ক্রিকেট দল প্রথমবার বিশ্বকাপ জয় করে ইতিহাস রচনা করেছে, যা ভারতীয় ক্রিকেটের সামগ্রিক অগ্রগতিকে আরও দৃঢ় করেছে। এত সাফল্যের পরও জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারের মঞ্চে ক্রিকেটারদের অনুপস্থিতি স্বাভাবিকভাবেই বিস্ময়, হতাশা ও প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।

এ বছর জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারের জন্য কোনও ক্রিকেটারের নাম প্রস্তাব করা হয়নি। ফলে খেলরত্ন বা অর্জুন পুরস্কারের মনোনীত তালিকায় একটিও ক্রিকেটারের নাম নেই। খবর ছিল, খেলরত্নের জন্য হরমনপ্রীত সিং ও স্মৃতি মন্ধানার নাম বিবেচিত হয়েছিল। দীর্ঘ আলোচনাও হয়েছিল তাঁদের নিয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গগন নারাং, অপর্ণা পোপাট ও এমএম সোমায়ারের কমিটি তাঁদের নাম অনুমোদন করেনি। এর প্রধান কারণ হিসেবে উঠে এসেছে ক্রিকেটে নির্দিষ্ট পয়েন্ট-ভিত্তিক মূল্যায়ন ব্যবস্থার অনুপস্থিতি এবং বোর্ডের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও নাম পাঠানো না।

এই ঘটনা নতুন নয়। ২০২৪ সালেও বিসিসিআই থেকে কোনও ক্রিকেটারের নাম সুপারিশ করা হয়নি। ফলে গতবারও জাতীয় ক্রীড়া দিবসে কোনও ক্রিকেটার পুরস্কার পাননি। শেষবার ২০২৩ সালে মহম্মদ শামি অর্জুন পুরস্কার পেয়েছিলেন। তার আগে শচীন তেণ্ডুলকর, এমএস ধোনি, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার মতো কিংবদন্তিরা খেলরত্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। বহু ক্রিকেটার অর্জুন পুরস্কারও পেয়েছেন বিভিন্ন সময়ে। কিন্তু শেষ দু'বছর ধরে এই ধারা বন্ধ;কেন, তা স্পষ্ট নয়। বোর্ডের নীরব অবস্থান পুরো বিষয়টিকে রহস্যাবৃত করে রেখেছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ক্রিকেট একটি দলগত খেলা হলেও ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স মূল্যায়নের নির্দিষ্ট কাঠামো থাকলে পুরস্কার মনোনয়নে স্বচ্ছতা ও যুক্তি আরও দৃঢ় হতো। অলিম্পিক বা কমনওয়েলথ-নির্ভর খেলাগুলিতে পদক, র‍্যাঙ্কিং, পারফরম্যান্স সূচক ইত্যাদির ভিত্তিতে পয়েন্ট-ভিত্তিক মনোনয়ন সহজ হয়। কিন্তু ক্রিকেটে এই কাঠামো আনুষ্ঠানিকভাবে নির্ধারিত না থাকায় কমিটির কাছে তুলনামূলক বিচার করা কঠিন হয়ে পড়ে। আর বিসিসিআই যেহেতু নিজে থেকে নাম পাঠাচ্ছে না, তাই কমিটি স্বতঃপ্রণোদিতভাবে ক্রিকেটারদের তালিকায় রাখতেও আগ্রহী হচ্ছে না।

এদিকে, ২০২৫ সালের অর্জুন পুরস্কারের তালিকায় মোট ২৪ জন ভারতীয় ক্রীড়াবিদ মনোনীত হয়েছেন, যার মধ্যে তিনজন বাঙালি;প্রণতি নায়েক (জিমন্যাস্টিক), মেহুলি ঘোষ (শুটিং) এবং সুতীর্থা মুখোপাধ্যায় (টেবিল টেনিস)। ব্যাডমিন্টনে প্রস্তাবিত তালিকায় রয়েছেন পুল্লেলা গোপীচাঁদের কন্যা গায়ত্রী গোপীচাঁদ। যোগাসন বিভাগে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পাওয়ার পাঁচ বছর পর অর্জুন পুরস্কারের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে আরতি পালের নাম। এই মনোনয়নগুলি দেখিয়ে দেয়, অন্যান্য খেলাগুলিতে স্বীকৃতি, কাঠামো ও ধারাবাহিক সুপারিশের ভিত্তিতে পুরস্কারপ্রাপ্তির পথ ক্রমশ শক্তিশালী ও সংগঠিত হচ্ছে।

ক্রিকেটারদের ক্ষেত্রে এই অনুপস্থিতি শুধু সম্মানহানির বিষয় নয়, এটি তাঁদের মনোবল ও জাতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রে ক্রিকেটের স্বীকৃতি নিয়েও বৃহত্তর প্রশ্ন তোলে। দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলার তারকারা যখন পুরস্কারের মঞ্চে জায়গা পান না, তখন সেটি দেশের ক্রীড়াব্যবস্থার ভারসাম্য ও মূল্যায়ন কাঠামোর দুর্বলতাকেই সামনে আনে।

সুতরাং, বোর্ড ও ক্রীড়ামন্ত্রক;দু'পক্ষকেই এই সমস্যার সমাধানে উদ্যোগ নিতে হবে। ক্রিকেটে একটি নির্দিষ্ট, স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য পয়েন্ট সিস্টেম চালু করা এবং বিসিসিআইয়ের নিয়মিত সুপারিশ পাঠানো অত্যন্ত জরুরি। তা না হলে, সাফল্য থাকলেও সম্মানপ্রাপ্তির মঞ্চে ক্রিকেটারদের বারবার বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যাবে, যা ভারতীয় ক্রিকেটের অগ্রগতির সঙ্গে মোটেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

ক্রিসমাসের ক্যারলের আসরে অশান্তি আলাপ্পুঝায়, সংঘর্ষে আহত একাধিক

তিরুঅনন্তপুরম, ২৫ ডিসেম্বর: বড়দিনের আনন্দঘন মুহূর্তে অশান্তির ছবি ধরা পড়ল কেরালার আলাপ্পুঝা জেলায়। বড়দিনের আগের রাতে দুটি ক্যারল গানের দলের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষে আহত হয়েছেন একাধিক জন। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ চরুম্মুদু,নূরানাদ এলাকায় এই ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, ক্যারোল গানের সময় দুই দলের মধ্যে সামান্য বচসা থেকেই পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। মুহূর্তের মধ্যেই তা হাতাহাতি ও সংঘর্ষে পরিণত হয়। জানা গিয়েছে, দুটি দলের পেছনে ছিল স্থানীয় দুই প্রতিদ্বন্দ্বী যুব সংগঠন; 'যুবা' এবং 'লিবার্টি'।

পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, এই সংঘর্ষের নেপথ্যে রয়েছে দীর্ঘদিনের পুরনো দ্বন্দ্ব। এলাকায় দীর্ঘদিন সক্রিয় থাকা যুবা ক্লাবের ভেতরের মতবিরোধের জেরে কিছু সদস্য আলাদা হয়ে 'লিবার্টি' নামে নতুন সংগঠন তৈরি করেন।

সেই পুরনো বিরোধই ক্যারল গানের সময় ফের প্রকাশ্যে চলে আসে। এই ঘটনায় মহিলা ও শিশুরাও আহত হয়েছেন। পুলিশ সূত্রে খবর, আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, বর্তমানে তারা স্থিতিশীল রয়েছেন। তবে ঘটনার সম্পূর্ণ সত্যতা জানতে এবং সংঘর্ষে জড়িতদের চিহ্নিত করতে ইতিমধ্যেই পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে পাশাপাশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

OFFICE OF THE
PANCHGRAM GRAM PANCHAYAT
Mobarakpur, Panchgram, Nabagram, Murshidabad
Notice Inviting e-Tender **No:-07/PGP/5th SFC (Tied)/2025-26,** Prodhan, Panchgram Gram Panchayat invited e-Tender from bonafied contractors, Agencies, Institution, individuals for mentioned work. The last date of onlne submation of tender is **30/12/2025 upto 13.00 hours.**
For details please visit website. **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Panchgram G.P

OFFICE OF THE
PANCHGRAM GRAM PANCHAYAT
Mobarakpur, Panchgram, Nabagram, Murshidabad
Notice Inviting e-Tender **No:-06/PGP/ APAS/2025-26,** Prodhan, Panchgram Gram Panchayat invited e-Tender from bonafied contractors, Agencies, Institution, individuals for mentioned work. The last date of onlne submation of tender is **30/12/2025 upto 13.00 hours.**
For details please visit website. **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Panchgram G.P

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.hmcgov.in
WB-HMC/NIT/ED/38/EE-II/25-26 তারিখ : ২২.১২.২০২৫
ই-টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (রোডস), **এইচএমসি- এপিএএস স্কিম অধীনে হাওড়া পৌর নিগম এলাকায় বিভিন্ন সড়ক এবং লেন এর উন্নয়নের জন্য** প্রখ্যাত সঙ্গতিপন্ন এবং প্রতিষ্ঠিত একই ধরনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য ই-টেন্ডার নোটিশ এবং ইই-এর বিভাগীয় **https://tenders.wb.gov.in** (টেন্ডার আইডি : **2025_MAD_5004434**) থেকে পাওয়া যাবে। **টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ০৫.০১.২০২৬ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত।** এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।
২৪৮(২)/২৫-২৬ সেক্রেটারি
২৪/১২/২৫ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

ধোঁয়াশা কাটল দিল্লিতে, বড়দিনে ফিরল নীল আকাশ

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর: ধোঁয়াশা কাটল দিল্লিতে, বড়দিনে ফিরল নীল আকাশ টানা প্রায় দু'সপ্তাহ ধরে ভয়াবহ দূষণের দাপটে কার্যত দমবন্ধ পরিস্থিতি দিল্লিবাসীর। বড়দিনে সেই অচলাবস্থায় এল সাময়িক স্বস্তি। বৃহস্পতিবার দিল্লির গড় বায়ুদূষণ সূচক একিউআই নেমে দাঁড়ায় ২২০। সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, সকাল ৮টায় শহরের সর্বোচ্চ দূষণ ধরা পড়ে আনন্দ বিহার এলাকায়;সেখানে একিউআই ছিল ২৯২। দিল্লির মোট ৩৯টি এয়ার মনিটরিং স্টেশনের মধ্যে ১০টিতে বায়ুমান 'মাঝারি' পর্যায়ে নেমেছে। বাকি এলাকাগুলিতে একিউআই ছিল ২০০ থেকে ৩০০-এর মধ্যে। উল্লেখযোগ্যভাবে, ১০ ডিসেম্বরের পর এই প্রথম রাজধানীতে 'খারাপ' পর্যায়ের বায়ুমানের রেকর্ড মিলল। ১১ থেকে ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত দিল্লির বাতাস ছিল একটানা 'খুব খারাপ' থেকে 'ভয়াবহ' স্তরে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই স্বস্তির প্রধান কারণ আবহাওয়ার বদল। উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ১৫,২৫ কিলোমিটার বেগে বইতে থাকা শক্তিশালী বাতাস দূষক কণাগুলিকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। পাশাপাশি, হিমালয়ের উপর দিয়ে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা সরে যাওয়ায় দিল্লি ও সংলগ্ন এনসিআর জুড়ে ফের দেখা মেলে পরিষ্কার নীল আকাশের। ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামী কয়েক দিনে রাতের তাপমাত্রা আরও কমতে পারে।

দিল্লি-এনসিআরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৬ থেকে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকার সম্ভাবনা, পার্শ্ববর্তী এলাকায় তা নামতে পারে ৪,৭ ডিগ্রিতে। বুধবার রাজধানীতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২২.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় ২ ডিগ্রি বেশি। ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেম-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, দূষণের প্রধান উৎস এখনও যানবাহন। মোট দূষণের প্রায় ১৭.৫ শতাংশের জন্য দায়ী গাড়ির ধোঁয়া। শিল্পাঞ্চল থেকে আসে ৮.৬ শতাংশ, নির্মাণকাজ থেকে ২.৪ শতাংশ এবং বর্জ্য পোড়ানো থেকে ১.৩ শতাংশ দূষণ। তবে এটাই স্বস্তি, যে দীর্ঘস্থায়ী হবে না সে আশঙ্কাও রয়েছে। এয়ার কোয়ালিটি আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম জানিয়েছে, আগামী ছ'দিনের মধ্যেই ফের দিল্লির বাতাস 'খুব খারাপ' স্তরে পৌঁছতে পারে। পরিস্থিতির সাময়িক উন্নতির জেরে বুধবার দিল্লি-এনসিআরে গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান-এর চতুর্থ ধাপের কড়াকড়ি তুলে নিয়েছে কমিশন ফর এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট। উল্লেখ্য, ১৩ ডিসেম্বর দিল্লির গড় একিউআই ৪৫০ ছাড়িয়ে যাওয়ায় এই বিধিনিষেধ কার্যকর করা হয়েছিল। সব মিলিয়ে বড়দিনে দিল্লিবাসী পেল কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস। তবে আবহাওয়ার সামান্য বদলেই ফের দূষণের দাপট ফিরে আসতে পারে;এই আশঙ্কাই এখন প্রশাসন ও বিশেষজ্ঞদের সবচেয়ে বড় চিন্তা।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন বায়োস্কোপ

‘বিদ্রুপের জবাব আমি আমার কর্মের মাধ্যমেই দিয়ে থাকি’

রামকমল মুখার্জির সাথে একান্ত আলাপচারিতায় শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

প্রশ্ন: আপনার আগামী দিনে আসন্ন প্রজেক্ট এর ব্যাপারে কিছু বলুন?

রামকমল: এই মুহূর্তে আগামী দিনের প্রজেক্টের ব্যাপারে তেমন কোন পরিকল্পনা নেই। তবে আগামী বছরে মুম্বাইতে আবারো হিন্দি ছবির পরিচালনার জন্য ভাবছি। এখন দেখা যাক কতদূর কি করা যেতে পারে।

প্রশ্ন: আপনার হাত ধরে অর্থাৎ আপনার পরিচালনায় কোনদিন কি আমরা অ্যাকশন বেসড কমার্শিয়াল মুভি দেখতে পাবো?

রামকমল: সম্ভবত না। কারণ আমি ওই অ্যাকশন ঘরানার ছবি তৈরি করতে অভ্যস্ত নই। আমি কোনদিন এই ধরনের ছবি করিনি। আবার আমি মনে করি যারা কেবলমাত্র অ্যাকশন ঘরানার কমার্শিয়াল মুভি তৈরি করেন তারাও অনেক সময় সামাজিক বা ঐতিহাসিক পটভূমি পরিপ্রেক্ষিতে সিনেমা উপস্থাপিত করতে পারেনা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে শচীন টেন্ডুলকারকে যদি বলা হয় যে তুমি খুব ভালো ফুটবলার হও তবে শচীন কি মেসির মতো হতে পারবে? অন্যদিকে মেসিকে যদি বলা হয় যে তুমি শচীন টেন্ডুলকারের মতো ক্রিকেটার হও তবে কি মেসি শচীন টেন্ডুলকারের মতো ভালো ক্রিকেট খেলতে পারবে? আমার কমার্শিয়াল ছবি তৈরি করার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঠিক সেই রকম।

প্রশ্ন: কাজের সূত্রে যে সমস্ত জায়গাগুলোতে ঘুরতে গিয়েছেন তার মধ্যে কোন কোন জায়গা আপনার কাছে খুব প্রিয়?

রামকমল: ইন্ডিয়ার বাইরে লন্ডন আমার খুব প্রিয় একটি শহর। ব্রিটেন কান্ট্রির মধ্যে এই শহরটাকে আমার খুব ভালো লাগে। এই শহরে প্রতিটা ঋতুই অভূতপূর্ব। আমাদের দেশে আমার প্রিয় শহর হল কলকাতা। মুম্বাইতে আমি বহুবছর কাজ করছি। সেখানকার পরিবেশও বেশ মনোরম এবং আমার খুব প্রিয়। আমার আরেকটি প্রিয় রাজ্য হল দিল্লি। দিল্লিতে শীতকালটা খুবই মনোরম। বেড়াতে যাওয়ার জন্য এবং ওখানে খাওয়া-দাওয়ার জন্য খুবই আরামদায়ক। তবে এইখানে গ্রীষ্মকালটা একদমই অসহ্যকর।

প্রশ্ন: আপনি দর্শকদের কাছ থেকে ভালো মন্তব্য পান। কখনো কি খারাপ মন্তব্য পেয়েছেন? যদি পেয়ে থাকেন তাহলে কিভাবে সেটার প্রত্যুত্তর দেন বা সমাধান করেন?

রামকমল: নেগেটিভ কমেন্টস একটা দুটো নয়,প্রচুর পরিমাণে পেয়েছি। আমি সম্ভবত লজিক্যাল কমেন্টগুলোতে উত্তর দিই। সেগুলোকে সাপোর্ট করি। যে লজিক্যাল মন্তব্য গুলো সত্যিই আমাকে ভাবতে শেখায় যে হয়তো এখানটা ভালো করলে আরো ভালো হতো। এই জায়গাটায় আমাকে আরো ঠিক করতে হবে। আবার অনেক সময় ব্যক্তিগত আক্রমণও হয় এবং সেটা আমি খুব একটা পছন্দ করি না এবং সেক্ষেত্রে আমি নীরব থাকি। আমার মনে হয় এটাই বিভিন্ন নেতিবাচক মন্তব্য সমাধান করার একটা ভালো সূত্র।

প্রশ্ন: পরিচালক রামকমল মুখার্জি নাকি কোন কথার জবাব কর্মের মাধ্যমেই দেন বা বলাই বাহুল্য বিদ্রুপের জবাব কর্মের মাধ্যমে দেন এ কথা কি সত্যি? এই গুণটা কিভাবে নিজের মধ্যে গড়ে তুলেছেন?

রামকমল: হ্যাঁ, আমি নেতিবাচক মন্তব্যের জবাব অথবা কোন বিদ্রুপের জবাব আমার কর্মের মাধ্যমেই দিয়ে থাকি। কারণ আমি মনে করি কর্মই হলো এগুলোর ক্ষেত্রে সঠিক জবাব দেওয়ার একমাত্র রাস্তা। আমি বাংলা ছবিতে পরিচালক হিসেবে কাজ করার আগেও হিন্দি ছবিতে মুম্বাইতে পরিচালক হিসেবে কাজ করেছি। সেখানেও রেষারেষি, হিংসা এবং ঈর্ষা ব্যাপারটা রয়েছে কিন্তু তবুও আমি সেখানে দেখেছি যে প্রতিষ্ঠিত লোকেরা কোন বিদ্রুপ বা নেতিবাচক মন্তব্যের জবাব নিজের কর্ম দিয়েই দেয়। আমিও তো অনেক বছর মুম্বাইতেই থেকেছি সেজন্য ওই কালচারটার সাথেই আমার জীবন অতিবাহিত হয়েছে। সেই সূত্রে আমিও সম্পূর্ণভাবে ওই মতাদর্শেই বিশ্বাসী।

প্রশ্ন: শুটিংয়ের সময় বিভিন্ন মানের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে আপনি কিভাবে নির্দেশনার কাজটি করেন?

রামকমল: বিভিন্ন মানের অভিনেতা অভিনেত্রীদের কাজ করার ধরনও ভিন্ন। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, অভিনেতা তথা পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় নিজে থেকেই বুঝে নেন যে চরিত্রটা কি করতে হবে এবং ডিরেক্টারের গাইডেন্স এর সাথে উনি নিজস্ব কিছু জিনিস যোগ করেন এর ফলে ওনার অভিনয়টা আরো পরিণত হয়ে ওঠে। ঋতুপর্ণার কাজের ধরন আবার অন্য। উনি সারাদিন ব্যস্ত থাকেন কিন্তু যখনই অ্যাকশন বলা হয় তৎক্ষণাৎ কিন্তু চরিত্রের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারেন। উনার মধ্যে অফ অন সুইচ মোডটা খুব দ্রুত কাজ করে। অন্যদিকে পাওলি দাম চরিত্রটাকে প্রথমে বুঝে নেয়।প্রয়োজনে চরিত্রটার সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করে তারপর সম্পূর্ণভাবে চরিত্রটি কে জেনে নিয়ে কাজ করে। চান্দ্রেয়ী ঘোষ আবার অভিনয়ের খুটিনাটি গুলো অনুসরণ করেন যেমন একটা চরিত্রের ডিটেলিং কি হবে সেটা উনি খুব ভালোভাবে মেনে চলেন। নিজস্ব চরিত্রের মধ্যে এইরকম ভাবেই বিভিন্ন অভিনেতা অভিনেত্রী নিজস্ব পদ্ধতি অনুসারে কাজ করেন।

বাবা এবং মেয়ের সম্পর্কের আবেগ সমৃদ্ধ

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে পরিচালক অর্ণব মিদ্যার পরিচালিত একটি আবেগঘন বাংলা ছবি ‘হাটি হাটি পা পা’। একটি ছাপোষা মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের গল্পের মধ্য দিয়ে সমাজের জন্য একটি বড় বার্তা দিতে চেয়েছেন পরিচালক। একটি পরিবারে মা না থাকলে যা হয়, স্ত্রী হারা পরিবারের কর্তা তার একমাত্র কন্যা সন্তানটিকে সযত্নে বুকে আগলে লালন-পালন করেন। তার আদরের কন্যাকে কোনমতেই মায়ের অভাব বুঝতে দিতে চান না। একমাত্র কন্যা সন্তানটি বড় হয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হলে,তাকে কোন সুপাত্রের হাতে অর্পণ করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চান। অপরদিকে পিতার অগাধ স্নেহে মানুষ হওয়া কন্যা সন্তানটিও যেন স্ত্রীহারা পিতার প্রতি বিশেষভাবে দায়বদ্ধ হয়ে ওঠে। পিতার সঠিক দেখাশোনা বা যত্নের কোন ত্রুটি হতে দিতে চায় না তার মা হারা কন্যাটি। ভালোবাসার মানুষ থাকা সত্ত্বেও,পিতাকে একা রেখে নতুন জীবনের কথা ভাবতেও পারেনা সে। পরস্পরের প্রতি স্নেহ, মায়া, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, দায়বদ্ধতা থেকে, শুরু হয় মান অভিমানের পালা। এক্ষেত্রে কন্যাকে সংসারী করার উদ্দেশ্যে, পিতা একটি পরিকল্পনা করে সংবাদপত্রে পাত্রী চাই বিজ্ঞাপন দেন। এরপর বহমান নদীর মতো চিত্রনাট্যের মোড় ঘুরে যায়। ছবির গল্পে প্রবেশ করে একটি বিশেষ চরিত্র। ঠিক যেন কবিতার পাতা থেকে উঠে আসা নাটোরের ‘বনলতা সেন’,যা উপলব্ধি করায় নিঃসঙ্গ একাকিত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে, যেকোনো বয়সেই একজন সঙ্গীর প্রয়োজন। জীবনের বেশিরভাগ পাতাই তো লেখা হয়ে গেছে,যেটুকু বাকি আছে তাতে একটু রং লাগলে ক্ষতি কি? অপরদিকে মা হারা কন্যাটি কি মেনে নেবে, এই নতুন চরিত্র বনলতা সেনকে ঠিক তার মায়ের স্থানে? সে কি পারবে তার প্রিয় পাপার দায়িত্ব নিশ্চিন্ত মনে কারো হাতে অর্পণ করতে? কি আছে শেষে? জানতে গেলে অবশ্যই বড় পর্দায় ছবিটি দেখতে হবে দর্শকদের। অরুনাভ মিদ্যা প্রযোজিত সেলুলয়েড ফিল্মস এর ব্যানারে, এই ছবিটিতে পিতা এবং তার মা হারা কন্যার মধ্যে এহেন স্নেহ, মায়া, আবেগ, অভিমান এবং দায়বদ্ধতার সম্পর্কের মধ্য দিয়ে গল্প বুনেছেন চিত্রনাট্যকার প্রিয়াঙ্কা পোদ্দার। এছাড়াও যে কোনো বয়সেই প্রত্যেক মানুষেরই একজন মনের মত সঙ্গী থাকা দরকার, এই বার্তাটিও গল্প এবং চিত্রনাট্যে স্থান পেয়েছে। ছবিটিতে অমিতাভ বচ্চন এবং দীপিকা পাড়ুকোন অভিনীত একটি জনপ্রিয় ছবির খানিকটা আভাস থাকলেও, সম্পূর্ণ গল্পটি পুরোপুরি সেইরকম নয়। পিতা দীপক চক্রবর্তী (চিরঞ্জিত চক্রবর্তী) এবং কন্যা মৌ (রুক্মিণী মৈত্র) এর কেমিস্ট্রি দর্শকদের অনেকটাই আবেগাপ্লুত করবে। এই দুই শিল্পীর অভিনয়ও দর্শকদের মন কেড়েছে। রুক্মিণী মৈত্র কে পর্দায় দেখতে খুবই সুন্দর লাগে। চাকুরীজীবী মেয়ে ছাড়াও, সংসারে থাকে একজন পরিচারিকা (ঈশিকা দে)। ছোট চরিত্র হলেও তার অভিনয় যথাযথ। ছবিতে মৌ এর বিদেশে থাকা প্রেমিকের নাম পোলুয়া(বিশ্বরুপ বন্দ্যোপাধ্যায়)। অভিনয়ের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক। এছাড়াও ‘বনলতা সেন’ নামক বিশেষ চরিত্রটিতে অভিনয় করেছেন অভিনেত্রী অঞ্জনা বসু। তার অভিনয়ও যথেষ্ট সাবলীল এবং দক্ষ। পর্দায় তার উপস্থিতিও যথেষ্ট ভালো লাগবে দর্শকদের। অন্যান্য অভিনেতা অভিনেত্রীদের মধ্যে রয়েছেন, তুলিকা বসু, সন্দীপ ভট্টাচার্য, সায়ন ঘোষ, স্বাগতা বসু, মোনালিসা চ্যাটার্জী এবং আরো অনেকে। ছবির প্রথমার্ধটি তুলনামূলকভাবে দ্বিতীয়ার্ধের চেয়ে অনেকটাই মন্থর। ছবিটির কাহিনী এবং সংলাপ রচনা করেছেন প্রিয়াঙ্কা পোদ্দার। চিত্রনাট্যের মধ্যে চিরঞ্জিত চক্রবর্তীর পূর্ব অভিনীত বহু ছবির সংলাপ উঠে এসেছে, যা দর্শকদের মনোরঞ্জন করেছে। সংগীত করেছেন রণজয় ভট্টাচার্য। অনির্বাণ অজয় দাস এর কলমে এবং সুরে, পালক মুচ্ছলের কণ্ঠে ‘হাটি হাটি পা পা’ টাইটেল ট্রাক টি যথেষ্ট শ্রুতি মধুর। তমগ্ন চ্যাটার্জীর কলমে এবং রনজয় ভট্টাচার্য্যের সুরে শান এবং অন্বেষার কণ্ঠে ‘প্রেমের যাপন’ গানটিও বেশ ভালো লাগে। ইন্দ্রনাথ মারিকের চিত্রগ্রহণ এর কাজ বেশ ভালই। এডিটিং এর কাজ করেছেন প্রণয় দাশগুপ্ত। মধ্যবিত্ত ঘরানার আবেগ সমৃদ্ধ বাংলা ছবিটি সিনেমাপ্রেমী দর্শকদের ভালই লাগবে।

চলচ্চিত্র সাম্রাজ্যে মহম্মদ রফির অবদান

ডাঃ শামসুল হক

গানের যাদুতেই সমগ্র বিশ্বকে জয় করেছিলেন তিনি। আর সঙ্গীতের সবকটি শাখাতেই তাঁর অবাধ বিচরণ ছিল বলে দেশ বিদেশের সর্বত্রই অতি সহজেই তিনি জয় করতে পেরেছিলেন সকলের হৃদয়ও। কিন্তু মাত্র পঞ্জান্ন বছরের আয়ু নিয়েই এই পৃথিবীতে আবির্ভাব ঘটেছিল তাঁর। আর অল্প সেই সময়ের মধ্যেই ছাব্বিশ হাজারেরও বেশি গানের নেপথ্য গায়ক হিসেবে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছিলেন সঙ্গীত জগতের কিংবদন্তি শিল্পী মহম্মদ রফি। ১৯৪৪ সাল থেকে গান গাওয়া শুরু তাঁর। তখন তাঁর বয়স মাত্র উনিশ বছর। আর তাঁর সেই জীবনের সমাপ্তি ঘটে ১৯৮০ সালের ৩১ শে জুলাই। সেইসময় গান গাইতে গাইতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলেন তিনি। শিল্পী জীবনের এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই রফি সাহেব সিনেমার গান ছাড়াও গেয়েছেন শাস্ত্রীয় সংগীত, কাওয়ালী, ভজন, গজল সহ দেশাত্মবোধক গানও। তার মধ্যে হিন্দি এবং উর্দু গানের সংখ্যাই বেশি। তাছাড়াও তিনি গেয়েছেন উড়িয়া, পাঞ্জাবি, মারাঠি, সিন্ধী ছাড়া বাংলা গানও। আর সব ক্ষেত্রেই তিনি কুড়িয়েছেন প্রচুর সম্মানও। মাত্র এগারো বছর বয়সেই সঙ্গীতের জগতে প্রবেশ তাঁর। নিজের গ্রামেরই এক ফকিরের কাছে গানের হাতেখড়ি তাঁর। ভজন আর গজলের মধ্য দিয়েই শুরু হয় সেই নতুন জীবন। অল্প সময়ের মধ্যেই সঙ্গীত জগতের সমস্ত কলাকৌশলই অতি দক্ষতার সঙ্গেই করায়ত্ত করেও ফেলেন এই মানুষটি। আর সেইসময় গানের ঘরাণার একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে চাননি তিনি। আরও গভীর প্রদেশে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অনবরত ছটফট ও করতে থাকেন এবং খুঁজতে শুরু করেন নিত্যনতুন পথের সন্ধানও।

অবশেষে ভাগ্যের দূয়ার খুলে যায় তাঁর। আলাপ হয় সেইসময়ের হিন্দী সঙ্গীত জগতের সুনামধন্য শিল্পী কে.এল. সাইগলের সঙ্গে। আর তাঁরই হস্তক্ষেপে মাত্র তের বছর বয়সেই মঞ্চে ওঠার সুযোগ পান তিনি। সেই আসরেই সাইগল সাহেবের সঙ্গে কনসার্টে গানও পরিবেশন করার সুযোগ আসে তাঁর সামনে।

এরপর গানের জগতের দরজা আরও বেশি প্রসারিত হওয়ার সুযোগ আসে রফি সাহেবের সামনে। আলাপ হয় তাঁর ই এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় আবদুল হামিদ সাহেবের সঙ্গে। সেটা ১৯৪৪ সালের কথা। হামিদ সাহেব তাঁকে নিয়ে আসেন মুম্বাই শহরে এবং আলাপ করিয়ে দেন ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খান, ফিরোজ নাজমীর মতো প্রতিথযশা সঙ্গীত রসিকদের সঙ্গে।

সেইসব মানুষদের সঙ্গে থাকতে থাকতেই মহম্মদ রফি শুরু করেন তাঁর আধুনিক গানের চর্চা। পাশাপাশি চলতে থাকে সঙ্গীতের অন্যান্য শাখার তালিমও। আর তাঁদেরই সহযোগিতায় সেই বছরেই তিনি গান গাওয়ার সুযোগ পান পাঞ্জাবি ভাষায় নির্মিত গুল বালুচ ছায়াছবিতে। দ্বৈতকণ্ঠে গাওয়া সেই গানে তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েছিলেন সেইসময়ের সুগায়িকা জিনাত বেগম।

মুম্বাই শহরে থাকতে থাকতেই সঙ্গীত জগতে মহম্মদ রফির সাফল্যের গ্রাফ উঠতে শুরু করে একেবারে দ্রুত তালেই । ১৯৪৪ সালেই তাঁর সামনে সুযোগ আসে লাহোর কেন্দ্রের অল ইন্ডিয়া রেডিওতে গান গাওয়ার। তারপরই আবার হঠাৎ হঠাৎই তিনি প্রবেশ করেন অভিনয়ের জগতেও। যদিও তাঁর সেই জীবন ছিল খুবই সীমিত সময়ের জন্য। অভিনয় করেছিলেন মাত্র একটা ছবিতেই। তাও আবার একজন অতিথি শিল্পী হিসেবেই। ১৯৪৫ সালে লায়লা মজনু ছবিতে অভিনয় করেছিলেন তিনি এবং গেয়েছিলেন গানও।

তারপর দেশ স্বাধীন হয় । নতুন ছন্দে সেজে ওঠে সমগ্ ভারতবর্ষের সবকিছুই। বাদ যাননি শিল্প ও সংস্কৃতির জগৎটাও। চলচ্চিত্রের সমস্ত মঞ্চ ও সেজেগুজে পরিপাটি হয়েছিল একেবারে নবরূপেই। সেইসঙ্গে সমান ও সমান্তরালভাবেই এগিয়ে চলছিল গানের ভুবনটিও। রচনা করা হচ্ছিল আর ও নতুন নতুন অনেক গান। স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রথম দিকটায় অবশ্য বেশি গুরুত্ব পাচ্ছিল দেশাত্মবোধক গানই । আর সেই সময় রফি সাহেব ও তাঁর নিজস্ব বৃত্তের মধ্যেই যেন খুঁজে পাচ্ছিলেন নতুনত্বের ই আস্বাদ । তখন সেইসব গান গেয়েই তিনি যে সম্মানের কোন শিখরে আরোহণ করেছিলেন তা সঠিকভাবে অনুধাবন করা যায় সেই সময়ের সমালোচকদের বক্তব্য থেকেই ।

এইভাবে সবকিছুই চলছিল একেবারে ঠিকঠাকই। কিন্তু এর মধ্যেই জাতীর জনক মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু বদলে দিয়েছিল অনেক কিছুই।বিহ্বলতা কাটতে একটু সময় লেগেছিল কিন্তু তারপর আবার ও ফিরে এসেছিল অগ্রগতির সেই পুরাতন দৌড়। এগিয়ে যেতে থাকে সঙ্গীতের সাম্রাজ্যটিও।

রফি সাহেব ও তখন প্রস্তুত হচ্ছিলেন নিজেকে নতুনভাবে প্রকাশেরই তাগিদে। সেইসময় তিনি নিজে সেইসঙ্গে রাজেন্দ্রকৃষণ এবং ভগতরাম ,এই তিনজন মিলে নিয়েছিলেন একটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। গান্ধীজিকে উদ্দেশ্য করে রচিত সেই বিখ্যাত গান শুনো শুনো এই দুনিয়াওয়ালো..., গেয়েই তাঁরা তখন মোহিত করে তুলেছিলেন দেশের উত্তর থেকে দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিম, সর্বত্রই।

সেইসময়ই রফি সাহেব দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সেই সময়ের হিন্দী সঙ্গীত জগতের বিখ্যাত পরিচালক নৌশাদ সাহেবের। তারপর তাঁর ই দৌলতে মুম্বাই সহ সমগ্র ভারতবর্ষের গানের ভুবনে তাঁর উত্থান এগিয়ে চলে আরও দ্রুত গতিতেই এবং নৌশাদ পরিচালিত প্রায় গানেই সুযোগ পেতে থাকেন তিনি।

সেইসময় সঙ্গীত সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর ও এগিয়ে চলেছেন তাঁর নিজস্ব কণ্ঠেরই গুণে। তাই অধিকাংশ সঙ্গীত পরিচালক ই তখন এই দুজনকে দিয়েই গাওয়াতে থাকেন তাঁদের অধিকাংশ সিনেমার ই গান। ১৯৪৯ সালে বরসাত ছবি থেকে শুরু করে মহম্মদ রফি তাঁর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত লতাজীর সঙ্গে গেয়েছেন পাঁচ শতাধিক গান। অজস্র গান গেয়েছেন আশা ভোঁসলের সঙ্গেও। সেই সংখ্যাও নয়শতেরই কাছাকাছি।

নৌশাদ সাহেবের পাশাপাশি সেইসময় রফি সাহেব ডাক পেতে শুরু করেন অন্যান্য আরও অনেক সঙ্গীত পরিচালকদের কাছ থেকেও। ও. পি. নায়ার, শঙ্কর জয়কিশান, এস.ডি. বর্মনের মতো মানুষ ও কাছে ডেকে নেন তাঁকে। তাঁরাও সেইসময় মহম্মদ রফিকে দিয়েই গাওয়াতে শুরু করেন তাঁদের পছন্দের সমস্ত গানই। আর গান গাইতে গাইতেই ১৯৫২ সালে মুক্তি পাওয়া বৈজু বাওয়া সিনেমার সেই বিখ্যাত গান ও দুনিয়া রাখ ওয়ালে..., তাঁকে এনে দিয়েছিল অনন্য এক সম্মানও। রফি সাহেব তাঁর সঙ্গীত জীবনে পেয়েছেন অনেক পুরস্কারও। তিনি প্রথম ফিল্ম ফেয়ার পদক লাভ করেন ১৯৬০ সালে চৌধবী কা চাঁদ সিনেমার গান গেয়ে। সঙ্গীত জীবনে রফি সাহেব এই পুরস্কার পেয়েছেন মোট ছয়বার, যা সিনেমার জগতে একটা ইতিহাস হয়েই আছে। তা ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে তিনি পেয়েছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার এবং অতি অবশ্যই পদ্মশ্রী উপাধিও। গান গাইতে গাইতেই সত্তরের দশকের একেবারে প্রথমেই গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। তাই সেইসময় চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী গান গাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তবুও প্রবল নেশার টানেই এবং সেইসঙ্গে পরিচালকদের পীড়াপীড়িতে হাতেগোনা কয়েকটি গান তাঁকে গাইতেও হয়েছিল।

এমনই চলেছিল বেশ কয়েকটা বছর। তারপর সুস্থ হয়ে আবারও তিনি ফিরে এসেছিলেন তাঁর নিজস্ব সাম্রাজ্যে। আর তাতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেও বেঁচেছিলেন হিন্দী সিনেমা জগতের সমস্ত কলাকুশলীরাই।

১৯৮০ সালের জুলাই মাসের শেষ দিনে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন রফি সাহেব। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। চিকিৎসকরা জানান, মাইওকার্ডিয়াল ইনফেকশনে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। আর তাঁকে বাঁচানোও সম্ভব হয়নি। সেইদিনই সকলকে ছেড়ে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়েছিলেন সর্বকালের সেরা এই কণ্ঠশিল্পী। তাঁর গাওয়া শেষ গান ছিল শ্যাম ফির কিউ উদাস হ্যায় দোস্ত ...।

লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল পরিচালিত আশপাশে ছায়াছবির সেই গানটাই ছিল তাঁর গাওয়া শেষ গান। মহম্মদ রফির জন্ম ১৯২৪ সালের ২৪ শে ডিসেম্বর পাঞ্জাবের কাছাকাছি কোটলা গ্রামে । গত বৎসর ধূমধাম সহকারে পালন করা হয়েছে তাঁর একশত তম জন্মবার্ষিকী । আমরা চাই প্রতিবছরের মতো এবছরও ডিসেম্বর মাসের চব্বিশ তারিখের কথা মনে রেখেই আমারা যেন তাঁকে স্মরণ করতে পারি এবং জানাতে পারি অন্তরের শ্রদ্ধাও ।

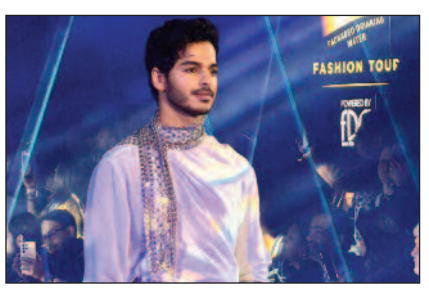

কলকাতায় মার্জার সরণি মাতালেন অভিনেতা ঈশান খট্টর। শনিবার গঙ্গাবক্ষে ভাসমান ভেসেলে আয়োজিত এক ফ্যাশন শোতে অনামিকা খান্নার পোশাকে হাঁটতে দেখা যায় তাকে। ফ্যাশন শো শেষে তিনি জানান অস্কার জেতার সমস্ত রসদ রয়েছে তার অভিনীত ছবি হোমবাউন্ড সিনেমাটিতে।অনামিকা খান্নার তৈরী পোশাক পরে মার্জার সরণি মাতালেন কলকাতার দেশের নামিদামি মডেলরাও। যোগ দিতে দেখা গেল সারা সেনগুপ্তকে।